SURUCHIR KUTIR

PART II.

BY

DVARAKANATH GANGULI.

সুরুচির-কুটীর,

দ্বিতীয় ভাগ,

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতা।

২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯১।

সুরুচির কুটীর।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুরুচির আতিথ্য।

সুরুচির ক্ষুদ্রগৃহে যে স্থান ছিল, পাড়ার শিশুদিগের শিক্ষার জন্য স্থাপিত পাঠশালায় এবং তাঁহার দরজির দোকানে ও ধামঘেতি ভাণ্ডারে তাহা আবদ্ধ হইয়াছে, আর এমন স্থান নাই যে, কোন বন্ধু বান্ধব আসিলে তাঁহাদিগের দুই চারি দিন অবস্থিতির জন্য কোন প্রকার সুশৃঙ্খলা করিতে পারেন। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ কখনও উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের জন্য আপনাদিগের শয্যা ছাড়িয়া দিয়া সুরুচি ও সুরেশচন্দ্র কখনও দরজির দোকান ঘরে, কখনও বা শিশুদিগের পাঠশালায় শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিতেন। এইরূপ স্থানের অপ্রতুলতা দেখিয়া তাঁহাদিগের আত্মীয় বান্ধবেরা তাঁহাদিগের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইতেন না। যাঁহাদিগকে গৃহে স্থান দিতে পারিলে পরম সুখ হইত, গৃহে স্থান সমাবেশ হইবে না বলিয়া এমন বন্ধুবান্ধবেরা যখন তাঁহাদিগের আতিথ্য অস্বীকার করিতেন, তখন সুরুচি ও সুরেশচন্দ্র অতিশয়

দুঃখিত ও লজ্জিত হইতেন। এই হেতু এবং অপর নানা কারণে তাঁহারা গৃহের স্থান পরিবর্দ্ধন করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন এবং আয়ের আর কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা হইলেই গৃহ পরিবর্দ্ধন করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এখন সুরেশচন্দ্রের মাসিক বেতন দুইশত টাকা হইয়াছে; সুতরাং তাঁহারা গৃহ দ্বিতল করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের একটী পুরাতন বাটী ভগ্ন করা হয়, সুরেশচন্দ্র তাহা হইতে আপনার গৃহের ব্যবহারোপযোগী কতকগুলি কড়ি বরগা ও জানালা দরজা, সুলভ মূল্যে ক্রয় করেন। সুরেশচন্দ্রের এই একটী সুনিয়ম ছিল যে, সুলভে কার্য্য শেষ হইবে বলিয়া তিনি আপনার কোন কার্য্যে কখনও মন্দ দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। নিজ শক্তিতে যতদূর সম্ভব ভাল দ্রব্য ব্যবহার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। সুলভ হইবে বলিয়া তিনি পুরাতন কাষ্ঠ ক্রয় করেন নাই, গবর্ণমেণ্ট অট্টালিকাদিতে উৎকৃষ্ট দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, সুতরাং ভাল দ্রব্য বলিয়াই তিনি উহা ক্রয় করিয়াছিলেন। বস্তুতও তিনি যাহা ক্রয় করিয়াছিলেন, বাজারের উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ অপেক্ষাও তাহা উত্তম হইয়াছিল, অথচ মূল্য অধিক হয় নাই, বরং অল্পই হইয়াছিল। সুরেশচন্দ্র গৃহ নির্ম্মাণে অতি উৎকৃষ্ট ইষ্টক চূণ প্রভৃতি ব্যবহার করিলেন। ইহাতে যদিও তাঁহার আপাততঃ কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় হইল, তথাপি ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া দেখিলে এইরূপ কার্য্য করা লাভ ব্যতীত ক্ষতিকর নহে। আমাদিগের দেশে ইতর ভাষায় একটী প্রবাদ আছে যে, সুলভ মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিয়া শেষে অনুতাপ করিতে হয়। সুরেশচন্দ্র একথার অর্থবিলক্ষণ বুঝিতেন, সুতরাং তাঁহাকে শেষে অনুতাপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইল। এখন আর সুরুচির কুটীর, কুটীর বলিয়া

গণ্য হইবার উপযুক্ত রহিল না, অট্টালিকা রূপে পরিণত হইল; তথাপি উহা পূর্ব্বনামেই পরিচিত।

সুরুচির অট্টালিকা প্রস্তুত হইলে পর, সুরেশচন্দ্র আট খানি খাট ক্রয় ও আট প্রস্ত শয্যা প্রস্তুত করিলেন। স্ত্রীলোক-দিগের এবং যাঁহারা নিতান্ত আত্মীয় এমন পুরুষদিগের ব্যবহা-রার্থে উপরের তালায় দুইটী ঘর এবং অপর অতিথি পুরুষ-দিগের জন্য নীচের তালায় দুইটী ঘর শয্যাগৃহ রূপে রক্ষিত হইল। এইরূপ শয্যাগৃহের সংস্থান হইলে পর তাঁহাদিগের যখন যে আত্মীয়বান্ধব কলিকাতায় সমাগত হইয়াছেন, সুরুচি ও সুরেশচন্দ্র তাঁহাদিগকে কখনও স্থানান্তরে অবস্থিতি করিতে দেন নাই। সুরুচি ও সুরেশচন্দ্রের যত্নে সকলেই পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন; এমন কি অল্প দিনের মধ্যেই এই গৃহ তাঁহাদিগের নিজ গৃহের মত বোধ হইয়াছে। বন্ধু-বান্ধবদিগের যাহাতে কোন প্রকারে কোন ক্লেশ না হয়, এই বিষয়ে তাঁহাদিগের স্বামী স্ত্রী উভয়েরই বিশেষ দৃষ্টি আছে। যদিও তাঁহাদিগের ভৃত্য সংখ্যা অধিক নহে, কেবল মাত্র দুইটী, তথাপি তাঁহাদিগের গৃহের এমনই সুশৃঙ্খলা যে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় শয্যায় গমন কালপর্য্যন্ত যখন যাহা প্রয়োজন তজ্জন্য কখনও প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না, যথা সময়েও যথাস্থানে সমুদায় দ্রব্য প্রস্তুত থাকে। সুরুচি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া হস্ত মুখপ্রক্ষালনের সমুদায় সামগ্রী এবং তৈল, গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি বিমলার হস্তে প্রদান করেন, সে তাহা লইয়া স্নানাগারে রাখে; নারায়ণ সিংহ উঠিয়া গাড়ু ও গামলা জলপূর্ণ করিয়া রাখে; অতিথি বন্ধুবান্ধবেরা গাত্রোত্থান করিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন ও স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করেন। একটী নির্জ্জন গৃহে উপাসনার স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তথায় যাইয়া তাঁহারা ঈশ্বরো-

পাসনা করেন। উপাসনান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, তাঁহাদিগের শয্যাগৃহে জলযোগের দ্রব্যাদি প্রস্তুত রহিয়াছে। তৎপরে ৯ঘটিকার সময় আহার সামগ্রী প্রস্তুত, সুরেশচন্দ্র বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া আহার করিতে বসেন। দশটার সময় সুরেশচন্দ্র কার্য্যালয়ে গমন করেন, তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত অতিথিদিগের চিত্ত বিনোদনের জন্য পুস্তক, পত্রিকা ও চিত্রাবলী প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী তিনি তাঁহাদিগের গৃহে রাখিয়া যান। যাঁহাদিগের সহিত বিশেষ আত্মীয়তা ও সমভাবকতা আছে, সুরুচি অবসর পাইলে এই সময়ে তাঁহাদিগের সহিত নানা প্রকার সদ্বিষয়ের আলাপ করেন। অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় অতিথিদিগের জলযোগের সামগ্রী পুনরায় উপস্থিত হয়। সুরেশচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগের সমুদায় বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করেন। সায়ংকালে আবার নানাবিষয়ে আলাপাদি হইয়া থাকে। তৎপরে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া সকলে আহারাদি করেন। সুরুচির গৃহে নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন সচরাচর প্রায় অন্য কেহ উপস্থিত হন না, তথাপি কখন কখনও এমন হইয়া থাকে যে, কোন কোন লোক আত্মীয় হইলেও তাঁহাদিগের সহিত বিশেষ সমভাবকতা নাই সুতরাং এমন লোক উপস্থিত হইলে সুরুচি তাঁহাদিগের সহিত আলাপ কিম্বা একত্রে আহার করেন না। আর যখন কেবল বিশেষ আত্মীয়বর্গ উপস্থিত থাকেন, তখন সুরুচিও তাঁহাদিগের সহিত একত্রে ভোজন করেন। যত বড় লোকই হউন না কেন, অজ্ঞাতচরিত্র বা অসচ্চরিত্র লোকেরা কখনও সুরুচির গৃহে আত্মীয়তার অধিকার পাইতে পারেন না। সুরেশচন্দ্র কখনও কখনও অজ্ঞাত চরিত্র লোকের সহিত একত্রে আহারাদি করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সে স্থলে সুরুচি তাঁহার সঙ্গিনী হন না। অসচ্চরিত্রলোকের সংসর্গ তাঁহারা উভয়েই বিষসর্পবৎ পরিত্যাগ করেন। এই কারণে

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বড়লোকদিগের মহলে সুরেশচন্দ্রের কিছুমাত্র প্রতিপত্তি নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সচ্চরিত্র, এমন কি, যাঁহারা ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক বলিয়া গণ্য, তাঁহারাও সমপদস্থ অসচ্চরিত্র লোক-দিগকে আহারাদির নিমন্ত্রণ না করিয়া পারেন না, এবং স্ত্রী কন্যাদিগকে লইয়া তাঁহাদিগের সহিত অনেক সময়ে একত্রে পান ভোজন করিয়া থাকেন। সুরেশচন্দ্র এমন স্থলে নিমন্ত্রিত হইয়া, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই, বরং এইরূপ ব্যবহারের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করিয়াছেন; সুতরাং বড়লোকদিগের মধ্যেও যাঁহারা ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক তাঁহাদিগের অনেকের গৃহেও সুরুচি ও সুরেশচন্দ্রের আর নিমন্ত্রণ হয় না। সুরুচি ও সুরেশচন্দ্র কেন এইরূপ ব্যবহার করেন, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, "যে মহিলা প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বত্র গমনাগমন করেন, লক্ষ লক্ষ ইতর লোকে যাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে, তিনি নিজ গৃহে অনেক বড়লোকের সহিতও আহার করিতে কেন অসম্মত হন, এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করা কঠিন। সুরেশচন্দ্র ইউরোপীয়দিগের ন্যায় স্ত্রীস্বাধীনতা এদেশে প্রচলিত করিতে চাহেন, কিন্তু এদেশীয় কোন সাহেব-কেইত লোকের চরিত্র বিচার করিতে দেখি না; অনেক অসচ্চরিত্র লোকেরও বিবিদিগের সহিত আলাপ পরিচয় আছে। যে সকল সাহেবের অসচ্চরিত্রতা হেতু অন্য ভদ্রবংশে চির-কলঙ্ক নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এমন ব্যক্তিরাও উচ্চপদস্থ হইয়া তাহা-দিগের স্বজাতীয় স্ত্রীসমাজে অনায়াসে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।" কেবল সুরেশচন্দ্রের অসাক্ষাতে লোকে এই সকল কথার আলোচনা করেন এমত নহে, অনেকে তাঁহাকেও এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তিনি সকলকেই এই উত্তর দেন যে, তিনি কোন দেশ বিশেষের রীতি প্রচলন

করিবার চেষ্টা করিতেছেন না, যে সকল নিয়ম তাঁহার বুদ্ধি ও বিবেকের অনুমোদিত, তিনি কেবল তাহাই অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন। চিন্তাহীন অনুকরণ বিশেষ বিপদের হেতু। স্ত্রীজাতি পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় গৃহে আবদ্ধ থাকেন, ইহা তিনি অনুমোদন করেন না; পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও সর্ব্বত্র গমনাগমনের অধিকার থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য স্থান কোথাও কোন স্ত্রীলোকের অসচ্চরিত্র পুরুষের সহিত আলাপ ও আপ্যায়িততা করা কর্ত্তব্য নহে। পুরুষদিগের সম্বন্ধেও এই নিয়ম, কোন অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহাদিগেরও আলাপ পরিচয় করা অনুচিত। তবে যে স্থলে কোন অসচ্চরিত্র স্ত্রী বা পুরুষকে সংশোধন করা মুখ্য অভিপ্রায় হয়, তথায় কেবল এই নিয়মের অন্যথা করা যাইতে পারে। অসচ্চরিত্র লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া কুলকন্যাদিগের চরিত্রের শিথিলতা জন্মিতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া সুরেশচন্দ্র এই কথা বলেন না। লোকের চরিত্র যে এক অমূল্য সম্পত্তি অসচ্চরিত্র নীচাশয় ব্যক্তিদিগের এ জ্ঞান নাই, তাহারা অনেক সময়ে সচ্চরিত্র ব্যক্তিকেও তাহাদিগের সমশ্রেণীস্থ বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই অসৎ অভিপ্রায় বশতঃ তাহারা দেব-প্রকৃতিবিশিষ্টা কুলকন্যাদিগকেও নরকের অস্পর্শ্য জীব বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। তাহাদিগের মিথ্যা বাক্যে অনেক নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে। সুতরাং এবিষয়ে অসাবধান হইলে ভবিষ্যতেও অনেক নিষ্কলঙ্ক পরিবার কলঙ্কিত হইতে পারে। বিশেষতঃ অসচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের সংসর্গে অগঠিত-চরিত্র সন্তান-সন্ততির বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। অধিকন্তু কু-লোকদিগের সহিত

আহার ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়াও কোন ক্রমে বিধেয় নহে। যখন কু-চরিত্র লোকদিগের হইতে এই সকল বিপদের আশঙ্কা আছে, তখন তাহাদিগকে এবং অপরীক্ষিত-চরিত্র ব্যক্তিদিগকে পরিবার মধ্যে প্রবেশাধিকার না দেওয়াই শ্রেয়। সুরেশচন্দ্রের এই সকল কারণ অকাট্য বলিয়া গণ্য হইলেও অনেকে তদনুসারে চলিতে সম্মত হন নাই। তাঁহাদিগের মতে এতদূর সাবধান হইয়া চলিতে হইলে; নিতান্ত অসামাজিক বলিয়া গণ্য হইতে হয়, লোকের নিকটে কোন প্রকার প্রতিপত্তি থাকে না; সুতরাং সমাজে থাকিতে হইলে সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলাই বিধেয়। যাঁহারা পিতা মাতার অশ্রুজল অতিক্রম করিয়া বিবেক-বুদ্ধির অনুসারে চলিতে সাহসী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মুখেও এই সকল কথা শুনিয়া সুরেশচন্দ্র অনেক সময়ে নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়াছেন। যে সমাজে সাধুতার প্রকৃত গৌরব নাই, সদ্বুদ্ধি অনুসারে চলিতে যাইয়া যে সমাজে অপদস্থ হইতে হয়, সুরেশচন্দ্র সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে সমাজকে কখনও সম্মান করিবেন না, এমন সমাজে বাস করা অপেক্ষা বরং অরণ্য আশ্রয় করিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সুরেশচন্দ্র তাঁহার সমধর্ম্মশীল অনেক ব্যক্তি হইতেও স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। দরিদ্রদিগের সহিতই তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা; ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার সহিত আহার ব্যবহার করেন তাঁহাদিগের অধিকাংশই দরিদ্রলোক। কিন্তু দরিদ্র সংসর্গে থাকিয়া তিনি কখনও অগৌরব বোধ করেন নাই, বরং তিনি সেই সকল অকৃত্রিম বন্ধুর সংসর্গে যে পরম সুখানুভব করেন, অন্যত্র সে সুখের সম্ভাবনা নাই, ইহাই তিনি সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন। ধনীর পদধুলি নিজ গৃহে পতিত হইলে অনেকে

যেমন কৃতার্থ হইয়া থাকেন, সুরেশচন্দ্র কখনও সেইরূপ কৃতার্থতা বোধ করেন না। বড়লোকদিগকে আহার করাইতে হইলে অনেকে যেরূপ সমারোহের সহিত নানাপ্রকার আয়োজন করেন, অসচ্ছল অবস্থার লোকদিগকে আহার করাইবার সময় কখনও সেরূপ করেন না, সুরুচির গৃহে এরূপ অসঙ্গত ব্যবস্থা কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং যাহাতে শেষোক্ত অবস্থার ভদ্র লোকদিগকে অধিকতর পরিতুষ্ট করিতে পারেন, তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে সর্ব্বদা এইরূপ যত্ন করেন। তাঁহাদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়া কেহ আপনাদিগের অবস্থার প্রভেদ অনুভব করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন না, সকলেই সমানরূপ সমাদরে পরিগৃহীত হইয়া থাকেন। দশ জনের সহিত একত্রে আহার করিতে বসিলেও অনেক ক্ষুদ্রমনা স্ত্রীলোক যেমন আপনার আত্মীয়দিগকেই খাদ্য দ্রব্যাদির উৎকৃষ্টভাগ প্রদান করিয়া থাকেন সুরুচির ব্যবহারে একদিনও সুরেশচন্দ্রকে সেরূপ লজ্জা পাইতে হয় নাই। গৃহে অতিথি থাকিলে সুরুচি খাদ্যদ্রব্যের উৎকৃষ্টভাগ সর্ব্বদা তাঁহাদিগকেই প্রদান করেন; এই সময়েও তিনি অবস্থার তারতম্য করিয়া কখনও পরিবেশন করেন না; বড়লোককে বড়ভাগ দেওয়া তাঁহার অভ্যাস নহে, তিনি ছোট বড় সকলকে সমান রূপে পরিবেশন করিয়া থাকেন।

ছাত্রদিগের বাসায় অবস্থিতি কালে সুরেশচন্দ্র ইহা বিলক্ষণ রূপে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন যে, অল্প বয়সে পরিজন বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিদেশে অবস্থিতি করাতে ছাত্রদিগের হৃদয়ের কমনীয় ভাব সকল পরিবর্দ্ধিত হইবার পক্ষে অনেক অসুবিধা হইয়া থাকে; অধিকন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা মাতা ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় কুলকন্যাদিগের স্নেহ ও ভালবাসা লাভে এককালে বঞ্চিত হইয়া বড়ই

ক্লেশ অনুভব করেন। সুরেশচন্দ্রের গৃহ পরিবর্দ্ধিত হইলে পর তিনি প্রতি শনিবার রাত্রিতে সচ্চরিত্র ব্রাহ্মযুবকদিগকে পর্য্যায় ক্রমে নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে এক এক শনি-বার এক এক স্বতন্ত্র দলকে নিমন্ত্রণ করিয়া সুরুচি জ্যেষ্ঠ ভগিনীর ন্যায় তাঁহাদিগকে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া পরিতৃপ্তির সহিত আহার করান এবং তৎপরে তাঁহারা স্বামী স্ত্রী একত্রিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত নানাপ্রকার সদ্বিষয়ের আলাপ করেন। এই রূপে প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার প্রত্যেক ব্রাহ্মযুবকের সুরুচির গৃহে নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। সুরুচি ও সুরেশচন্দ্রের এইরূপ সদয় ব্যবহারে ব্রাহ্ম যুবকেরা আত্মপরিবারবর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকিবার ক্লেশ অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইতে পারিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগের কাহারও কখন পীড়া হইলে সুরুচি তাঁহাকে নিজগৃহে আনাইয়া তাহার আরোগ্য কাল পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিষ্ফল যত্ন।

সুরুচি বাল্যজীবনে অনেক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু এখন তাঁহার সুখের সময়। দুঃখের অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা সুখে পদার্পণ করেন, আক্ষেপ এই, তাঁহাদিগের অনেকেরই পূর্ব্ব কথা স্মরণ থাকে না, তাঁহারা দুঃখী দেখিলে ঘৃণা করেন। সুরুচির গৌরবের বিষয় এই যে, তিনি আত্ম-বিস্মৃত হন নাই, তিনি নিজে যেমন সুখী হইয়াছেন, সেইরূপ অপরকেও সুখী করিতে তাঁহার যত্নের ত্রুটি নাই; দুঃখীর দুঃখ দুর্গতি দূর করিতে, বিপথগামীকে সৎপথে আনয়ন করিতে

তিনি অকাতরে অনবরত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। মনুষ্য যত্ন করিতে পারে, কিন্তু ফলাফল নির্ণয় করিতে পারে না। সৎকার্য্যে সুরুচির যত্নের অপ্রতুল নাই। বিমলার চেষ্টায় যে সকল চাকরাণী তাঁহার গৃহে সমবেত হইত, তিনি তাহাদিগকে যাহাতে ভাল করিতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়া ছিলেন, কিন্তু সুফল লাভের বিশেষ কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া শেষে অতিশয় নিরাশ হইয়া পড়েন। সুরুচি প্রাপ্ত-বয়স্কা হইয়া যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহার যত্ন কখনও নিষ্ফল হয় নাই। সুতরাং যত্ন করিয়াও যে অকৃতকার্য্য হইতে হয় ইহা তিনি জানিতেন না; অন্যান্য কার্য্যে তিনি যেরূপ সফলতা লাভ করিয়াছেন, এই কার্য্যেও সেইরূপ সফল যত্ন হইবেন, তাঁহার এই পূর্ণ ধারণা ছিল। কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহার পরিশ্রম এক প্রকার বৃথা হইতেছে, কোন ফলই দেখা যাইতেছে না, তখন তাঁহার হৃদয় নিরাশার ঘোরতর অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। পূর্ব্ববৎ আগ্রহ আর রহিল না। যাঁহারা প্রত্যেক কার্য্যেই অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, প্রতিকূল শক্তির সহিত যাঁহাদিগকে কখনও সংগ্রাম করিতে হয় নাই, জীবনের কণ্টকময় দুর্গম পথে যাঁহারা কোন দিন ভ্রমণ করেন নাই, তাঁহাদিগের কোন কার্য্যে যখন প্রথম বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাদিগের হৃদয় এককালে অবসন্ন হইয়া পড়ে; অল্প বিঘ্নকেও তাঁহারা অতি গুরুতর মনে করিয়া থাকেন। সুরুচিকে যে প্রতিকূল শক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহা বড় সামান্য নহে। সুতরাং গুরুতর বিঘ্নকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া তাঁহার হৃদয় যে অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সুখের প্রত্যাশা না থাকিলে কে কখন কোন্ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে? যিনি

স্বদেশের কল্যাণ কামনায় সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, যিনি শত নিগ্রহ ভোগ করিয়াও স্বজাতির পাপ কলঙ্ক মোচনে রত হইয়াছেন, যিনি পরের প্রাণ রক্ষার জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিতেছেন, অথবা যিনি স্বদেশের স্বাধীনতা সংস্থাপনের উদ্যোগ করিয়া চিরনির্ব্বাসিত হইতেছেন, সেই ভাগ্যবান পুরুষকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কেন এই আত্মদুর্গতি আনয়ন করিয়াছেন? তখন এই উত্তর পাইবে যে, অপরে যাহাকে দুঃখ দুর্গতির কারণ মনে করে, তিনি তাহা করিয়াই সুখী, এই পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র তাঁহার আর সুখের প্রত্যাশা নাই। পরসেবায় যদি সুখ না থাকিত, তিনি কখনও পরসেবায় নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। আপনার মুখের গ্রাস পরের মুখে তুলিয়া দিয়া যদি পরিতৃপ্তি না হইত, তবে কে একার্য্য করিত? আবার, যে পাপের পঙ্কিল হ্রদে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে পাপ কার্য্যেই তাহার সুখ। যে ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়া সুখী হইতে পারিবে মনে করে সেই ব্যক্তিই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

সুরুচির গৃহে যে চাকরাণীদিগের সমাগম হইত, তাহারা সুরুচির পরামর্শানুসারে চলিয়া কোন দিন সুখী হইতে পারিবে এ প্রত্যাশা তাহাদিগের কাহারও জন্মিয়াছিল না। চাকরাণীরা অল্পবেতন পায়, সুতরাং বাজারের পয়সা চুরি করিয়া আপনা-দিগের আয় বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সুরুচি তাহাদিগকে চুরি করিতে নিষেধ করিতেন, তাহারা তাঁহার কথা শুনিবে কেন? কেহ বলিত, "মা বিমলার মত যদি আমার আর কেহ না থাকিত, আপনার কথানুসারে অনায়াসে চলিতে পারিতাম। কিন্তু আমার দুইটি কচি ছেলে ও বুড়ো মা বাড়িতে রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাদিগকে খাওয়াইতে পরাইতে হইবে; বলুনত

দুই টাকা মাহিয়ানায় কি তাহা হয়? ধর্ম্ম করিতে গেলে আমার সংসার চলিবে কি রূপে?" এইরূপ এক এক জনে ক্রমে তাহাদিগের আত্ম কাহিনী কহিত। সুরুচি তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন, তাহারা সাধু হইলে তাহাদিগের প্রভুরা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহারা বলিত, "মা, এ পর্য্যন্ত এমন মনিব দেখিলাম না; বিমলা বড় ভাগ্যবতী তাই আপনার মত মনিব পাইয়াছে।" মনিবকে আপনার আত্মীয়ের ন্যায় ভাল বাসিতে সুরুচি তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন; মনিবের যত দ্রব্য সামগ্রী যাহাতে নষ্ট না হয়, তৎপক্ষে সাবধান হইতে বলিতেন। নিজের একটী তৃণ নষ্ট হইলে প্রাণে লাগে, কিন্তু মনিবের যত দ্রব্য সামগ্রী নষ্ট হইয়া যাউক না কেন তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, এইজন্য সুরুচি তাহাদিগকে অনুযোগ করিতেন। সুরুচির অনুযোগ শুনিয়া তাহারা বলিত, "মা, মনিবেরা যদি আমাদিগকে স্নেহ করিতেন, সামান্য ত্রুটি দেখিলে তিরস্কার না করিতেন, তাহা হইলে আমরাও তাহাদিগকে পর ভাবিতাম না, তাহাদিগের দ্রব্য সামগ্রীর প্রতি কখনও অযত্ন করিতাম না। বিমলা কি কখনও আপনাকে পর ভাবে, আপনার দ্রব্যাদি নষ্ট করে? আমাদিগের দুঃখের কপাল, কাযের একটু ত্রুটি হইলেই গালি খাইতে হয়; কিন্তু ভাল কায করিয়াত কখনও কাহারও নিকট প্রশংসা পাই নাই। তবে কোন্ প্রত্যাশায় ভাল কায করিব। একান্ত যাহা না করিলে নয়, কেবল তাহাই করিয়া থাকি।"

সুরুচি ক্রমে বুঝিতে পারিলেন, ভৃত্যদিগকে ভাল করিতে হইলে অগ্রে তাহাদিগের প্রভুদিগকে ভাল করা আবশ্যক। চাকরাণীদিগের অনেক কথা বড় অযৌক্তিক নহে; যাহার নিকট নিত্য গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়, কে তাহাকে ভাল বাসিতে

পারে? সর্ব্বদা তিরস্কৃত হইলে লোকের আর তিরস্কারের ভয় থাকে না। অধিকাংশ চাকরাণী যে তিরস্কার-ভয়-বিবর্জ্জিত ইহাই তাহার কারণ। সদয় ব্যবহারে বনের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত বশ হয়, তবে মানুষ বশ হইবে না কেন? অনেক স্থলে প্রভু-দিগের অসদ্ব্যবহারই চাকরাণীদিগের মন্দ স্বভাবের মূলীভুত; অনেকের অবস্থা তাহাদিগের ভাল হইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক। যাঁহারা নৈতিক উন্নতি অতিশয় সহজসাধ্য মনে করেন, তাঁহারা বলিবেন, চাকরাণীর সংসার চলে না বলিয়া সে অপরের পয়সা চুরি করিবে, এ অতি অসঙ্গত কথা। অনাহারে প্রাণ যায় তাহাও ভাল, তথাপি পর দ্রব্য অপহরণ করা উচিত নহে। কিন্তু যাঁহারা পরম ধার্ম্মিকের ন্যায় এই উপদেশ দিতে অগ্রসর, হয়ত তাঁহারা স্বয়ংই পরের নিকট অর্থ ঋণ করিয়া সেই অর্থে আপনার সুখ সচ্ছন্দতার সামগ্রী ক্রয় করিতেছেন; আত্ম ঋণ পরিশোধ করিবার শক্তি আছে কি না তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতেছেন না। যে ঋণ পরিশোধ করিবার শক্তি হইবে না, এমন ঋণ করা যে অবৈধ, এ চিন্তা তাঁহাদিগের একবারও উপ-স্থিত হয় না। সহস্র সহস্র ব্যক্তি এইরূপে পরের ধনে বড়মানুষি করিয়া অবশেষে ঋণ পরিশোধে অসমর্থ বলিয়া ঋণ-পরিশোধা-ক্ষম ব্যক্তিদিগের বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি এই সকল ব্যক্তি সমাজের প্রধান ও সম্ভ্রান্ত লোক; আর তোমার বাড়ীর চাকরাণী চারি পয়সার বাজার করিয়া সিকি পয়সা চুরি করে বলিয়া সে পাপ-ভারাক্রান্ত সমাজের অস্পৃশ্য জীব। চোরের দণ্ড হয়; কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তির কোন দণ্ড হয় না কেন? তুমি বলিবে, ইহা সামাজিক ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র চোরের দণ্ড হয়, আর বড় বড় দস্যুরা কৌশল পূর্ব্বক পরের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াও সমাজে সম্ভ্রান্ত পুরুষ বলিয়া গণ্য

হইয়া থাকেন, সমাজের এ ব্যবস্থা মন্দ নহে। এক ব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর হইয়া পরের অন্ন কাড়িয়া খাইল, সে দণ্ডনীয় হইবে; আর যে ব্যক্তি কৌশল পূর্ব্বক পরের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া বড় মানুষি করিতেছেন, তিনি ঐ ক্ষুধাতুর চোরের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিবেন, সমাজের যখন এই বিষম ব্যবস্থা, তখন এক শ্রেণীর লোক যে এককালে অধঃপাতে যাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

তোমার বাড়ীর চাকরাণী যে প্রতি দিন সিকি পয়সা চুরি করিয়া চারি দিনে একটী পয়সা সঞ্চয় করিয়াছে, একবার এই দিকে চাহিয়া দেখ, ঐ যে পথপ্রান্তে উপবিষ্ট অন্ধ সে তাহার হস্তে গোপনে সেই পয়সাটী প্রদান করিল। আর ঐ যে অশ্বযুগ-সংযোজিত-শকটারূঢ় মহারাজ যিনি তোমার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য তোমার গৃহে পদক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া তুমি কৃতার্থ হইয়াছ, এবং যিনি একবার ঋণ লইয়া ইহজন্মে আর তাহা পরিশোধ করিবেন না, তিনি ঋণকৃত অর্থ কিরূপে ব্যয় করিতেছেন, একবার তাহারও অনুসন্ধান লও, দেখিবে সেই অর্থে শুণ্ডিকের গৃহের ত্রিতল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন বল প্রকৃতপক্ষে কে সমাজের অস্পৃশ্য জীব।

সুরুচি এই বিষয়ে ক্রমে যত অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে লাগিলেন, ততই তাহার এইরূপ ধারণা বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে, অগ্রে সমাজের বর্ত্তমান ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করিয়া নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিলে, চাকরাণীদিগকে প্রকৃতরূপে সংশোধন করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করিতে পারেন, সুরুচির ক্ষুদ্র দেহে এমন শক্তি নাই। সুতরাং চাকরাণীদিগের হিতার্থে তিনি কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন তাঁহার এ আশা আর রহিল না।

তথাপি যদি আর কোনও কারণ উপস্থিত না হইত, সুরুচির উদ্যম এককালে ভঙ্গ হইত না। সুরুচির সমাদরে আপ্যায়িত হইয়া চাকরাণীরা কিছু দিন নিয়মিতরূপে তাঁহার গৃহে আসিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের আগ্রহ হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, তাহাদিগের অনেকেই আর নিয়মিত রূপে উপস্থিত হইত না, বিমলা যাইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিত। বিমলা সহসা পীড়িত হইয়া পড়িল, সুতরাং এই সময়ে চাকরাণী-দিগের অনেকেই উপস্থিত হইতে শৈথিল্য করিতে লাগিল। সুরুচিও বুঝিতে পারিলেন, কিছু কাল তাঁহার এইরূপ কোনও গুরুতর পরিশ্রম করিবার শক্তি থাকিবে না। কাযেই তাঁহাকে এই চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিমলার কামনা সিদ্ধি।

বিমলার আক্ষেপ এতদিনে দূর হইবার উপক্রম হইল। সুরুচি সন্তান-সম্ভাবিতা হইয়াছেন। বিমলার আনন্দ আর ধরে না; মায়ের ছেলে হবে, আমি তাকে কোলে করে নাচাব," এই কথাই দিবারাত্রি তাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সুরুচি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া পাছে পীড়িত হইয়া পড়েন সুরেশ-চন্দ্রের সর্ব্বদা এই আশঙ্কা। সসত্ত্বাবস্থায় এককালে পরিশ্রম না করা যেরূপ দূষণীয়; অতিরিক্ত পরিশ্রম করা তদপেক্ষা অল্প দূষণীয় নহে। সুরেশচন্দ্রের অনুরোধে সুরুচি আপনার কার্য্যভার কতক কমাইয়াছেন। চাকরাণীদিগকে ভাল করিবার চেষ্টা প্রধানতঃ এই কারণ বশতই সুরুচিকে পরিত্যাগ

করিতে হয়। সন্তান-সম্ভাবিতাবস্থায় মানসিক উদ্বেগ অতিশয় অনিষ্টকর। সুরুচির মন যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, সুরেশ-চন্দ্র আপনার অবসর কালের অধিকাংশ সময়ে তাঁহার নিকট থাকিয়া এই চেষ্টা করিয়া থাকেন। সুরেশচন্দ্র জানেন যে, মাতৃগর্ভে থাকিতেই সন্তান মাতার দোষ গুণের ফলভাগী হইয়া থাকে। তাহার ভবিষ্যৎ সুখ বা দুঃখের বীজ মাতৃগর্ভেই অঙ্কু-রিত হয়। সে সংসারে আসিয়া লোকের আশীর্ব্বাদ কি তিরস্কার লাভ করিবে, স্বর্গের দেবতা, কি নরকের দৈত্য হইবে, তাহা মাতার কার্য্যের উপর প্রধান রূপে নির্ভর করে। প্রসূ-তির মনের অবস্থা যেরূপ থাকিবে সন্তানও সম্ভবতঃ সেইরূপ মানসিক অবস্থা লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। এই হেতু সুরেশচন্দ্র প্রধান প্রধান ধর্ম্মাত্মা ও দেশহিতৈষীদিগের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া গৃহে সংস্থাপন করিয়াছেন। সুরুচি সেই সকল পবিত্র ব্যক্তির প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করেন। এক একজন ধর্ম্মাত্মা কেমন অকাতরে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তথাপি আপনার ধর্ম্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই; পরহিতে এবং দেশহিতে রত হইয়া এক এক সদা-শয় দেশহিতৈষী পুরুষ কিরূপে আপনার সমুদায় সুখ সৌভাগ্য অকাতরে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া এক এক সময়ে সুরুচির দুই চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুত হইয়া থাকে। তিনি কখনও কখনও ভাবেন, এমন সৌভাগ্য কি কখনও হইবে যে, এইরূপ কুলপাবন সন্তান এই কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া গৃহকে পবিত্র করিবে। সুরুচির এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক বা না হউক, সুরেশচন্দ্রের সুব্যবস্থায় সুরুচি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকেন, কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক কষ্ট তাঁহাকে ভোগ করিতে হইতেছে না। সুরুচি নানাপ্রকার সদ্বিষয়ের আলোচনা

করিয়া সময় অতিবাহিত করেন। কোন্ বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করিলে নিজ সমাজের, দেশের এবং মনুষ্য জাতির কল্যাণ সাধন হয়, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত অনেক সময়ে তাহার আলোচনা করেন। অবসর কালে পুরাতন বস্ত্র দ্বারা কন্থা প্রস্তুত করিয়া দরিদ্র চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দেন। এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল; যথাসময়ে সুরুচির এক পুত্র সন্তান জন্মিল। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী সানন্দচিত্তে ও কৃতজ্ঞতাভরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

নব-জাত শিশুর রূপ কবি কল্পনায় কিরূপ বর্ণিত হইত তাহা বলিতে পারি না। কেন না যে মহাপুরুষ ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কুরঙ্গের নয়ন, গৃধিণীর নাসা, কোকিলের ভাষা, প্রভৃতি অপহরণ করেন নাই; এক শিশু সৃষ্টি করিতে তিনি সমগ্র সংসার ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন নাই। সুরুচির পুত্রের এক একটী অঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলা যায় না, কিন্তু তথাপি শিশুকে দেখিয়া সকলেই সুন্দর বলিয়া প্রশংসা করে। তাহার দেহের মধ্যে এমন একটী কান্তি লুকায়িত রহিয়াছে, যাহা দেখিলে তাহাকে ভাল বাসিতে স্বতই ইচ্ছা হয়। দিনের পর দিন যতই গত হইতে লাগিল, শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় শিশু যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এই কান্তি ততই ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। সুরুচির অগ্রে সংস্কার ছিল, সন্তান প্রতিপালন সম্বন্ধে জননীর যাহা কিছু করণীয়, তিনি গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার সমস্তই শিক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে এবিষয়ে আর কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু সময় অতিবাহিত যতই হইতে লাগিল, তাঁহার পুর্ব্ব সংস্কার ক্রমে ততই দূর হইতে লাগিল। তিনি দেখিতে পাইলেন, গ্রন্থগত বিদ্যায় তাঁহার সমস্ত

অভাব দূর হইতেছে না ; পাড়ার অনেক অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক অভিজ্ঞতা বলে যাহা শিক্ষা করিয়াছে, তাঁহাকে পদে পদে সে শিক্ষার সাহায্য গ্রহণ না করিলে কোন মতে আর চলিতেছে না। এক দিন অপরাহ্নে শিশুটী কিঞ্চিৎ অস্থিরতার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন, তাহার কোন রূপ কষ্ট হইতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা ও রাত্রি হইল, শিশুর অস্থিরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরিশেষে শিশু অতিশয় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। শিশুর অবস্থা দেখিয়া সুরুচি ও সুরেশচন্দ্র আতঙ্কিত হইলেন ; কি হইয়াছে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না ; অনন্যোপায় হইয়া ডাক্তার ডাকিবার পরামর্শ করিলেন ; সুরেশচন্দ্র পত্র লিখিয়া ধর্ম্মদাস বাবুর নিকট লোক পাঠাইবার জন্য অন্য কামরায় গমন করিলেন। এমন সময়ে পাড়ার কতিপয় স্ত্রীলোক শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া তাঁহাদিগের বাড়ীতে প্রবেশ করিল, ইহাদিগের মধ্যে রমানাথের মা নামক একজন অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ছিল, সে দেখিয়াই বলিল, শিশুর পেটে বোধ হয় মল জমা হইয়াছে, তাহাতেই এত কাঁদিতেছে ; আমাকে একটু দেখিতে দাও, এখন ডাক্তার আনাইবার দরকার নাই। এই বলিয়া সে শিশুর নাভি মূল একটু চাপিয়া ধরিল। কিঞ্চিৎ আরাম বোধ হওয়ায় শিশুর কান্না কমিয়া গেল। তখন সে সুরুচিকে জিজ্ঞাসা করিল, ঘরে মধু আছে ? তিনি বলিলেন না। "ছেলেপুলের ঘর, এ সকল জিনিষ রাখিতে হয়" এই বলিয়া বৃদ্ধা পার্শ্ববর্ত্তিনী এক জন স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমার ঘরের উত্তর দিকে একটী শিশিতে মধু আছে, শীঘ্র লইয়া আইস।" স্ত্রীলোকটী দ্রুতবেগে ছুটিল এবং অনতিবিলম্বে মধু লইয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা ইত্যবসরে আর একটী স্ত্রীলোককে বলিয়া

শিশুর মাথায় বাতাস দেওয়াইতে লাগিল এবং মধু আসিলে পর তাহার কিঞ্চিৎ অঙ্গুলীর অগ্রভাগে তুলিয়া লইয়া শিশুকে খাইতে দিল। নাভিমূল চাপিয়া ধরায় ও মাথায় বাতাস দেওয়ায় শিশুর নিদ্রা আসিল। তখন "আর ভাবনা নাই" বলিয়া প্রতিবেশিনীগণ চলিয়া গেল। শেষ রাত্রিতে সঞ্চিত মল বহির্গত হইয়া যাওয়ায় শিশুর আর কোন শারীরিক গ্লানি রহিল না। এই একটী নয়, দুইটী নয়, এরূপ অনেক ঘটনায় অনেক সময়ে সুরুচি প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য ও পরামর্শ পাইয়াছেন।

জননীর কর্ত্তব্যভার যে কেমন গুরুতর এবং অতি সামান্য অনবধানতায়ও যে কত অনিষ্ট হইতে পারে, এক একটী ঘটনায় সুরুচির হৃদয়ে ক্রমে তাহা দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইতে লাগিল। সুরুচির সন্তান হওয়ার পর বিমলার উপর গৃহ কার্য্যের প্রধান ভার পতিত হইয়াছে; সুরেশচন্দ্রের গৃহের কার্য্য যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে একা বিমলার দ্বারা সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে, এই হেতু সুরুচি আর একটী চাকরাণী রাখিয়াছেন। চাকরাণীর নাম শ্যামা। শ্যামার বাড়ী বিমলাদের এক গ্রামে, শ্যামা বালবিধবা। কলিকাতার সহর অতি কুস্থান, শ্যামা কাহার গৃহে চাকুরী করিতে যাইয়া পরিশেষে বিপন্না হইবে, এই ভাবিয়া বিমলা তাহাকে মায়ের নিকট লইয়া আইসে। সুরুচি শ্যামার অবস্থা ভাবিয়া তাহাকে নিজ গৃহেই চাকরাণী রাখিলেন। শ্যামার কায কর্ম্মে পটুতা আছে, কিন্তু বালস্বভাবসুলভ চঞ্চলতা এখনও দূর হয় নাই। এক দিন অপরাহ্নে কোন প্রয়োজনানুরোধে সুরুচি মাতৃ গৃহে গমন করিলেন। তখনও সুরেশচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসেন নাই। সুরুচি যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "শ্যাম, বিমলা সংসারের কাযে

ব্যস্ত, তুমি খোকাকে লইয়া বাড়ীতে থাকিও, কোথাও যাইওনা।" শ্যামা উত্তর করিল, "খোকাকে ফেলিয়া কোথায় যাইব।" সুরুচি বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার কিছু কাল পরে, সদর রাস্তায় এক ব্যক্তি বানর ও ভল্লুকের নাচ দেখাইতেছিল, শ্যামা বাদ্যের শব্দ শুনিয়া খোকাকে কোলে করিয়া সেই স্থানে ছুটিল। নাচ শেষ হইয়াছে, গৃহে ফিরিয়া আসিবে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, সদর রাস্তার অপর পার্শ্বে একটী বড় দ্বিতল গৃহে এক জন ইংরেজ ডাক্তার প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার সাহেবকে দেখিবার জন্য শ্যামার বড়ই কৌতুহল জন্মিল। রাস্তা অতিক্রম করিয়া সে উক্ত গৃহে প্রবেশ করিল এবং ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া অন্দর মহলে উপস্থিত হইল। সেই গৃহের একটী শিশুর ঘুংড়ির ব্যারাম হইয়াছিল, ডাক্তার শিশুটীকে দেখিতেছেন, বাড়ীর সমস্ত পুরুষ তথায় একত্রিত হইয়াছেন, এমন সময়ে শ্যামা সুরুচির শিশু সন্তান ক্রোড়ে করিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীর সকলেই ব্যস্ত, সুতরাং প্রথমে কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করে নাই, ডাক্তারের দৃষ্টি অগ্রে আকৃষ্ট হইল। তিনি বলিলেন, "এ সংক্রামক রোগ, এস্থানে এমন শিশুকে আনিতে নাই, ইহাকে শীঘ্র লইয়া যাও।" তখন "এ কাহার ছেলে, তুই কার বাড়ীর ঝি" বলিয়া সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; শ্যামা কাহারও কথার কোন উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিল। বিমলা গৃহ কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, সুতরাং শিশুকে লইয়া শ্যামার গৃহ হইতে চলিয়া যাওয়া এবং ফিরিয়া আসার সে কোন সংবাদই জানিত না। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করার কিছু কাল পরে, শিশু ভয়ানক ক্রন্দন করিতে লাগিল; মুখমণ্ডল ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া গেল; এক এক বার বোধ হইতে লাগিল যেন, শিশুর শ্বাস রোধ হইয়া যাইতেছে। বিমলা

ভাবিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। এমন সময়ে সুরেশচন্দ্র গৃহে আসিলেন। তিনিও অনেকক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই; তৎপরে তাহার বোধ হইল ইহা ঘুংড়ির পূর্ব্ব লক্ষণ হইবে। তখন আর তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; ধর্ম্মদাস বাবু এবং সুরুচিকে আনিবার জন্য ভবানীপুরে লোক পাঠাইয়া দিলেন। শ্যামাকে সুরেশচন্দ্র অনেকবার জিজ্ঞাসা করিলেন, সে শিশুকে লইয়া বাহিরে কোথাও গিয়াছিল কি না; সে অস্বীকার করিল। কিছু কাল পরে ধর্ম্মদাস বাবু ও সুরুচি আসিলেন। যে ইংরেজ ডাক্তারকে শ্যামা দেখিতে গিয়াছিল, তাহার সহিত ধর্ম্মদাস বাবু আর একটী রোগী দেখিতে যান; ইংরেজ ডাক্তার বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের অসাবধানতার কথা উল্লেখ করিয়া শ্যামার কীর্ত্তি বিবরণ ধর্ম্মদাস বাবুকে বলেন। তিনি চাকরাণী ও শিশুর সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া ধর্ম্মদাস বাবুর বোধ হইল শ্যামাই সুরুচির পুত্রকে লইয়া বাহিরে গিয়াছিল। সুতরাং তিনি শ্যামাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে বাড়ীতে ইংরেজ ডাক্তার আসিয়াছিল, তুমি খোকাকে লইয়া কেন তথায় গিয়াছিলে?" শ্যামা এই প্রশ্ন শুনিয়া অত্যন্ত চকিত হইল, কি উত্তর দিবে সহসা বুঝিতে পারিল না; পরিশেষে বলিয়া ফেলিল, "সাহেব দেখিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু অনেকক্ষণ থাকি নাই।" সুরেশচন্দ্র তখন না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না, "শ্যামা তুমি যে একটী অন্যায় কায করিয়াছ, তাহাতে যত দুঃখিত হইয়াছি, তুমি আমার কাছে তাহা গোপন করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিলে দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক দুঃখিত হইয়াছি।" শ্যামা যেরূপ তিরস্কারের ভয় করিয়াছিল, সেরূপ তিরস্কৃত না হওয়ায় সে আশ্চর্য্য হইল; এবং সেই সময় হইতেই সে মনে মনে

সঙ্কল্প করিল, আর কখনও এমন মুনিবের নিকট মিথ্যা কথা বলিয়া আপনার অপরাধ গোপন করিতে চেষ্টা করিবে না। এই দিন হইতেই শ্যামার জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। ধর্ম্মদাস বাবু অনেক চেষ্টা করিয়া সুরুচির পুত্রকে আরোগ্য করিলেন। সুরুচির জীবনে একটী প্রধান শিক্ষা লাভ হইল। তিনি ভবিষ্যতে আর কখনও এমন অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকের হস্তে সন্তানের ভার সমর্পণ করিয়া কোথাও যান নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রমেশচন্দ্রের কীর্ত্তি।

শ্যামার অসাবধানতায় যে বিপদ ঘটিয়াছিল, তাহার পর হইতে সুরুচি বড়ই সাবধান হইয়াছেন, শিশুটীকে প্রায় কখনও চক্ষের আড়াল করিতে চাহেন না। কিন্তু এইরূপ অতি যত্নে অনিষ্ট হইবার সূত্রপাত হইল। তাহাকে সর্ব্বদা কোলে কোলে রাখায় তাহার এরূপ অভ্যাস হইয়াছে যে একটু কোল ছাড়া করিলেই সে কাঁদিয়া অস্থির হয়; তাহার বয়স প্রায় এক বৎসর হইল সে এখনও হাঁটিতে শিখিল না। ইহা দেখিয়া ধর্ম্মদাস বাবুর পত্নী এক দিন সুরুচিকে বিলক্ষণ অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "সুর, তুমি কি খোকাকে জড়ভরত করিয়া রাখিতে চাও, হস্ত-পদ চালনার অভাবে এ যে এক কালে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। ইহাকে এমন করিয়া সর্ব্বদা কোলে রাখিও না, ঘরের মেজিয়ায় ছাড়িয়া দিও, আপনি হাত পা নাড়িয়া খেলা করিবে, ক্রমে হামাগুড়ি দিবে। মাঝে মাঝে হাত ধরিয়া ইহাকে হাঁটাইতে শিখাইবে।" সুরুচি সেই দিন হইতেই মাতার পরামর্শানুসারে

কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথম কয়েক দিন শিশুটী কোন ক্রমেই কোল ছাড়া হইয়া থাকিতে চাহিত না, ক্রমাগত চীৎকার করিত। কিন্তু সাত আট দিন গত হইলে পর ক্রমে এই কুঅভ্যাস দূর হইল; শেষে মেজিয়ায় বসিয়া খেলা করিতে তাহার আমোদ বোধ হইতে লাগিল; অনতিবিলম্বে হামাগুড়ি দিতে শিখিল। এক দিন প্রাতে সুরেশচন্দ্র উপরের বারাণ্ডায় বসিয়া চা খাইয়াছেন এবং তৎপরে কর্ম্মানুরোধে আপনার পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীমান রমেশচন্দ্র (এখন শিশুর নামকরণ হইয়াছে) হল কামরায় খেলা করিতেছিল, তখন ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়া বারাণ্ডায় উপস্থিত হইল। যে পাত্রে চা ভিজান হইয়াছিল, তাহার মুখের আবরণ তুলিয়া শ্রীমান তন্মধ্যে আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রবেশ করাইল, এবং আপনার হস্তে যত গুলি ধরে পাত্র হইতে সেই পরিমাণে চার সিদ্ধ পত্র তুলিয়া লইয়া কতক আপনার পেটে ও মুখে মাখিল. আর কতক গুলি চেয়ারের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাখিতে লাগিল। রমেশচন্দ্র আপনার কার্য্য নিপুণতায় যে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধ নির্গত সম্মুখের চারিটী ক্ষুদ্র দন্ত বাহির করিয়া অট্টহাসিতে তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। এমন সময়ে সুরুচি বিমলার পাকের আয়োজন করিয়া দিয়া উপরে আসিলেন। আসিয়াই পুত্রের কীর্ত্তি কলাপ দেখিতে পাইলেন। শ্যামা ঐ সকল দ্রব্য লইয়া যথাস্থানে রাখে নাই বলিয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন। বিরক্তির সময়ে কাহাকেও কিছু বলা সুরুচি ভাল মনে করিতেন না; সুতরাং শ্যামাকে ডাকিয়া কোন কথা বলিলেন না। তখন শ্রীমানের পৃষ্ঠে একটী ক্ষুদ্র চপটাঘাত করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। রমেশচন্দ্রকে মারিয়া জিনিস পত্র গুলি নিজেই যথাস্থানে রাখিয়া দিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়া

অগ্রসর হইলেন। শ্রীমান্ তখনও নিজ কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, জননীকে দেখিতে পায় নাই। সুরুচির পদ শব্দে মুখ ফিরাইয়া যখন জননীকে দেখিতে পাইল, তখন আর তাহার আনন্দের সীমা রহিল না, আবার দন্ত গুলি বাহির করিয়া সেই মধুর হাসি হাসিল। সুরুচির হস্ত আর চলিল না; তিনি পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র চপটাঘাত করিতে পারিলেন না। তখন রমেশচন্দ্রকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, এমন সময়ে চেয়ারের পাদদেশে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; দেখিলেন, যে রাশীকৃত ময়লা চেয়ারের চতুষ্পদে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল, তাহা আর নাই, বার্ণিসের পূর্ব্ব উজ্জ্বলতা বিরাজ করিতেছে। সুরুচি প্রথমে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, খোকা চেয়ারের পায়া চার জল ও পাতা দিয়া ঘসিয়াছে, হয়ত উহাদের কাহারও ময়লা নাশ করিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি পাত্র হইতে কতকগুলি পাতা তুলিয়া লইলেন, এবং তদ্দ্বারা চেয়ারের গা রগড়াইতে লাগিলেন। তিনি যে যথার্থ অনুমান করিয়াছিলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহা বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহার মনে আনন্দ স্রোত স্বতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। যত গুলি সিক্ত পত্র ছিল, তাহার দ্বারা তিনি তিন চারিখানি চেয়ার ভালরূপে পরিস্কার করিলেন। রমেশচন্দ্র যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য্যে জননীর সাহায্য করিতেছিল, তাহা আর বুদ্ধিমান পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না। সুরুচি যদি কাষ্ঠ প্রতিমা হইতেন, রমেশচন্দ্র তাঁহার গাত্রে মাঝে মাঝে যে প্রলেপ দিয়াছিল, তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইত। পুত্রের এই প্রথম কার্য্য, তাহার ফল এমন শুভকর না হইলেও, সুরুচি সুরেশচন্দ্রকে তাহা না দেখাইয়া বিরত থাকিতে পারিতেন না। এখন যে

তিনি আগ্রহ করিয়া তাহা দেখাইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সুরুচি অনতিবিলম্বে সুরেশচন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিলেন; তিনি আসিলে পর চেয়ার গুলির দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলত এ গুলি কোথায় পাইলাম?" সুরেশ চন্দ্র বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "এ যে ঘরের চেয়ারই দেখিতেছি, কিন্তু উহাদের ময়লা কোথায় গেল, বার্ণিস এমন উজ্জ্বল হইল কি রূপে?" সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীমান রমেশ চন্দ্রের কীর্ত্তি?" তখনও সুরেশচন্দ্র কিছু বুঝিতে পারিলেন না, পরে সুরুচি সমুদায় কথা খুলিয়া বলিলেন। ইহার পর যখনই কাঠের জিনিস পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হইত, তাঁহারা রমেশচন্দ্রের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। ধর্ম্মদাস বাবুর পরিবারেও এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল।

যখন রমেশের দুই বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখন সুরেশ-চন্দ্রের আর একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। সন্তান প্রতিপালন সম্বন্ধে এখন সুরুচির অনেক অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে; সুতরাং দ্বিতীয় পুত্রের লালন পালন সম্বন্ধে তাহাকে অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হইল না। তবে কিঞ্চিৎ বড় হইলে দেখা গেল যে, শিশুর রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না, সে মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠে, শেষে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং জাগিয়া ভয়ে আরক্ত হয়, ও অনবরত ক্রন্দন করিতে থাকে। এইরূপে কয়েকদিন গত হইল, সুরুচি ও সুরেশচন্দ্র প্রথমে কিছু মনে করেন নাই, কিন্তু যখন শিশুর এ কুঅভ্যাস দূর না হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তাঁহারা ধর্ম্মদাস বাবুকে সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার নিশ্চয় ধারণা হইল, শয়ন গৃহে বায়ু চলাচলের অল্পতা বশতই এরূপ ঘটিয়াছে। তিনি শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া সমুদায় দরজা খুলিয়া দিলেন,

গৃহের বদ্ধ বায়ু দূর হইয়া গেল। রাত্রিতেও শয়ন গৃহে যাহাতে বায়ু গমনাগমন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে পরামর্শ দিলেন। সুরুচি রাত্রিতে দরজা ঈষদুন্মুক্ত করিয়া রাখিলেন, গৃহে শীতল বাতাস প্রবেশ করিতে লাগিল; শিশুর সুনিদ্রা হইল, ইহার পর হইতে আর কোন উদ্বেগ দৃষ্ট হইল না। উপযুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে অনেক শিশুকে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখা যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ডানিয়াল পরিবার।

ডানিয়াল পরিবার এখন কোথায় কি ভাবে আছেন, একবার তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। জন ডানিয়াল পূর্ব্ব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ইটালীতে এক বাড়ী ক্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। ডানিয়াল পরিবারের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী বৃহৎ অট্টালিকা; উহাতে সাতপুরের অপ্রাপ্তব্যবহার জমিদার বাবু ইন্দ্রভুষণ চৌধুরী বাস করেন। ইন্দ্রভুষণের পিতা অতি সামান্য অবস্থার গৃহস্থ ভদ্রলোক ছিলেন। বাল্যকালে ভবানীপুরে থাকিয়া কিছু ইংরেজি শিখিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষমতাপন্ন অভিভাবকের অভাবে বহুদিন কোনরূপ বিষয় কর্ম্মের যোগাড় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনেক কষ্টের পর তিনি কমিসরিয়েট গোমস্তা হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন। তখন কমিসরিয়েট গোমস্তাদিগের অর্থোপার্জ্জনের বিলক্ষণ সুযোগ ছিল, চন্দ্রভুষণ সেই সুযোগ উপেক্ষা করেন নাই, সুতরাং সাত বৎসর পরে যখন তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেশে

ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি একলক্ষ টাকা সঙ্গে লইয়া আইসেন। চন্দ্রভূষণ বাবু দেশে আসিয়া সুন্দরবন আবাদ করিয়া প্রকাণ্ড জমিদারী করেন। জমিদারীর বার্ষিক আয় এখন পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু চন্দ্রভূষণ এই জমিদারী বহুদিন উপভোগ করিতে পারেন নাই। তিনি আপনার পত্নী ও এক মাত্র সন্তান—ষোড়শ বর্ষীয় বালক ইন্দ্রভূষণকে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইন্দ্রভূষণ অপ্রাপ্তব্যবহার সুতরাং তাঁহার জমিদারী শাসনের ভার তাঁহার মাতার হস্তেই পতিত হইয়াছে। মাতা বুদ্ধিমতী এবং স্বামী বিদেশে থাকিবার সময় তাঁহাকে পত্র লিখিবার অভিপ্রায়ে যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়াও শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই শিক্ষা এখন তাঁহার বিশেষ প্রয়োজনে আসিল; তিনি আপনার স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে ও যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষার প্রভাবে জমিদারী ভালরূপে শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা ইন্দ্রভূষণকে ভাল রূপে লেখা পড়া শিক্ষা দিয়া জমিদারী শাসনের উপযুক্ত করেন। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে ইন্দ্রভূষণ গ্রামের ইংরেজি স্কুলে লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় আইসেন এবং ইটালিতে বাসা করিয়া পুত্রকে সেণ্টজেবিয়ার্স কলেজে পড়িতে দিয়াছেন। ডানিয়ালের কনিষ্ঠ পুত্রও সেণ্টজেবিয়ার্স কলেজে পড়েন। ক্রমে ইন্দ্রভূষণের সহিত টমাস ডানিয়ালের পরিচয় হইল। টমাস ইন্দ্রভূষণের গাড়ীতে কলেজে যাতায়াত করেন। ইন্দ্রভূষণের কলেজে পড়িয়া আর কোন শিক্ষা না হউক, ইংরেজি চাল চলনটা কতক শিক্ষা হইয়াছে, ইংরেজি বলিবার নেশাটা কতক জন্মিয়াছে। টমাস একদিন কথা প্রসঙ্গে ইন্দ্রভূষণকে বলিলেন, আপনি যদি ইংরেজি ভালরূপে শিক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে ইংরেজ পরিবারে আপনার সর্ব্বদা

মিশা উচিত। আপনার মত হইলে আমাদিগের পরিবারে আপনার প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা করিতে পারি। ইন্দ্রভুষণ সম্মত হইলেন। ইংরেজ পরিবারে মিশিলে ভালরূপে ইংরেজি লিখিতে ও বলিতে পারিবেন, মাতাকে এই কথা বুঝাইয়া মাতারও সম্মতি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ডানিয়াল পরিবারে প্রবেশ পথ উন্মুক্ত হইল। তিনি অধিকাংশ সময় ডানিয়ালদিগের বাড়ীতেই থাকেন। জন ডানিয়ালের তিন পুত্র এবং দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় সদাগরী আফিসে কার্য্য করেন; কনিষ্ঠ ইন্দ্রভুষণের সহচর। জ্যেষ্ঠকন্যা এমিলি শান্তপ্রকৃতি ও সংসার কার্য্যে নিপুণা; মাতা রুগ্না বলিয়া তিনি সংসারের সমুদায় কার্য্য করিতে পারেন না, এমিলি তাঁহার কার্য্যের সাহায্য করেন; সুতরাং তাঁহার অবকাশ বড় নাই; তিনি ইন্দ্রভুষ-ণের সহিত আলাপ আপ্যায়িতভা করিতে তেমন অবসর পান না, অথবা পাইলেও তেমন আলাপ করেন না। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠাভগিনী হেলেন, বিলক্ষণ বাক্‌পটু ও চতুরা, নৃত্য বাদ্য-গীতেও তাঁহার কতক অধিকার আছে; তিনি আপনাকে যত বড় সুন্দরী বলিয়া মনে করেন তাঁহার সৌন্দর্য্য তত না থাকি-লেও তিনি দেখিতে শুনিতে একপ্রকার মন্দ নহেন। ইন্দ্রভুষণের সহিত ক্রমে তাঁহার বিলক্ষণ আপ্যায়িততা জন্মিল; ইন্দ্রভুষণের পরিতোষের জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত, তিনি কখন গান করেন, কখন বাজান, কখন ইন্দ্রভুষণের সহিত আলাপ পরিহাস করেন, কখন বা দুই জনে নভেল পড়েন। ইন্দ্রভুষণ কলেজে যাইবেন বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হন, কিন্তু তাঁহার প্রায়ই কলেজে যাওয়া হয় না। তিনি টমাস ও হেলেনকে লইয়া ইউরোপীয়-দিগের দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন জিনিস ক্রয় করেন। বলা বাহুল্য যে তাহার

অর্দ্ধেক দ্রব্য ডানিয়াল পরিবারকে উপহার দেওয়া হয়। এক মাত্র সন্তান বলিয়া ইন্দ্রভুষণের মা পুত্রের যথেচ্ছ ব্যয়ে আপত্তি করেন না। অধিকন্তু ইন্দ্রভুষণের বয়ঃপ্রাপ্তির কাল অতি নিকটবর্ত্তী। ইন্দ্রভুষণ প্রায় সর্ব্বদাই ইংরেজি পোষাক পরেন, ইংরেজি কথা বলেন, ইংরেজি চাল চলনে তিনি এক প্রকার পাকা হইয়াছেন, এমন কি হেলেনের অনুরোধে ইংরেজি নৃত্য পর্য্যন্ত শিখিয়াছেন; যখন হেলেনের সহিত তিনি একত্রে নৃত্য করেন, কেহ বলিতে পারে না যে বাঙ্গালীর ছেলে নৃত্য করিতেছে। এইরূপে ইন্দ্রভুষণের শিক্ষা কাল পরম সুখে গত হইল। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিষয়াধিকারী হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে এত শীঘ্র তিনি কলিকাতার আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামের বাড়ীতে যান। কিন্তু জননীর অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারিলেন না। অগত্যা টমাসকে জমিদারীর তত্বাবধারক নিযুক্ত করিয়া সঙ্গে লইলেন। টমাস একাকী বিদেশে থাকিলে তাঁহার খাওয়া পরার প্রকৃতরূপে যত্ন হইবে না বলিয়া, ডানিয়াল পরিবার স্থির করিলেন, এমি বা হেলেনকে তাঁহার সঙ্গে দিবেন। কিন্তু এমি গেলে এবৃহৎ সংসার চলে না, সুতরাং হেলেনের যাওয়াই অবধারিত হইল। হেলেন বিশেষ আপত্তি করিলেন না; তবে একবার বলিয়া ছিলেন, পল্লীগ্রামের জল বায়ু সহ্য করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে; কিন্তু তথাপি তিনি ভ্রাতার সুখ সচ্ছন্দতার জন্য আপনার সর্ব্ব সুখ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। টমাসের গৃহ সজ্জার জন্য তিন হাজার টাকার দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন, ইন্দ্রভূষণ সেই টাকা দান করিতে সম্মত হইলেন; তদ্ব্যতীত তাঁহার নিজের একটী হারমনিয়াম এবং পিয়ানোও দান করিলেন। ইন্দ্রভুষণ টমাস ও হেলেনকে সঙ্গে লইয়া সপরিবারে স্বগ্রামে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা সূচনা।

এক দুই করিয়া বৎসরের পর বৎসর গত হইল,—ক্রমে কয়েক বৎসর চলিয়া গেল; সুরুচির আরও তিনটী সন্তান জন্মিল,—দুই কন্যা, এক পুত্র। এখন সুরুচির পাঁচ সন্তান,—রমেশ, যোগেশ, সুরমা, সুষমা, দীনেশ। যদিও সুরেশচন্দ্রের আয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তথাপি এতগুলি সন্তানকে উপযুক্ত রূপে প্রতিপালন করিয়া তাহাদিগকে বহু ব্যয়সাধ্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করার পক্ষে তাহা প্রচুর ছিল না। সুতরাং সুরুচি সঙ্কল্প করিয়া ছিলেন, যত দিন পারেন, পুত্র কন্যাদিগকে নিজেই শিক্ষা প্রদান করিবেন। কিন্তু সুরেশচন্দ্রের পুত্রদিগকে অল্প বয়সে বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করিবার পক্ষে আর একটী কারণও ছিল। তিনি পাঠদ্দশায় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, অনেক সরলমতি বালক অসৎ সংসর্গে পড়িয়া এককালে অপদার্থ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং দুর্নীত হওয়া অপেক্ষা সন্তানেরা বরং অল্প শিক্ষা প্রাপ্ত হয় ইহাও তিনি শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন।

সুরুচি আত্ম সঙ্কল্পানুসারে সন্তানদিগের শিক্ষা ভার গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তিনি সুবিখ্যাত জর্ম্মণশিক্ষক ফ্রবেলের শিক্ষাদান রীতির পক্ষপাতিনী ছিলেন।

ফ্রবেল সর্ব্বদাই বলিতেন "বৃক্ষ আমার শিক্ষাগুরু।" একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া তাহা যেমন ক্রমে ক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়, শিশুদিগের উন্নতিও ঠিক সেই রূপই হইয়া থাকে। শিক্ষক ও মালীর কার্য্যে কোন প্রভেদ দৃষ্ট

হয় না। মালী যেমন মৃত্তিকা কর্ষণ ও জল সিঞ্চন করিয়া ক্ষুদ্র বৃক্ষের উন্নতি পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকে, শিক্ষকেরও ঠিক সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। প্রকৃতির প্রতিকূলে, কার্য্য করিয়া কেহই কৃতার্থ হইতে পারে না। কৃষক ভুমি কর্ষণ, বীজ বপন ও জল সেচন সম্বন্ধে প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে, নতুবা তাহার কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা থাকে না। শিশুদিগকে সুশিক্ষিত ও সদুপদিষ্ট করিতে হইলেও মনুষ্য প্রকৃতির নিগূঢ় নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে। যে শিক্ষা প্রদান করিতে গেলে শিশুর স্বাভাবিক প্রকৃতির সহিত বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, সেই শিক্ষা কখনই প্রকৃত শিক্ষা নহে। কৃষক বা মালী নিজের কোন প্রকার বল প্রয়োগ বা নিয়ম সংস্থাপন করে না, সে বৃক্ষ লতা-দির আত্ম প্রকৃতি অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করিয়া থাকে এবং তদ-নুসারে কার্য্য করিয়া তাহাদিগের স্বাভাবিক বিকাশ প্রাপ্তির সাহায্য করে। শিক্ষকদিগেরও অবিকল এইরূপ কার্য্য করা উচিত। এই সুসংস্কারের অনুসরণ করিয়া সুরুচি আপনার সন্তানদিগকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন।

সেনাদলের পক্ষে সেনাপতির আদেশ প্রতিপালন করা যেমন প্রয়োজন, নতুবা অবাধ্য সেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন জয়ী হওয়া যায় না, সেই রূপ অবাধ্য পরিজনবর্গ লইয়াও সংসার ধর্ম্ম চলে না। সুতরাং শিশুকাল হইতে সন্তানেরা যাহাতে পিতা মাতার কথার বাধ্য হইয়া চলিতে শিক্ষা করে, তাহা করা কর্ত্তব্য। ভালবাসায় সকলেই বশ হয়, এবং সেই ভাল-বাসার সঙ্গে যদি কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা থাকে, তাহা হইলে সন্তানদিগকে অনায়াসেই বাধ্য করা যায়। মাতার স্নেহের অপ্রতুল থাকে না, কিন্তু অনেকের দৃঢ়তার অভাব থাকে; সুরুচির সেই অভাব ছিল না, তিনি প্রয়োজনানুসারে বিলক্ষণ দৃঢ় হইতে জানি-

তেন। সুতরাং তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সন্তানদিগকে পিতৃ মাতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার অভ্যাস শিক্ষা দিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার শিশু সন্তানেরা যে কখনও কথার অবাধ্য হয় না, এমত নহে। কিন্তু তিনি আপনার প্রকৃতির দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বদাই তাহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারী হইয়া চলিতে দেন না। যাহা তাহার পাইবার অধিকার নাই, এমন কোন বস্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহ চাহিয়া যখন তাহা না পাইত, তখনই ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিত। এরূপ ক্রন্দন সহ্য করা জননীর পক্ষে কষ্টকর হইলেও সুরুচি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না; সুতরাং কাঁদিয়া কোন লাভ নাই দেখিয়া তাহারা আর কাঁদে না; জননী যাহা দিতে অসম্মত হন, তাহা আর তাহারা ফিরিয়া চাহে না। তবে এক বিষয়ে সুরুচি বিলক্ষণ সাবধান; যাহা নির্দ্দোষ তাহাদিগের এমন কোন কার্য্যে তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করেন না; সুতরাং তাহারা অনেক কার্য্যে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একাজ করিতে নাই, ও দ্রব্য খাইতে নাই, এভাবে চলিতে হয়, ও কথা শুনিতে হয়, প্রভৃতি তিনি যখন যে কথা বলেন, সন্তানেরা যদি কখনও তাহার কোনটীর কারণ জিজ্ঞাসা করে সুরুচি তাহাদিগের বুঝিবার ক্ষমতার অনুরূপ করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিতে কখনও বিরত হন না। এই কারণে তাহারা প্রফুল্ল চিত্তে জননীর আদেশ প্রতিপালন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুরুচির গৃহ অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খলাময়। শিশু সন্তানেরা গৃহের সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলতা যাহাতে নষ্ট না করে, সুরুচি এবিষয়ে বিলক্ষণ সাবধান হইয়াছেন। তাহাদিগের নিজের খেলিবার সামগ্রী না থাকিলে, কাযেই তাহারা গৃহ সামগ্রী লইয়া

উৎপাত করিবে ; যাহাতে এই উৎপাত নিবারণ হয় এবং তাহাদিগের আমোদ ও শিক্ষা উভয়ই একত্রে হইতে পারে সুরুচি তাহাদিগকে এমন কতক গুলি খেলিবার সামগ্রী ক্রয় করিয়া দিয়াছেন। সুরুচির গৃহে যে পাঠশালা ছিল, তাহার জন্য পাড়ার মধ্যে এক স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, পাঠশালা তথায় উঠিয়া গিয়াছে; এখন সেই ঘর তাঁহার নিজের সন্তানদিগের খেলিবার গৃহ হইয়াছে। তাহাদিগের খেলিবার সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীতে সেই গৃহ সুসজ্জিত। কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, গরু, পুতুল যাহার যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রতিদিন খেলা শেষ হইলে পরে তাহার প্রত্যেকটীকে যাহাতে যথাস্থানে রাখা হয়, সুরুচি সন্তানদিগকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। "ঘর অপরিষ্কার করিতে নাই, একটীর স্থানে আর একটী রাখিয়া গোলমাল করিতে নাই, এস, আমরা সমুদায় দ্রব্য যথাস্থানে রাখি, ঘরের আবর্জ্জনা দূর করি" এই কথা বলিয়া সুরুচি যখন সমুদায় দ্রব্য সুশৃঙ্খলা করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই সন্তানেরা তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; এইরূপে কোথায় কি রাখিতে হয়, তাহাদিগের অল্প দিনের মধ্যেই তাহা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তবে শিশুরা যে কখনই কিছু অপরিষ্কার করে না, বা অযথাস্থানে রাখে না, এমত নহে ; ক্ষুদ্র বালক বালিকার নিকট তাহা প্রত্যাশা করা অসম্ভব। কিন্তু তাহাদিগের এই শিক্ষা হইয়াছে যে, এক জন অযথাস্থানে কোন দ্রব্য রাখিলে, বা কিছু অপরিষ্কার করিলে, অপর সকলে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিবে, "মা ইহা ভাল বাসেন না, এস, আমরা এখনই ইহা যথাস্থানে রাখি, এ স্থান পরিষ্কার করি" এবং অবিলম্বে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যথাসাধ্য বিশৃঙ্খলা ও আবর্জ্জনা দূর করিবে। এমন কি সর্ব্ব কনিষ্ঠ দীনেশ

যে এখনও ভাল করিয়া হাঁটিতে শিখে নাই, সকল কথা স্পষ্ট করিয়া কহিতে পারে না, সেও ভাই ভগিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিবে, ঘোড়ার স্থানে গরু রাখিলে অমনি চীৎকার করিয়া উঠিবে; কোথায় কি রাখিতে হয় সে সম্বন্ধে তাহারও চক্ষু যেন কতক অভ্যস্ত হইয়াছে।

সুরুচি তাঁহার ক্ষুদ্র বাগানের কতক অংশ চারিভাগ করিয়া তাহার এক এক ভাগ এক একটী সন্তানকে দিয়াছেন, কেবল দীনেশ তাহার ভাগ পায় নাই, সে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া সকলের কার্য্যেই একটু হাত দেয়। শিশুরা নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের পরিসীমার মধ্যেই নানা শস্য রোপণ করিয়াছে। সুরুচি জানিতেন, পার্ব্বত্য কুকিরা বৃত্তাকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষেত্র করিয়া এই রূপে এক সময়ে নানা শস্য রোপণ করে। কুকিরা ইহাকে জুম বলে; জুমে উৎপন্ন দ্রব্য নিকৃষ্ট হয় না। নিজ সন্তানদিগের জুমে ফল, মূল, শস্যাদি কেমন উৎপন্ন হয়, সুরুচি তাহা দেখিবার অপেক্ষায় রহিলেন, যথাসময়ে দেখা গেল, বাগানে দ্রব্যাদি সচরাচর যেরূপ উৎপন্ন হয়, জুমের দ্রব্য তাহা অপেক্ষা বরং ভালই হইয়াছে। ইহা দেখিয়া শিশুদিগের আর আনন্দের সীমা রহিল না; বাগানের প্রতি তাহাদিগের অধিক যত্ন জন্মিল।

শিশুদিগের আহার, পরিচ্ছদ ও ব্যায়ামাদি সম্বন্ধে কি নিয়ম অবলম্বন করা উচিত, সুরুচি পূর্ব্বেই ধর্ম্মদাস বাবুর নিকট সে উপদেশ পাইয়াছিলেন; এখন তিনি পিতৃ উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ধর্ম্মদাস বাবু বলিয়াছেন, লঘু আহার বা গুরু আহার উভয়ই দোষাবহ। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে লঘু আহারের দোষ অধিক। শরীরতত্ত্ব বিশারদ কোন প্রধান পণ্ডিত বলিয়াছেন "কখনও কখনও গুরুতর আহার করাতে যে অপকার দর্শে তাহা সহজে সংশোধন করা যায়, কিন্তু অল্পাহারে যে অপ-

চয় হইয়া থাকে, তাহার প্রতিবিধান করা তত সহজ নহে।* শিশুদিগের নিজ বুভুক্ষা বৃত্তিই আহার সম্বন্ধে তাহাদিগের উৎকৃষ্ট উপদেষ্টা ও পরিচালক। জননী বা ধাত্রীর শাসন এ সম্বন্ধে কার্য্যকর নহে। সন্তানের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়াছে কি না তাহা তাহাদিগের জানিবার কোন বিশেষ সুযোগ নাই। শিশুকে যাহা আহার করিতে দেওয়া হইয়াছে তাহা নিঃশেষ করিয়া সে আরও খাইতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহার গুরু ভোজন হইবে এই আশঙ্কা করিয়া জননী তাহাকে আর খাইতে দিতেছেন না। এ অবস্থায় জননীর কি শিশুর কথা অধিক প্রামাণ্য? এ স্থানে শিশুর কথার উপরই একমাত্র নির্ভর করা যাইতে পারে। জননী অন্তর্যামী না হইলে শিশুর ক্ষুধা প্রকৃত পক্ষে নিবৃত্ত হইয়াছে কি না, তাহা জানিতে পারেন না। এক দিন দুই দিন কি দশ দিনের আহারের পরিমাণ দেখিয়া আহারের মাত্রা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। এমন কি বহু দিনের অভিজ্ঞতা দ্বারাও ইহা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। নানা কারণে আহারের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শীতোষ্ণতা বা জল বায়ুর অবস্থা ভেদে আহারের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; পরিশ্রমের ন্যূনাধিক্য বশতঃও আহার সামগ্রী অল্প বা অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ববার আহারের সময় যে পরিমাণ ও যে প্রকার দ্রব্য আহার করা হইয়াছে, এবং সেই আহার সামগ্রী পরিপাক করিতে যে সময় লাগিয়াছে, তদনুসারেও মাত্রার অল্পাধিক্য হইয়া থাকে। যখন নানা প্রকারের এতগুলি কারণ সমবেত হইয়া কার্য্য করে, তখন তাহাদিগের ফলাফল বিশেষরূপে বিচার করিয়া আহারের মাত্রা নির্দ্দেশ করা জননী, ধাত্রী বা অপর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সুরুচি আত্ম অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া শিশুদিগকে উদর

পরিপূর্ণ করিয়া আহার করিতে দেন। তাঁহার সন্তানদিগের শারীরিক অবস্থা দর্শন করিয়া কেহ একথা বলিতে পারেন না যে, তিনি অবিবেচনার কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার সকল গুলি সন্তানই অতি সুস্থ, সবল, প্রিয়দর্শন ও কর্ম্মক্ষম।

শিশুরা মিষ্ট দ্রব্যের বিশেষ প্রিয়। বালক বালিকাদিগের মধ্যে এমন কাহাকেও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহার মিষ্ট দ্রব্য আহার করিতে আকাঙ্ক্ষা হয় না। কিন্তু শিশুদিগকে মিষ্ট দ্রব্য আহার করিতে দেওয়া অনেকেই সুবিবেচনার কার্য্য মনে করেন না। আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোকের এই সংস্কার আছে, যে মিষ্ট দ্রব্যে ক্রমি বৃদ্ধি করে, সুতরাং ইহা শিশুদিগের খাদ্যের অযোগ্য। ক্রমি বৃদ্ধির আশঙ্কা করিয়া শিশুদিগকে মিষ্টদ্রব্য সাধারণতঃ আহার করিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু দেহতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, শিশুদিগের পক্ষে মিষ্ট-দ্রব্য আহার করা উপকারক ভিন্ন অপকারক নহে। শর্করা শরীরের বিশেষ পুষ্টিসাধক। অধিকাংশ ভোজ্যদ্রব্য পাকযন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবিধ প্রক্রিয়ার পর শর্করারূপে পরিণত হয়। একজন দেহতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত * প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পাকস্থলি চিনি প্রস্তুত করিবার একটি ক্ষুদ্র কারখানা; এখানে অন্য প্রকারের নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্য শর্করা রূপে পরিণত হয়; শর্করায় দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি করে এবং উত্তাপ বর্দ্ধক আহার দেহ রক্ষার এক প্রধান প্রয়োজন। শিশুদিগের পক্ষে উত্তাপ-বর্দ্ধক আহার বিশেষ আবশ্যক, এই কারণেই শিশুরা মিষ্ট দ্রব্যের অধিক ভক্ত। অপর দিকে যে সকল দ্রব্য পরিপাক করিতে অধিক পরিমাণে শরীরের উত্তাপ ক্ষয় হয়, শিশু-দিগের সেই সকল আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিতে

* M. Claude Bernard.

পাওয়া যায়। মেদ বৃদ্ধিকারক আহার সামগ্রী অধিক পরিমাণে শরীরের উত্তাপ ক্ষয় করে; এই হেতু ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতির প্রতি শিশুদিগের অল্পেই অরুচি জন্মিয়া থাকে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, অপোগণ্ড শিশুরাও কিছু দিন পরে আর দুগ্ধ পান করিতে চাহে না। তাহাদিগকে দুগ্ধপান করাইবার সময় মহা গোলযোগ করিতে হয়। স্বাভাবিক নিয়মের অধীন হইয়া শিশুরা যে এইরূপ অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা স্মরণ না রাখিয়া অসঙ্গত বল প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে দুগ্ধপান করান হয়। কিন্তু এইরূপ বলপ্রয়োগ না করিয়া যদি দুগ্ধে মিশ্রি বা চিনি দিয়া তাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হয়, তবে তাহারা আর তাহা অগ্রাহ্য করে না। কোন এক বস্তুর প্রতি শিশুদিগের যখন অরুচি জন্মে, তখন ইহাই বুঝা উচিত যে, উক্ত বস্তুতে তাহাদিগের দেহ রক্ষার সমুদায় প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে না, অপর কোন প্রকার আহারেরও প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। সুরুচি আপনার সন্তানদিগকে মিষ্ট দ্রব্য আহার করিতে দিতে কখনও কৃপণতা করেন না। তবে যাহাতে ক্রমি বৃদ্ধি নিবারণ হয়, তজ্জন্য তিনি একটী সদুপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি সপ্তাহে দুই দিন—অন্ততঃ এক দিন বড় বড় পেঁজ সুসিদ্ধ করিয়া তাহার তিন চারিটী প্রত্যেক সন্তানকে কিঞ্চিৎ লুন দিয়া খাইতে দেন। ইহা ক্রমি নিবারণের মহৌষধ এবং কফ কাশীরও প্রতিষেধক। এই ঔষধ ব্যবহার করায় সুরুচির সন্তানেরা ক্রমির যন্ত্রণা হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত।

অম্ল দ্রব্যের প্রতিও শিশুদিগের বিশেষ আশক্তি আছে। তাহারা নানা প্রকার ফল ভক্ষণ করিতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলাদির অম্লরস কেবল যে শরীরের বিলক্ষণ পুষ্টিকারক তাহা নহে, ইহার দ্বারা অন্য প্রকারের উপকারও

হইয়া থাকে। ডাক্তার আণ্ডুকোম্ব বলিয়াছেন, পরিপক্ক ফল বিরেচক, যখন কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, তখন ইহা অধিক পরিমাণে আহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এই হেতু তিনি পরামর্শ দিয়াছেন যে, নানা প্রকার পরিপক্ক ফল নিত্য আহার মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত এবং নিয়মিত আহারের সময় তাহা আহার করা কর্ত্তব্য। ফলাদি ভক্ষণ সম্বন্ধে সুরুচি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করায় তাহার সন্তানেরা কখনও অপক্ক ফল ভক্ষণ করিয়া উদরের পীড়া জন্মায় না।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বাস করি বলিয়া আমাদিগকে অপেক্ষাকৃত অল্প বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়; শীতপ্রধান দেশের লোকেরা আমাদিগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু গ্রীষ্ম প্রধান দেশেও যে পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করা আবশ্যক, আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোকে তাহা করেন না। ইতর লোকেরা সর্ব্বদা অনাবৃত দেহে গৃহের বাহির হইয়া থাকে। ভদ্রলোকদিগকেও কখন কখন অঙ্গাচ্ছাদন না করিয়া চলিতে দেখা যায়। ইহার দ্বারা শরীরের অপকার হইয়া থাকে; সূর্য্যের উত্তাপে শরীরের চর্ম্ম দগ্ধ ও বিবর্ণ হইয়া যায় এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের হ্রাস হইয়া থাকে। শীতকালে কি ইতর কি ভদ্র সকল লোকেই অঙ্গাচ্ছাদন করে। কিন্তু গ্রীষ্মকালেও অঙ্গাচ্ছাদন না করিয়া গৃহের বহির্গত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। সকল ঋতুতেই শরীরের উপযুক্ত রূপ উষ্ণতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তবে আবশ্যক পরিমাণে শরীরের উষ্ণতা রক্ষা করিতে শীতকালে যে পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করা আবশ্যক হয়, গ্রীষ্মকালে তত আবশ্যক হয় না। কিন্তু শীত গ্রীষ্ম কোন ঋতুতেই শরীরকে একেকালে অনাবৃত রাখা বিধেয় নহে।

বয়স্ক ব্যক্তিদিগের অপেক্ষাও শিশুদিগের অঙ্গাচ্ছাদন পক্ষে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। শিশুদিগের গাত্র এককালে অনাবৃত রাখা কখনই কর্ত্তব্য নহে। শীতকালে যাহাতে তাহাদিগের শরীর সুন্দর রূপে বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে এবং শীত নিবারণ হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেশে অনেক শিশু সন্তানকে উপযুক্ত রূপ শীত নিবারক বস্ত্র প্রদান করা হয় না। অনেকের অঙ্গাভরণের অপ্রতুল নাই, কিন্তু শীত বস্ত্রের অভাব। দেহ রক্ষা অপেক্ষা দেহসজ্জার আবশ্যককতা অনেকের নিকট গুরুতর বোধ হয়। একজন পণ্ডিত * বলিয়াছেন, "আমাদিগের পরিচ্ছদ কতক পরিমাণে আহারের কার্য্য করে। কেন না বস্ত্র যে পরিমাণে দেহের উষ্ণতা হ্রাস নিবারণ করিবে, উষ্ণতা উৎপাদক দ্রব্য আহার করিবার প্রয়োজন তত অল্প হইবে। যাহারা অল্প পরিমাণে শীত বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহাদিগের দেহের আবশ্যকানুরূপ উষ্ণতার হ্রাস হইয়া থাকে। দেহতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এইরূপে শরীরের উষ্ণতা হ্রাস হইয়া গেলে শরীর শীঘ্র রুগ্ন হইয়া পড়ে। শীত বস্ত্রের অভাব বা অল্পতা প্রযুক্ত শিশুদিগের যে পরিমাণ অনিষ্ট হইতে পারে, তেমন আর কাহারও হয় না। যাহারা অগ্রে শিশুদিগের শীত বস্ত্রের আয়োজন না করিয়া, তাহাদিগের অঙ্গাভরণ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে সম্ভবতঃ শেষে অশ্রুজল নিক্ষেপ করিতে হইবে। যাহার শরীর সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত এত আয়োজন হইতেছিল, হয়ত অলঙ্কার সকল প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তাহার সেই দেহ ভস্মাবশেষ হইয়া যাইবে।

* Liebig.

অল্প পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করা যেমন দোষাবহ, তেমন অধিক পরিমাণে বস্ত্র ব্যবহার করাও সঙ্গত নহে। শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতা যাহাতে আবশ্যকানুরূপ রক্ষিত হয়, তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য ; উষ্ণ প্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে অধিক বস্ত্র ব্যবহার করিলে শরীর অতিরিক্ত পরিমাণে উষ্ণ হইয়া থাকে এবং তাহাতে ক্লেশ বোধ হয়। যাহাতে শরীরের যন্ত্রনা বোধ হয়, এমন পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করা অবিধেয়। সুরুচি আপনার শিশু সন্তানদিগের বস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে পিতৃ পরামর্শানুরূপ সুনিয়ম অবলম্বন করাতে তাহারা অনেক প্রকার পীড়া হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শিশুদিগের অক্লান্ত চঞ্চলতা সকলেই দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু আক্ষেপ এই, এই চঞ্চলতা যে তাহাদিগের শরীর সবল ও দৃঢ় হইবার এক প্রধান উপায় তাহা অনেকেই স্মরণ রাখেন না। যে শিশু লম্ফন, ধাবন, কুর্দ্দন, আক্রমণ এবং কোন বস্তুতে আরোহন করিবার চেষ্টা সর্ব্বদা করিয়া থাকে, তাহাকে দুষ্ট বলিয়া তিরস্কার করা হয়। পিতা মাতা তাহার কু-অভ্যাস দূর করিবার যত্ন করিয়া থাকেন। এই রূপে তাহাকে নানাপ্রকারে শাসন করিয়া তাহার অক্লান্ততা দূর করা হয়। কিন্তু শিশু সন্তানদিগকে এইরূপ শান্ত করিবার চেষ্টা করা অতিশয় অনিষ্টকর। ইহার দ্বারা তাহাদিগের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে। উপযুক্তরূপ অঙ্গ সঞ্চালনাভাবে শরীর দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। কঙ্কালাবশেষ শিশু সন্তানদিগকে দর্শন করিয়া কাহার না দয়ার উদ্রেক হয়। পিতা মাতা সন্তানের শারীরিক দুর্গতি দর্শন করিয়া মনঃক্লেশ প্রাপ্ত হন, তাহাদিগের শুশ্রূষায় নিজের শরীর ক্ষয় করিয়া থাকেন ; কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহাদিগের

আত্ম অবিবেচনায়ই এই বিষময়ফল উৎপন্ন হইতেছে। বালক-দিগের অপেক্ষা বালিকাদিগকে পিতা মাতার এই অবিবেচনার ফল অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে হয়। যেহেতু বালিকাদিগের প্রকৃতির অক্ষান্ততা যাহাতে দূর হয়, পিতা মাতা সর্ব্বাগ্রে তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কন্যার বয়স দশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই তাহাকে গৃহের বাহির হইতে নিবারণ করা হয়। একাদশ, দ্বাদশ বর্ষ বয়স্কা বালিকা 'অবাত বিক্ষোভিত মীনা-হতি রহিত গভীর জলাশয়ের ন্যায়' স্থিরতা ও গাম্ভীর্য্যের উপমা স্থল হইয়া থাকে। শরীর সঞ্চালনের উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত না হওয়ায় এদেশের অন্তঃপুরস্থা স্ত্রীলোকদিগের শরীর অকালে ভগ্ন ও রুগ্ন হইয়া থাকে। দীর্ঘজীবনের প্রত্যাশা তাহা-দিগকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে হয়। স্ত্রীজাতির এইরূপ শোচনীয় অবস্থা বশতঃ সন্তানগণও অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া থাকে। দুর্ব্বল পিতা মাতার সন্তান সাধারণতঃ যে অতিশয় দুর্ব্বল হইবে, তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ বংশের পর বংশ যত বৃদ্ধি হইতেছে, হিন্দুসন্তানের জাতীয় দৌর্ব্বল্যও ততই বাড়িতেছে। বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবকের মস্তকের কেশ শূন্য হইয়া টাক পড়িয়াছে, কাহারও বা ইহা অপেক্ষা অল্প বয়সে চক্ষুর জ্যোতি হ্রাস হইয়া গিয়াছে, কাহারও দন্ত স্খলিত হইয়াছে, কাহারও মস্তকে শুভ্রকেশ বিরাজ করিয়া যুবকের বার্দ্ধক্য দশার পরিচয় প্রদান করিতেছে। দেশের এই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া অনেকে ইহার প্রতিকারের উপায় দেখি-তেছেন। শরীর সঞ্চালন করিয়া বল সঞ্চয় করার আবশ্যকতা অনেকে অনুভব করিতে পারিতেছেন। কিন্তু কি রূপে শরীর সঞ্চালন করিলে প্রকৃত উপকার লাভ করা যায়, অনেকেই তাহা চিন্তা করিয়া দেখেন না। অনেকের এইরূপ ধারণা

জন্মিয়াছে, ব্যায়াম ক্রীড়া শারীরিক বল সঞ্চয়ের পক্ষে বিশেষ উপকারক। ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। এই সংস্কার বশতঃ এখন প্রায় প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ব্যায়াম কার্য্যের উপযোগী নানা প্রকারের উপকরণ আছে। ছাত্রেরা নানাপ্রকার ব্যায়াম কৌশল সর্ব্বদা প্রদর্শন করিয়া লোকের সুখ্যাতিভাজন হইয়া থাকে। কিন্তু দেখা আবশ্যক, এই সকল ব্যায়াম কৌশল অবলম্বন করিয়া বিশেষ উপকার দর্শিতেছে কি না। একবারে অঙ্গসঞ্চালন না করা অপেক্ষা এইরূপ ব্যায়াম করা যে ভাল তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না; কিন্তু বালক বালিকারা স্বভাবতঃ যে সকল ক্রীড়া করিয়া থাকে, তদ্দারা যে উপকার হয়, এইরূপ ব্যায়াম কার্য্যের উপকারিতা শক্তি সেরূপ নহে। হারবার্ট স্পেন্সার বলেন, ইহার দ্বিবিধ দোষ আছে। ইহার প্রথম দোষ এই যে, খেলার যেমন বহুবিধ প্রকার ভেদ আছে, ইহার তেমন অধিক প্রকার ভেদ নাই। সুতরাং নানাবিধ প্রকারের খেলা করিয়া বালক বালিকাদিগের সর্ব্বাঙ্গের যেমন সুন্দর চালনা হয়, ইহাতে তেমন হয় না। এক অঙ্গ অপেক্ষা অপর অঙ্গের চালনা অধিক হওয়ায়, শরীর শীঘ্র ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। সকল অঙ্গের সমানরূপ চালনা হইলে শীঘ্র ক্লান্তি বোধ হয় না। আর যদি এইরূপে এক অঙ্গের পুনঃ পুনঃ চালনা হয়, তবে সেই অঙ্গের অসঙ্গত বৃদ্ধি হইয়া লোক কদাকার হইতে পারে। অপর দোষ এই যে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট শিক্ষায় লোকের তাদৃশ অনুরাগ থাকে না। খেলার সময়ে একজন শিক্ষকের উপদেশ ও শাসনের অধীন থাকিতে হইলে সুখ ও আমোদের অনেক খর্ব্বতা হইয়া থাকে। আর একবিধ বিষয় পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করাতে তাহার আকর্ষণ শক্তিও হ্রাস হইয়া যায়। সুতরাং যে কার্য্যে অনুরাগ, আমোদ ও সুখবোধ

না হয়, তাহা করিতে গেলে শীঘ্র ক্লান্তি বোধ হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতায় কিয়ৎপরিমাণে উৎসাহ জন্মে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে উৎসাহ অধিক কাল স্থায়ী হয় না। ইচ্ছাপ্রবৃত্ত খেলায় উহা অপেক্ষা অনেক অধিক উৎসাহ ও আমোদ বোধ হয়। অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, শরীর সঞ্চালন কার্য্যে আমোদ হউক বা না হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, অঙ্গচালনা হইলেই কার্য্য সিদ্ধি হইল। ইহা ভ্রমের কথা, ইহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন প্রকার সুখকর মানসিক পরিশ্রমে রত হইলে শরীরের স্ফূর্ত্তি বোধ হয়। পীড়িত ব্যক্তিরা হঠাৎ কোন আত্মীয়ের মুখদর্শন করিলে বা কোন শুভ সংবাদ শুনিলে যে আনন্দানুভব করে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের অনেক উপকার হইয়া থাকে। হাস্যামোদ করিয়া পদব্রজে দূরতর স্থানে গমন করিতে হইলেও পথশ্রান্তি অধিক বোধ হয় না। যে কার্য্যে সুখানুভব করা যায়, তাহাতে অধিক ক্লান্তি বোধ হয় না। সুতরাং যেরূপ অঙ্গচালনা কার্য্যে সুখের অল্পতা হয় তাহা হইতে অধিক সুফল লাভ করা যাইতে পারে না। এই হেতু বালক বালিকাদিগের পক্ষে ব্যায়াম চর্চ্চা অপেক্ষা খেলা করা অধিক শুভকর। তাহারা খেলিবার সময় যেরূপ আনন্দানুভব করে, যেরূপ অট্ট-হাস্য দ্বারা ক্রীড়া ভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে, তাহা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে ব্যায়াম করা অপেক্ষা খেলা করা তাহাদিগের পক্ষে অধিক স্বাভাবিক। কৃত্রিম অঙ্গচালনা হইতে স্বাভাবিকভাবে অঙ্গচালনা করা যে শ্রেষ্ঠ তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সুরুচির গৃহে তেমন প্রশস্ত প্রাঙ্গন ছিল না, অল্প পরিমাণে যাহা কিছু ছিল তাহাও বাগানে পরিপূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং গৃহে উপযুক্ত রূপে অঙ্গচালনার স্থানাভাব বলিয়া সুরুচি প্রায় প্রতি-

দিন আপনার পুত্র কন্যাদিগকে গড়ের মাঠে খেলিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। উপযুক্ত পরিমাণ আহার, আবশ্যকানুরূপ পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার এবং নিয়মিত রূপে অঙ্গচালনা করায় সুরুচির সন্তানেরা ক্রমেই দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল; তাহাদিগের অঙ্গ সৌষ্ঠব দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সন্তানদিগের যাহাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হয়, সুরুচি কেবল তৎপ্রতিই দৃষ্টি রাখিয়াছেন এমত নহে, তাহারা যাহাতে সুনীতিপরায়ণ হয়, এবং সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে, তৎপক্ষেও তাঁহার যত্নের ক্রটি নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আপনার সন্তানদিগকে সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিতে কাহার না ইচ্ছা জন্মে? সুরুচিরও যে সে ইচ্ছা ছিল না, তাহা নহে। তবে তিনি জানিতেন, শিক্ষিতব্য সমুদায় বিষয় শিক্ষা করা কোন এক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে;—মানুষের পরমায়ু যদি দশগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলেও সে আশা পূর্ণ হইত না। সুতরাং মনুষ্যের অল্প পরমায়ুতে যাহা সঙ্কুলন হইতে পারে, তদনুসারে শিক্ষিতব্য বিষয়ের আপেক্ষিক ফলাফল বিচার করিয়া সন্তানদিগের শিক্ষা কার্য্য সম্পাদন করা উচিত। জীবন যাত্রা নির্ব্বাহার্থে যাহা মনুষ্যের একান্ত প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে যে তাহাই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, বোধ হয় এবিষয়ে মত বিভেদ নাই। কিন্তু কি কি উপায়ে জীবন যাত্রা সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, এই মূল প্রশ্নের সুমীমাংসা করাই কঠিন ব্যাপার। এমন কি কোন দিনও ইহার সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে কি না তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন।

কিন্তু দুর্মীমাংস্য বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে ; বরং এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এস্থলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অর্থ কেবল খাওয়া পরা নহে, কিন্তু মনুষ্য জীবনের সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া পূর্ণ মাত্রায় জীবিত প্রয়োজন সাধন করা।

জীবন যাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করা আবশ্যক হয়। (১)আত্মরক্ষা, (২) জীবিতচেষ্টা, (৩) পারিবারিক কর্ত্তব্য, (৪) সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক কর্ত্তব্য, (৫) বিবিধ কর্ত্তব্য ; নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার গান্ধর্ব্ব বিদ্যার আলোচনা করিয়া অবকাশ কাল রঞ্জন করা, এই শেষোক্ত কর্ত্তব্য শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। নানাবিধ ভৌতিক ও দৈবী বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করা যে মনুষ্যের প্রথম কর্ত্তব্য তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। অন্ন বস্ত্রের সংস্থানের নিমিত্ত যে সকল বৈষয়িক উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য। পরিবার সংগঠন না হইলে সমাজস্থিতি রক্ষা হয় না, সুতরাং সমাজের অগ্রে পরিবার এবং সামাজিক কর্ত্তব্যের পূর্ব্বে পারিবারিক কর্ত্তব্য। যদিও এই সকল কর্ত্তব্য শ্রেণীকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত করা হইল, তথাপি ইহারা সকলেই এক সূত্রে গ্রথিত। ইহার কোন একটীকে এমন ভাবে পৃথক করা যায় না যে, অপর সকলকে উপেক্ষা করিয়া কেবল সেই এক জাতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার উপায় অভ্যাস করা যাইতে পারে। সকল প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথারীতি নির্ব্বাহ করিতে অভ্যাস করাই ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মের উপরই শিক্ষার ভিত্তিমূল সংস্থাপিত হওয়া উচিত।

সকল প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় নির্ব্বাহ করিবার উপ-

যুক্ত ক্ষমতা যাহাতে লাভ করা যাইতে পারে, শিক্ষাকার্য্যের তাহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ লক্ষ্য সিদ্ধির সুযোগ হইয়া উঠা বড় সহজ নহে; নানা প্রকারের যে সকল অন্তরায় সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা সহসা অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পূর্ণমাত্রায় যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা লাভ করিতে না পারিলেও তাহাদিগের আপেক্ষিক গুরুত্বানুসারে ঐ সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিয়দংশেও যাহাতে নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম যতদূর গুরু, তাহা সেই পরিমাণে নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা লাভ করা আবশ্যক। সুতরাং কর্ত্তব্য কর্ম্মের গুরুত্ব লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া শিক্ষিতব্য বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা ও অপ্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করা উচিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আত্মরক্ষা মনুষ্যের প্রথম প্রয়োজন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই, শৈশবকাল হইতেই স্বাভাবিক প্রকৃতি মনুষ্যকে এই বিষয়ে উপদিষ্ট করিয়া আসিতেছে। মাতৃক্রোড়স্থ শিশু যখন কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া ক্রন্দন করে এবং মাতৃবক্ষে আপনার মুখ লুকাইয়া রাখে, তখন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার একটী স্বাভাবিক বৃত্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে; সে অপরিচিত পদার্থে বিপদের আশঙ্কা করিয়া তাহা হইতে দূরে প্রস্থান করিতে চাহিতেছে। মনুষ্যের এ সাবধনতা জীবনে চিরদিন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় প্রতিমূহুর্ত্তেই শিশুরা এই সাবধানতা শিক্ষা করিয়া থাকে; অতর্কিত ভাবে একবার যে বিপদে পতিত হইয়াছে, তাহা হইতে আপনাকে ভবিষ্যতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা সতর্ক থাকে। এইরূপে ভৌতিক ও দৈবী বিপদ হইতে আপনাকে

রক্ষা করিয়া নিরাপদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা মনুষ্য বাল্যকাল হইতেই ক্রমে ক্রমে লাভ করিয়া থাকে। পিতা মাতা শিশুদিগের প্রকৃতি চাঞ্চল্য সংযত করিবার চেষ্টা না করিলে এজন্য স্বতন্ত্র শিক্ষার বড় অধিক প্রয়োজন হয় না।

উপরি লিখিত উপায়ে আপনাকে ভৌতিক আপদ হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা করা যাইতে পারে এবং শারীরিক বল সঞ্চয়ও হইতে পারে। কিন্তু শরীর রক্ষা করিতে হইলে আরও কোন কোন বিষয়ের প্রয়োজন হয়। শারীরিক স্বাস্থ্য যাহাতে ভঙ্গ না হইতে পারে তৎপক্ষে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। এই নিমিত্ত দেহতত্ত্ব ও শরীরপালন সাক্রান্ত কতকগুলি মূল নিয়ম অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, অধিকাংশ বিদ্যালয়েই এই সকল বিষয় অধ্যয়ন করিবার রীতি নাই। সাইবিরিয়ার অরণ্যে কোন্ ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, তাহা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শিক্ষকদিগের যত্নের ক্রটি নাই; কিন্তু নিজদেহে যে সকল শিরা রক্তস্রোত বহন করিতেছে, তাহাদিগের বিষয় কি শিক্ষক কি ছাত্র কেহই অবগত নহেন। সুরুচি প্রচলিত কুশিক্ষার অনুসরণ না করিয়া সন্তানদিগকে দেহতত্ত্ব ও শরীরপালন সংক্রান্ত স্থূল স্থূল বিষয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন; সুরেশচন্দ্র এই জন্য মানবদেহের কয়েক খানি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি ক্রয় করিয়া আনিলেন। সুরুচি সেই প্রতিকৃতি দেখাইয়া সন্তানদিগকে মৌখিক শিক্ষা দিতে প্রারম্ভ করিলেন। তিনি পিতার নিকটে এই সকল বিষয়ে পূর্ব্বে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তাহার বিশেষ প্রয়োজনে আসিল।

বর্ণপরিচয় হইবার পূর্ব্বেই সুরুচি সন্তানদিগকে দেহতত্ত্বের স্থূল স্থূল কথা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সকল কথা

তাহারা স্মরণ রাখিতে পারিত না সুতরাং অনেক কথা সুরুচিকে বার বার বলিয়া দিতে হইত। সুরুচি এক দিন সন্তানদিগকে বলিলেন, আমি যে সকল কথা তোমাদিগকে বলি, তাহা স্মরণ রাখিবার একটী সহজ সঙ্কেত আছে। তোমরা সেই সঙ্কেত অবলম্বন করিলে আমার কথা অনায়াসেই স্মরণ রাখিতে পারিবে। সেই সঙ্কেতটী কি তাহা জানিবার জন্য তাঁহার সন্তানদিগের বড়ই আগ্রহ জন্মিল। সুরুচির হাতে একটী কলম ছিল, তিনি কলমটী দেখাইয়া বলিলেন, তোমরা বলিতে পার ইহার নাম কি? সন্তানেরা একস্বরে বলিয়া উঠিল 'কলম।' কিন্তু মনে কর, তোমরা কলমের নাম জানিতে না, আমি আজ তোমাদিগকে প্রথম বলিয়া দিলাম; এ নামটী তোমাদিগের স্মরণ থাকিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, আর আমি যে সঙ্কেতের কথা কহিতেছি তাহা যদি তোমরা জান, তাহা হইলে ইহা অনায়াসেই স্মরণ রাখিতে পারিবে। সঙ্কেতটী এই, আমরা যে সকল কথা কহিয়া থাকি তাহা স্মরণ রাখিবার জন্য কতকগুলি চিহ্ন আছে, সেই চিহ্ন দ্বারা সকল কথা লেখা যায়। আমরা যদি কোন কথা ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে লেখা দেখিয়া সেই কথা স্মরণ করিতে পারি। দেহতত্ত্বের সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে যত কথা বলিয়া থাকি, তাহার সমুদায় গুলিই আমার স্মরণ ছিল এমত নহে, পুস্তকে সেই সমস্ত কথা লেখা আছে, আমি লিখিবার চিহ্ন গুলি জানি বলিয়া যে কথা আমার স্মরণ না থাকে, তাহা পুস্তক দেখিয়া স্মরণ করি। যে চিহ্ন দেখিয়া সকল কথা স্মরণ রাখা যায়, সুরুচির সন্তানদিগের তাহা শিখিতে যার পর নাই আগ্রহ জন্মিল। সুরুচি বলিলেন, 'কলম' লিখিতে তিনটী চিহ্ন আছে। প্রথম চিহ্ন 'ক', দ্বিতীয় 'ল', তৃতীয় 'ম', এই তিনটী চিহ্ন স্মরণ রাখিতে চেষ্টা কর।

রমেশচন্দ্র—'মা এক একটী কথা শিখিতে যদি এত গুলি চিহ্ন স্মরণ রাখিতে হয়, তাহা হইলে কথা গুলি স্মরণ রাখাইত বরং সহজ।'

সুরুচি—'রমেশ, তুমি ভয় করিও না, এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন গুলির সংখ্যা বড় অধিক নহে। ক, ল, ম এই তিনটী চিহ্নের দ্বারা কল, কম, মল, কমল, কত গুলি কথা লেখা যায়। অপর চিহ্নের সহিত যোগ করিলে আরও যে কত কথা লেখা যাইতে পারে তাহা ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবে।'

বর্ণ পরিচয় করাইবার জন্য স্বর ও ব্যঞ্জনের সমস্ত বর্ণ গুলি সর্ব্বাগ্রে কণ্ঠস্থ করাইবার যে রীতি রহিয়াছে, সুরুচি সেই নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-প্রদর্শিত নিয়মে এক একটী কথা লইয়া তাহাতে যত গুলি বর্ণ থাকে তাহা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এবং ঐ সকল বর্ণ ও তাহাদিগের পূর্ব্ব-পরিচিত বর্ণ যোগে তাহাদিগের জানা যত গুলি কথা লেখা যাইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিতে লাগিলেন; এইরূপে অক্লেশে অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদিগের বর্ণ পরিচয় হইল। এখন তাহারা জননীর নিকট যে সকল কথা শুনিতে পায় তাহাই লিখিয়া রাখে। দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহারা এখন অনেক কথা লিখিয়াছে—অনেক গুলি বিষয় শিখিয়াছে; দেহতত্ত্বে তাহাদিগের যে জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইতে হয়। শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য যে সকল নিয়ম সর্ব্বদা প্রতিপালন করা আবশ্যক, তাহা তাহাদিগের কণ্ঠস্থ। কিন্তু অনেক বালক বালিকা যেমন ঐ সকল নিয়ম কেবল কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে, অথচ তাহা প্রতিপালন করিয়া চলে না, সুরুচির সন্তানেরা সেরূপ নহে। সুরুচি শিশুকাল হইতেই তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা ভাল বলিয়া জানিবে, ও যাহা কর্ত্তব্য

কর্ম্ম মধ্যে গণ্য তাহা প্রতিপালন করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবে। সুরুচি পিতার নিকটে অনেক গুলি মুষ্টিযোগ শিখিয়াছিলেন, তিনি সেই গুলি এক খানি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া এবং অপর অনেকের নিকট শুনিয়া তিনি আরও অনেক গুলি মুষ্টিযোগ তৎসঙ্গে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই খাতা তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে পাঠ করিতে দিয়াছেন। তাহারা সুযোগ পাইলেই এই সকল মুষ্টি-যোগের কার্য্যকারিতা-শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখে। এক দিন পাড়ার একটী বালিকার গাত্রে বোলতায় হুল ফুটাইয়া দেয়, বালিকা দংশন জ্বালায় অস্থির হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছে, যোগেশ ইহা দেখিয়া বাড়ীতে ছুটিয়া আসিল, এবং একটী বোতল হইতে কিছু মাৎগুড় লইয়া গিয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিল; বালিকার দংশন জ্বালা তৎক্ষণাৎ নিবারণ হইল। সুরুচির সন্তানেরা মুষ্টিযোগ শিক্ষা করিয়া এই রূপে অনেক সময়ে অনেক লোকের উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সন্তানদিগের পড়িবার ও লিখিবার ক্ষমতা জন্মিবার পূর্ব্বেই সুরুচি তাহাদিগকে গুণিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সন্তানেরা যাহাতে আমোদানুভব করিতে পারে, তিনি এমন করিয়া তাহা-দিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। গণনা শিক্ষা দান কালেও, তিনি তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সন্তানদিগকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান করাইলে পর যে, ডানদিকে সকলের শেষ স্থানে থাকিত, তাহাকে তিনি এক এক বারে এক একটী অঙ্গুলী তুলিতে বলিতেন, এবং এক দুই করিয়া সন্তানদিগকে দশ পর্য্যন্ত গুণিতে শিক্ষা দিতেন। তৎপরে প্রথমোক্ত সন্তানের বাম-দিকে যে থাকিত তাহাকে বলিতেন উহার একদশ গণা হইয়াছে, তুমি তাহার হিসাব রাখ, তোমার একটী অঙ্গুলী তোল, দ্বিতীয়

একটী অঙ্গুলী তুলিলে প্রথমকে হাত নামাইতে বলিতেন; তাহার পরে আবার এক দুই করিয়া তাহাকে সমুদায় অঙ্গুলী তুলিতে বলিতেন; যখন সে দ্বিতীয়বার দশটী অঙ্গুলী তুলিত, তখন দ্বিতীয় স্থলে দণ্ডায়মান সন্তানকে আর একটী অঙ্গুলী তুলিতে বলিতেন, যখন দ্বিতীয়ের দশ অঙ্গুলী তোলা হইত তখন তৃতীয়কে এক অঙ্গুলী তুলিতে বলিতেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে পাঁচ সন্তানের দশ অঙ্গুলী তোলা হইলে সুরুচি, সর্ব্ব শেষ ব্যক্তির বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রমে দশ অঙ্গুলী তুলিতেন। সুরুচি এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সন্তান-দিগকে লক্ষ পর্য্যন্ত গণনা শিক্ষা দিতে যখন সমর্থ হইলেন, তখন তিনি তাহাদিগকে যোগ ও গুণনের নামতা কণ্ঠস্থ করা-ইতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীমান দীনেশও ভাই ভগিনীর গণনার সহিত যোগ দিয়া দশ পর্য্যন্ত গুণিতে শিখিয়াছে; যখন আবার তাহারা নামতা শিখিতে আরম্ভ করিল, তখন সেও বলে "দু দুনে চা।" রমেশ, যোগেশ, সুরমা, সুষমার নামতা কণ্ঠস্থ হইলে পর সুরুচি তাহাদিগকে রীতি পূর্ব্বক পাটীগণিত শিক্ষা দেওয়ার সঙ্কল্প করিলেন। রমেশ ও যোগেশ যোগ, বিয়োগ, গুণন ও ভাগ অতি শীঘ্র শিক্ষা করিতে সমর্থ হইল। সুরমা ও সুষমার গণিত শিক্ষা সহজসাধ্য হইল না। বয়সের অল্পতা তাহার এক প্রধান কারণ হইতে পারে; কিন্তু সুরুচি অনেকের মুখে শুনিয়াছিলেন, বালিকাদিগের প্রকৃতি গণিত শিক্ষার বিরোধী। তাহাদিগের বুদ্ধি ইহাতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় না। একথা যথার্থ কি না, সে বিষয়ে সুরুচির বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। কিন্তু যদি ইহা যথার্থ হয়, তবে বালকাদিগের গণিত শাস্ত্র শিক্ষা করা যে আরও অধিক প্রয়োজন, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন, কেননা তাহাদিগের বুদ্ধি

এরূপ জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, স্থূল বিষয় ব্যতীত সূক্ষ্ম বিষয়ে তাহা কোন ক্রমেই প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধির জড়তা দূর করিবার নিমিত্ত বালিকাদিগের গণিত শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। গণিত শিক্ষা ব্যতীত বিজ্ঞান শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিজ্ঞান শাস্ত্রের কতকগুলি বিষয় শিক্ষা করা যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, তাহা সুরুচি বিশেষ রূপে জানিতেন। এতদ্ব্যতীত নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়েও গণিতের সাহায্য আবশ্যক করে। ইহা ভিন্নও গণিতশাস্ত্র শিক্ষা করার গুরুতর প্রয়োজন আছে; হারবার্ট স্পেন্সার বলেন, শিক্ষার দ্বিবিধ লক্ষ্য—এক জ্ঞানার্জ্জন, দ্বিতীয় মানসিক ভাব ও অবস্থা সকলের সাম্যবিধান। অধ্যাপক জিবন্স বলিয়াছেন, "মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিয়া সাম্যবিধান করিতে গণিতশাস্ত্রের যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, একমাত্র তর্কশাস্ত্র ব্যতীত আর কোন বিদ্যার সে প্রকার ক্ষমতা দেখা যায় না।" স্ত্রীলোকদিগের মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতা অধিক, কোন বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার করিবার ক্ষমতা তাহাদিগের সাধারণতঃ অল্প। সুতরাং এই অবস্থায় গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করা তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

সুরুচি সঙ্কল্প করিলেন, যেরূপেই হউক কন্যাদিগকে গণিত শিক্ষা দিবেন; এজন্য যত পরিশ্রম করিতে হউক না কেন তিনি তাহাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। তাঁহার শুভ যত্ন ও অধ্যবসায় নিষ্ফল হইল না; যদিও তাঁহার কন্যারা ভ্রাতাদিগের সমতুল্য পারদর্শিতা লাভ করিতে সমর্থ হইল না, তথাপি তাহারা ক্রমে ক্রমে পাটীগণিতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইল। সুরুচি তখন দেখিতে পাইলেন যে, তাহাদিগের

সূক্ষ্ম বিষয় ধারণার ক্রমশঃ ক্ষমতা জন্মিতেছে। এই শিক্ষা উত্তর কালে তাহাদিগের বিলক্ষণ উপকারে আসিয়াছিল।

বালক বালিকারা নানা প্রকার গল্প শুনিতে বড় ভাল বাসে। তাহাদিগের এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তাহার সন্তানেরা সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা প্রকার বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, সুরুচি তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ইতিহাস প্রকৃত রূপে লিখিত হইলে নিজ ব্যবস্থানুসারে সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে সুরুচিকে অনেক কষ্ট পাইতে হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সুরীতিসঙ্গত ইতিহাসের নিতান্ত অপ্রতুল। রাজবংশ ও রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের নীরস নামমালা ও জীবন বিবরণেই ইতিহাসের অস্থিপঞ্জর গঠন করা হয়। পূর্ব্বে রাজ্যেশ্বরই রাজ্যের সর্ব্বস্ব বলিয়া গণ্য হইতেন, রাজ্যে যে প্রজার কোন অধিকার আছে, রাজা তাহা স্বীকার করিতেন না, প্রজারও সে বোধ ছিল না। সুতরাং প্রাচীন ইতিহাস রাজাদিগের জীবনের ইতিবৃত্ত মাত্র, সমাজস্থিতির প্রায় কোন বিবরণই তাহাতে নাই। কিন্তু এখন রাজা রাজ্যের সর্ব্বাধিকারী বলিয়া গণ্য নহেন, প্রজাবর্গেরই রাজ্যের উপর সর্ব্ব প্রধান অধিকার। প্রজাবর্গকে লইয়াই রাজ্য ও সমাজ সংগঠিত হয়, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই আধুনিক ইতিহাসও রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদিগের বিবরণেই পরিপূর্ণ। ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক ইতিহাস লেখকেরা এই দোষ কিয়দংশে পরিহার করিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের দেশের ইতিহাস লেখক-দিগের চক্ষে ইহা বোধ হয় এখনও দোষ বলিয়া গণ্য হয় নাই। সুতরাং সুরুচিকে সুরেশচন্দ্রের সাহায্য লইয়া নানা গ্রন্থ হইতে ইংরেজাধিকৃত বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের উন্নতি অবনতি বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইল। ইংরেজেরা কখন কি উপলক্ষে

এদেশে আসিলেন; কিরূপে প্রতিযোগী ফরাসীদিগকে অতি-ক্রম করিয়া তাঁহারা প্রাধান্য লাভ করিলেন; কেমন করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্যলাভ হইল, এবং ক্রমে সেই রাজ্য বিস্তৃত হইল; ইংরেজ রাজত্বে কোন্ উপদ্রব দূর হইয়াছে, কোন্ কোন্ প্রকাশের নূতন আপদ উপস্থিত হইয়াছে; কোন ব্যবসায়ের উন্নতি বা কোন্ ব্যবসায়ের হ্রাস কি কি কারণে হইয়াছে, কোন্ কোন্ সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাহার ফলাফল কিরূপ হইয়াছে; ধর্ম্ম মতেরই বা কোথায় কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতি কি রূপে হইয়াছে; রাজ্যশাসন ব্যবস্থা কি নিয়মে চলিতেছে; কোন্ রাজ কর্ম্মচারীর কি কি ক্ষমতা আছে; এদেশীয় লোকেরা কখন কোন্ রাজপদে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, রাজকীয় ব্যবস্থাদি কি নিয়মে প্রচলিত হইতেছে, এই সকল বিষয় সুরুচি গল্পচ্ছলে সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে সুরুচির সন্তানেরা বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধীয় জ্ঞান এতদূর উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইল যে, তাহা দর্শন করিয়া অনেক পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিকেও লজ্জিত হইতে হয়।

ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ভূগোল ইতিহাসের সহচর। সুরুচি সন্তানদিগকে ইতিহাসের সহিত ভূগোলও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গৃহে অনেক গুলি সুন্দর মানচিত্র ছিল; ইংরাজেরা ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে প্রথম পদার্পণ করেন, তৎ-পরে কোন্ কোন্ নগরে তাঁহাদিগের বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ হয়, এই রূপে আরম্ভ করিয়া ইংরেজদিগের রাজ্যাধিকারে ক্রমে যে সকল নগর সংস্থাপিত হইয়াছে, সুরুচি ভারত-বর্ষের মানচিত্র হইতে এক এক দিন তাহার কয়েকটী সন্তান-

দিগকে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। কোন্ নগর কোন্ নদীর তীরে স্থাপিত, কোন্ নগরের সম্মুখে কোন নদী নাই, কোন্ নগরের স্বাস্থ্য ভাল, কি কারণে ভাল, পার্ব্বতীয় স্থানে শীতের আধিক্য কেন, এক বন্দর অপেক্ষা আর এক বন্দরের অধিক উন্নতি হয় কেন, রেল পথে যে সকল নগর উপবিষ্ট পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে কেন, এই সকল সুরুচি এমন করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, ভুগোল শিক্ষা তাহার সন্তানদিগের নিকট নীরস বোধ হয় না। বাঙ্গালার অপেক্ষা বেহারের সাধারণ লোকে এত দরিদ্র কেন, বাঙ্গালা এবং বেহারের কোন্ কোন্ জেলায় অত্যন্ত ঘন বসতি, সেই সকল স্থানের অতিরিক্ত জন সঙ্খ্যা দূর করিতে হইলে কোথায় সেই অতিরিক্ত লোকদিগকে পাঠান যাইতে পারে, কোথায় গেলে তাহারা কৃষি কার্য্যের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ভুমি পাইতে পারে, এই সকল কথার অতি সুন্দর সদুত্তর সুরুচির সন্তানেরা প্রদান করিতে পারে। সুরুচি তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালার বিবরণ, তৎপরে ভারতবর্ষের বিবরণ শিক্ষা দিয়াছেন। পৃথিবীর অন্যান্য স্থান সম্বন্ধে অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের যে পরিমাণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তাহাও সুরুচি নিজ সন্তানদিগকে মানচিত্র হইতে শিক্ষা দিয়াছেন। তবে যে সকল দেশ জীবনে কখন দেখিবার সম্ভাবনা নাই, যাহার সহিত বাণিজ্য প্রভৃতি উপলক্ষেও কোন সংশ্রব নাই, এমন সকল দেশেরও পর্ব্বত, হ্রদ, নদী, নগর উপনগর প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তিনি সন্তানদিগকে কণ্ঠস্থ করান নাই।

ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার সম্বন্ধে যে দূষিত রীতি প্রচলিত আছে, সুরুচি তাহা অবলম্বন করেন নাই। তিনি জানিতেন ভাষা সৃষ্টির পুর্ব্বে ব্যাকরণ হয় নাই। অগ্রে ভাষার সৃষ্টি

হইয়াছে এবং তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংগঠিত হইয়াছে। তৎপরে ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। সুতরাং ব্যাকরণ অগ্রে শিক্ষা না দিয়া অনায়াসে ভাষা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। সুরুচি সন্তানদিগকে ব্যাকরণের কঠিন সূত্র সকল কণ্ঠস্থ না করাইয়া ভাষার যখন যে স্বতন্ত্র প্রকৃতি দৃষ্ট হইয়াছে, তখন তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার সন্তানেরা ব্যাকরণের স্থূল স্থূল বিষয় গুলি সহজেই শিক্ষা করিতে পারিয়াছে। তিনি অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে ব্যাকরণের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল শিক্ষা দিতে কখনও প্রয়াস পান নাই।

অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের নানা ভাষা অভ্যাস করিবার অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। বাল্যকালে স্মৃতি শক্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে, সুতরাং এই সময়ই ভাষা শিক্ষার প্রশস্ত কাল। সুরুচি বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে নিজ সন্তানদিগকে ইংরেজি ভাষাও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শিশুরা মাতৃ ভাষা যেরূপে শিক্ষা করে তিনি তাহাদিগকে ইংরেজি ভাষাও সেই রূপে শিক্ষা দিতেছেন। পিতা ও মাতাকে ইংরেজি ভাষায় কি বলে তিনি প্রথম দিন তাহাই শিখাইয়া দিলেন। এইরূপে প্রতি দিনই কয়েকটী নুতন শব্দ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার সন্তানেরা কতক গুলি শব্দ শিখিল, তখন তিনি তাহাদিগকে সেই সকল শব্দের সাহায্যে সহজ সহজ বাক্য বলিতে শিখাইলেন। যখন তাহারা আপনাদিগের মনের সহজ সহজ ভাব গুলি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল, তখন তিনি তাহাদিগকে ইংরেজি ভাষা পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা দিলেন। সন্তানদিগকে ইংরেজি পড়াইবার সময়ে সুরেশচন্দ্র সুরুচির যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কোন শব্দের প্রতিশব্দ বলিয়া দিয়া সন্তানদিগকে ইংরেজি

ভাষা শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন নাই, কোন্ শব্দে কি বুঝাইয়া থাকে, তাহা সন্তানদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে তাঁহারা সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তকে যে সকল জীব জন্তু বা পদার্থের নাম আছে, সুরেশচন্দ্র যত্ন করিয়া নানা স্থান হইতে সেই সকল পদার্থের অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়াছেন, জীব জন্তুদিগের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং কোন্ শব্দে কোন্ জন্তু বা জিনিসকে বুঝাইয়া থাকে, তাঁহাদিগের সন্তানগণের সে জ্ঞান বিলক্ষণ জন্মিয়াছে। এক পদার্থ আনিতে বলিলে তাহারা আর এক পদার্থ আনিয়া উপস্থিত করে না। অথচ না বুঝিয়া কতকগুলি প্রতিশব্দ কণ্ঠস্থ করিবার যন্ত্রণা হইতে তাহারা নিষ্কৃতি পাইয়াছে এবং সেই হেতু অল্প সময়ের মধ্যে অনেক শিখিতে সমর্থ হইয়াছে।

সুরুচি সন্তানদিগকে কেবল শিক্ষা দানেরই চেষ্টা করিতেছেন এমত নহে, তাহারা যাহাতে সুনীতিপরায়ণ ও ধর্ম্মানুরাগী হয়, তৎপক্ষে তাহার যত্নের ত্রুটি নাই। তবে তিনি জানিতেন, সন্তানদিগকে কেবল উপদেশ দিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ও সুনীতিশীল করা যায় না, তাহাদিগকে সৎকর্ম্মে নিয়োগ করা তাহাদিগের সাধু প্রবৃত্তি বিকাশের একটী প্রধান সহায়। পিতা মাতার ঈশ্বর ভক্ত ও সাধু চরিত্র হওয়া আবশ্যক। সন্তানেরা যদি দেখিতে পায়, পিতা মাতা প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা কহেন না, পরানিষ্টে রত হন না, দীন দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে আত্মসুখ উপেক্ষা করিতে কাতর হন না, সাধুচরিত্র পুণ্যশীল ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা সমাদর করেন, অসাধুর সংসর্গে কালাতিপাত করেন না, অভক্ষ ভক্ষণ, অপেয় পান করেন না, সকল কার্য্য ঈশ্বরের কৃপার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করেন, ঈশ্বর প্রেম, ঈশ্বর আরাধনা আপনার জীবনের প্রধান অবলম্বন মনে করেন, তাহা হইলে

তাহারা আপনা হইতেই সুনীতিপরায়ণ ও ঈশ্বরভক্ত হইয়া থাকে। আর যদি তাহারা দেখে পিতা মাতা সন্তানকে যে সকল উপদেশ দিতেছেন, তাঁহারা নিজ জীবনে তাহা প্রতিপালন করিতেছেন না, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সন্তানেরা কখনও সে উপদেশ প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত হইবে না। সুরুচি ও সুরেশচন্দ্রের জীবনের সাধুভাব ও ধর্ম্মানুরাগিতা তাঁহাদিগের সন্তানগণকে সাধুতা ও ধর্ম্মের পথে লইয়া যাইবার প্রধান সহায় হইল। সর্ব্বদা সত্য কথা বলা, দুঃখীকে দয়া করা, বিপথগামীকে পথ দেখাইয়া দেওয়া, পিতা মাতা গুরুজনের কথা প্রতিপালন করা তাহাদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই সন্তানেরা যাহাতে ঈশ্বরভক্ত হয়, সুরুচি তাহার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। ঈশ্বর প্রেমময়—তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, সুখী দুঃখী ছোট বড় সকলকেই ভাল বাসেন, এমন কি যে পাপ করিয়া তাঁহার নিকট অপরাধী হইয়াছে, তাহাকেও উদ্ধার করেন। পিতা মাতার ভালবাসা অপেক্ষাও তাহার ভালবাসা শতগুণ অধিক। শিশুরা ভালবাসার মর্ম্ম সহজেই বুঝিতে পারে; ঈশ্বর সকলকে ভাল বাসেন—তাঁহার এই উদার প্রেমভাব সুরুচির সন্তানদিগের হৃদয় স্পর্শ করিল। সুরুচি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, ঈশ্বরের দয়া তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহারা জন্মিবার পূর্ব্বেই ঈশ্বর তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন; তিনিই করুণা করিয়া মাতার হৃদয়ে স্নেহ, স্তনে দুগ্ধ দান করিয়াছেন; তিনি সমুদায় আপদ বিপদের সময় রক্ষা কর্ত্তা। যদি পিতা মাতাকে ভালবাসিতে হয়, তাহা হইলে যিনি এমন বন্ধু তাহাকে তাহার শত গুণ অধিক ভালবাসা কর্ত্তব্য। সুরুচি এইরূপে আপনার সন্তানদিগকে ঈশ্বরপ্রীতি

শিক্ষা দিলেন। অসৎপথ, পাপ প্রলোভন হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে ঈশ্বরের নিকট বল প্রার্থনা করিতে হয়, তাহাও তাহারা শিখিয়াছিল। তাহারা প্রতিদিনই ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করিয়া থাকে; তাহাদিগের সে প্রার্থনায় ভাষার আড়ম্বর নাই, ভাবের গভীরতা নাই, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের প্রীতি ও বিশ্বাস আছে; শিশু মায়ের অঞ্চল দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিতে শিখিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রতিবেশীমণ্ডলী।

সুরুচির গৃহে বয়স্ক স্ত্রী পুরুষদিগের শিক্ষার জন্য যে পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছিল, পুর্ব্বে তাহার কার্য্য সপ্তাহে কেবল মাত্র দুই দিন হইত, কিন্তু প্রতিবেশীমণ্ডলীর লেখা পড়ায় অধিক আগ্রহ জন্মিয়াছে দেখিয়া সুরুচি ও সুরেশচন্দ্র সপ্তাহে পাঁচ দিন কার্য্য চালাইবার সঙ্কল্প করিলেন। পাড়ার মধ্যে অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের জন্য যে পাঠগৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে বয়স্ক পুরুষদিগের রজনী বিদ্যালয় স্থানান্তারিত হইল। স্ত্রীলোক-দিগের দরজির দোকানের জন্য আর একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, সেই গৃহে স্ত্রীবিদ্যালয়ের স্থান সমাবেশ হইল। গিরিবালা নাম্নী একটী বিধবা স্ত্রীলোক ঐ পাড়ায় তাহার ভাইদের বাড়ীতে থাকিত, পাঁচ ভাইয়ের এক ভগিনী, তাহাতে আবার বাল্যকালে বিধবা হইয়াছিল, সুতরাং তাহার আদরের সীমা নাই, ভ্রাতৃবধূরাই সমস্ত কাযকর্ম্ম করে, তাহাকে তৃণ গাছি পর্য্যন্ত নাড়িতে হয় না; সে ক্রমে অত্যন্ত অকর্ম্মা হইয়া

যাইতেছিল, সুরুচি পাড়ায় আসিয়া তাহার কর্ম্মানুরক্তি জন্মাইয়া ছিলেন। তাহার যথেষ্ট অবসর থাকায় সে সুরুচির নিকট ভাল রূপে লেখা পড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। গত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় সে বাঙ্গালা ভাষা অতি সুন্দর রূপ লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে ; পাটীগণিতেও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে, হিসাব পত্রও ভাল রূপে লিখিতে শিখিয়াছে। সুরুচি তাহার হস্তে স্ত্রীবিদ্যালয়ের ভার দিলেন। দরজির দোকানের হিসাব পত্র রাখিবার ভারও তাহার উপর সমর্পিত হইল। সুরুচি দেখিলেন সংসারের কার্য্যে এবং সন্তানদিগের শিক্ষা দানে তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয় হইতেছে, সুতরাং দরজির দোকা-নের কার্য্যাদি তিনি পূর্ব্বের মত সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না, এমতাবস্থায় তাহার লাভের অংশ গ্রহণ করা তিনি উচিত বোধ করিলেন না। দরজির কার্য্যে যে দুইটী স্ত্রীলোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, সুরুচি তাহার নিজ অংশ তাহাদিগের দুইজনকে এবং গিরিবালাকে ভাগ করিয়া দিলেন। গিরিবালা উহার অর্দ্ধেক অংশ ভাগিনী হইল। বালকবালিকা-দিগের এবং বয়স্থদিগের বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত সুরেশচন্দ্র একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন ; পণ্ডিতের বেতন পাড়ার লোকেরা নিজ নিজ অবস্থানুসারে ভাগ করিয়া দিতে লাগিল।

সুরেশচন্দ্র ও সুরুচির যত্নে তাঁহাদিগের গৃহে বাঙ্গালা ভাষার অনেকগুলি গ্রন্থসংগৃহীত হইয়াছিল ; পাড়ার স্ত্রীপুরুষে তাহাই পাঠ করিত। সুরেশচন্দ্র এক দিন ভাবিলেন, "সকলেরই আপদ বিপদ আছে ; যদি আমার কখনও কোন বিপদ ঘটে, এবং এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যের যেন কোন অংশে-

কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইতে না পারে, অগ্রেই তাহার উপায় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। পাড়ার লোকেরা যত অধিক পরিমাণে আপনাদিগের উপর নির্ভর করিতে সমর্থ হইবে, তাহাদিগের পক্ষে ততই মঙ্গলের বিষয়। তাহাদিগের নিজের একটী পুস্তকালয় যাহাতে হয় সুরেশচন্দ্র সে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। অগ্নিদাহের পর তিনি যখন ঐ পল্লী পুনঃস্থাপন করেন, তখন পল্লীর মধ্যস্থলে কতকটা ভূমি সাধারণ কার্য্যের ব্যবহারার্থ রাখিয়া দিয়াছিলেন; ঐ ভূমির একাংশে পাটশালা ও দরজির দোকান ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে, অবশিষ্ট বার আনা ভূমি পড়িয়া রহিয়াছে। সুরেশচন্দ্র সুরুচির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ঐ ভূমি খণ্ডকে দু ভাগ করিয়া তাহার এক অর্দ্ধেকে পুরুষদিগের পুস্তকালয় ও প্রমোদগৃহ এবং অপর অর্দ্ধেকে স্ত্রীলোকদিগের পুস্তকালয় ও প্রমোদগৃহ নির্ম্মান করিবেন। উভয় গৃহের চতুর্দ্দিকেই নানা প্রকার সুন্দর ও সুগন্ধি পুষ্পের বাগান থাকিবে। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গেল এক হাজার টাকার কমে দুইটী গৃহ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে না; পুস্তক ও সরঞ্জাম ইত্যাদি ক্রয় করিতেও অন্যূন পাঁচ শত টাকার প্রয়োজন। সুরেশচন্দ্র এই কার্য্যের শুভফল বর্ণনা করিয়া এক খানি অনুষ্ঠান পত্র প্রস্তুত করিলেন এবং তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে এই শুভানুষ্ঠানের সহায়তার জন্য পাঁচ শত টাকা চাঁদা দিবেন অঙ্গীকার করিলেন। পাড়ার স্ত্রী পুরুষদিগের নিকট অনুষ্ঠান পত্র প্রেরিত হইল, সুরুচি ও সুরেশচন্দ্র তাহাদিগের হিতকর কার্য্যে পাঁচ শত টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন দেখিয়া পাড়ার লোকেরা এত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইল যে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে যাহার যে পরিমাণ অর্থ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল সে তাহা দিতে ক্রটি করিল না। সুরেশচন্দ্রের আশার

অতিরিক্ত ফললাভ হইল ; তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন তাহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ ব্যতীত কিঞ্চিদধিক দুই হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত টাকা সংগৃহীত হইল। যাহার যেরূপ শক্তি ছিল পাড়ার লোকেরা আবার সেই পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও গৃহ নির্ম্মাণের সাহায্য করিতে লাগিল। সকলের যত্নে অতি সুন্দর দুই খানি আটচালা গৃহ প্রস্তুত হইল। উভয় গৃহেরই ভিত্তি ও থাম ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, ত্রিবেণী হইতে জামের তক্তা আনাইয়া গৃহের চারিদিকের বেড়া তৈয়ার করা হইয়াছে, চারি দিকে প্রশস্ত দরজা ও জানালা রাখা হইয়াছে, চালায় খোলা দিয়া তদুপরি বালি ও চূণ কাম করা হইয়াছে। পাড়ার লোকে শারীরিক পরিশ্রম না করিলে হাজার টাকায় এমন বড় ও সুদৃশ্য দুই খানি গৃহ কখনই প্রস্তুত হইতে পারিত না। পাড়ার যে সকল লোক সূত্রধরের কার্য্য করে, তাহারা অবসর কালে পুস্তকাদি রাখিবার আলমারা ও গৃহ সজ্জার সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়া দিতে সম্মত হইল। তিন চারি মাসের মধ্যে সমুদায় দ্রব্য তৈয়ার হইল, তাহাতে তিন শত টাকার অধিক ব্যয় হইল না। সুরেশচন্দ্র উভয় পুস্তকালয়ের জন্য ছয় শত টাকার পুস্তক ক্রয় করিলেন। পাড়ার দপ্তরীরা পুস্তক গুলিতে ভাল কাপড়ের মলাট লাগাইয়া দিল ; তাহারা নিজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করিল না, কাপড় ও বোর্ড প্রভৃতির ব্যয় প্রায় এক শত টাকা লাগিল। সুরেশচন্দ্রের হস্তে সমগ্র ব্যয় বাদে কিঞ্চিদধিক পাঁচ শত টাকা রহিল। এই টাকা মূলধন করিয়া ইহার সুদ ও প্রতিবেশীমণ্ডলীর নিকট হইতে সংগৃহীত মাসিক চাঁদা দ্বারা ভবিষ্যতে যে সকল ভাল পুস্তক প্রকাশিত হইবে, সুরেশচন্দ্র সময়ে সময়ে তাহা ক্রয় করার সঙ্কল্প করিলেন।

বাঙ্গালা ভাষায় ভাল পুস্তকের সংখ্যা অতি অল্প বলিয়া সুরুচির মনে হঠাৎ একটী ভাব উদয় হইল। তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার পরিচিত ও আত্মীয় স্ত্রীপুরুষদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের বাঙ্গালা ভাষা ভালরূপে লিখিবার ক্ষমতা আছে, তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া সুলভ ও সুপাঠ্য গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাড়ার যে সকল স্ত্রীলোক একটু ভালরূপ লেখা পড়া শিখিয়াছিল, সুরুচি তাহাদিগকে বর্ণযোজক (কম্পোজিটার) নিযুক্ত করিয়া একটী ছাপাখানা সংস্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পাঁচ হাজার টাকা মূলধন লইয়া পুস্তক মুদ্রণ ব্যবসায় চালাইবার আয়োজন করা হইল। সুরুচি নিজে এক হাজার টাকা দিলেন এবং প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে চারি হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন। তিন হাজার টাকায় মন্ত্রাযন্ত্র অক্ষরাদি সমুদায় সামগ্রী ক্রয় করা হইল। দুই হাজার টাকা পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ার্থে রাখা হইল। যন্ত্রপরিচালক হইতে বর্ণযোজক পর্য্যন্ত যত কর্ম্মচারীর প্রয়োজন তাহার সমস্তই পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের মধ্য হইতে নিযুক্ত করা হইল। সুরুচি এ'সম্বন্ধে একটী অতি সুব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের কর্ম্মচারিণীগণ আপনাদিগের বেতন ভিন্ন যাহাতে মুদ্রাযন্ত্রের লাভের অংশ ভাগিনী হইতে পারে, তিনি তাহার উপায় করিলেন। লাভের এক চতুর্থাংশ বৎসরান্তে তাহাদিগের মধ্যে কার্য্যের পরিমাণ ও উৎকর্ষতানুসারে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে এরূপ নিয়ম করা হইল। অবশিষ্ট বার আনা অংশকে ষোল ভাগ করিয়া তাহার একভাগ পুস্তকালয় ও পাঠশালার সাহায্যার্থে রাখা হইবে, সুরুচি তিন ভাগ পাইবেন এবং অবশিষ্ট বার ভাগ অংশীদারদিগের মধ্যে তাহাদিগের নিজ নিজ

অংশানুসারে বণ্টন করা হইবে এরূপ নির্দ্ধারিত হইল। কর্ম্ম-চারিণীদিগকে লাভের অংশভাগিনী করায় ছাপাখানার কার্য্য অতি সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল; মুদ্রাযন্ত্রের লাভা-লাভের সহিত তাহাদিগের নিজ স্বার্থ সংযোজিত থাকায় তাহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। সুরুচি গ্রন্থকারদিগের সহিত এরূপ বন্দোবস্ত করিলেন যে, তাঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থের লাভ হইতে শত করা পঞ্চাশ টাকা পাইবেন। এইরূপে সুরুচি-যন্ত্র হইতে অতি সুলভ মূল্যে অনেক সৎগ্রন্থ প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। এমন সুলভ মূল্যে এতাদৃশ সৎগ্রন্থ আর কখনও প্রচারিত হয় নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

সুরেশচন্দ্র আফিসে চলিয়া গেলে পর সুরুচি সংসারের সমুদায় কায কর্ম্ম গোছাইয়া আহার করিতেন। আহারান্তে যখন বিশ্রাম করিতেন, তখন সন্তানদিগের সহিত নানা প্রকার আমোদ পরিহাসে রত হইতেন। তাহার পরে তাহাদিগের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। সুরেশচন্দ্রের ফিরিয়া আসিবার অন্যূন এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাদিগকে অবসর দিয়া জলযোগের আয়োজনাদি করিতেন। সন্তানদিগকে জলযোগ করাইয়া তাহাদিগের বেশ ভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে পর জননীর সহিত আর তাহাদিগের সংশ্রব থাকিত না, তাহারা কখনও খেলিতে কখনও বেড়াইতে যাইত। স্বামী ক্লান্ত হইয়া গৃহে আসিলে সুরুচি তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন; সেই সময়ে কখনও তিনি সন্তানদিগকে আপনার নিকটে আসিতে দিতেন না। অল্প বয়সেই তাহাদিগের এরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে,

সে সময়টুকু তাহাদিগের প্রাপ্য নহে। সুরুচির এই সুব্যবস্থা যদি প্রত্যেক গৃহে অবলম্বিত হইত, তাহা হইলে অনেক হত-ভাগ্য স্বামীর নিকট গৃহ অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হইতনা; তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্তানবর্গের উৎপাতে গৃহে শান্তিসুখ না পাইয়া অন্যত্র সুখের আশায় ভ্রমণ করিতেন না। সন্তান জন্মিবার পর সুরুচি ও সুরেশচন্দ্রের দাম্পত্য বন্ধন শিথিল হয় নাই, বরং তাঁহাদিগের প্রেম আরও মধুর হইয়াছে, গুরুতর দায়িত্ব জ্ঞান তাঁহাদিগকে আরও একীভূত করিয়াছে, এখন পরস্পরে পরামর্শ না করিয়া তাঁহারা প্রায় কোন কাযই করেন না। সুরুচি অবসরাভাবেই দরজির দোকানের সহিত আত্ম সংশ্রব পরিত্যাগ করেন। তৎপরে আবার যখন ছাপাখানা সংস্থাপন করিলেন, তখন তিনি রমেশ ও যোগেশকে অধ্যয়নার্থ বিদ্যালয়ে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

রমেশের বয়স যখন তের বৎসর নয় মাস এবং যোগেশের বয়স সাড়ে এগার বৎসর তখন তাহারা দুই ভাইয়ে স্কুলে প্রবেশ করিল। রমেশ দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং যোগেশ তৃতীয় শ্রেণীতে গৃহীত হইল। তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ রূপে ইংরাজি ভাষা বলিতে দেখিয়া শিক্ষকগণ কিছু বিস্মিত হইলেন এবং তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া নানা বিষয়ে তাহাদিগের অভিজ্ঞতা দর্শনে সে বিস্ময় আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তৎপরে শিক্ষকগণ যখন শুনিলেন তাহারা পূর্ব্বে কোন বিদ্যালয়ে পাঠ করে নাই, জননীর নিকটে এই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। রমেশ ও যোগেশ তাহাদিগের নিজ নিজ শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য হইল। তাহারা যে পরিমাণ মানসিক পরিশ্রম করিয়া থাকে, শারীরিক পরিশ্রম তাহা অপেক্ষা অল্প করে না। রমেশ

প্রতিদিন পাড়ার কর্ম্মকারের ও সূত্রধরের দোকানে যাইয়া কামারের ও সুতারের কায শিখিয়া থাকে। এই সকল কায শিখিতে তাহার বিলক্ষণ আমোদ ও আগ্রহ বোধ হয়। রমেশ যখন প্রথমে এই সকল কায শিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তখন পাড়ার কর্ম্মকার ও সূত্রধরেরা তাহার পিতার সম্মতি ভিন্ন তাহাকে উহা শিখাইতে সম্মত হয় নাই। রমেশ সুরেশ-চন্দ্রকে বলিয়া তাহার সম্মতিগ্রহণ করে এবং তৎপরে উক্ত উভয় কার্য্য শিখিতে প্রবৃত্ত হয়। যোগেশের ঐ রূপ কার্য্যে বড় প্রবৃত্তি নাই; নানা প্রকার খেলায় তাহার বিলক্ষণ আগ্রহ, সে বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতিশয় উৎসাহের সহিত খেলা করে। সুরেশচন্দ্রের গৃহে রসায়ন বিদ্যা শিখিবার উপযোগী নানাবিধ গ্রন্থ এবং যন্ত্রাদি ও তাহার উপকরণ সামগ্রী ছিল; সুরেশচন্দ্রের রসায়ন শাস্ত্রে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল, তিনি অবসরকাল তাহার আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। সুরেশচন্দ্র যে সকল রাসায়-নিক ক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, যোগেশ তাহা দেখিতে ভালবাসিত। যোগেশের আগ্রহ দেখিয়া সুরেশচন্দ্র তাহাকে নিজের সহকারী নিযুক্ত করিলেন। কি রূপে সামান্য সামান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, পিতার সহকারী হইয়া যোগেশ তাহার অনেক গুলি শিখিতে সমর্থ হইল। সে প্রতিবেশী বালক বালিকাদিগের নিকট সেই সকল প্রক্রিয়া করিয়া তাহাদিগের বিস্ময়োৎপাদন করিতে লাগিল। এইরূপে রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়নে তাহার অতিশয় অনুরাগ জন্মিল। নানা প্রকার শিল্প কার্য্যে রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞান কিরূপে ব্যবহার হয় তৎসম্বন্ধে সুরেশচন্দ্রের নিকট অনেকগুলি গ্রন্থ ছিল, যোগেশ তাহার এক খানি গ্রন্থ দেখিয়া উত্তম কালি প্রস্তুত করিতে শিখিল। তাহার তৈয়ারি কালি সে সমপাঠী-

দিগকে ব্যবহার করিতে দিল, ক্রমে তাহার প্রস্তুত করা কালির কথা শিক্ষকগণ অবগত হইলেন। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বিদ্যালয়ে যে কালি ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার অপেক্ষা তাহার কালি বড় নিকৃষ্ট নহে, অথচ তাহার মূল্য অনেক কম। সুতরাং যোগেশকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য শিক্ষকেরা তাহার কালি বিদ্যালয়ে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ছাত্রমণ্ডলীও ঐ কালিই ক্রয় করিতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য বিদ্যালয়েও যোগেশের কালি ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইল। কালি তৈয়ার করিবার কার্য্যে শ্যামা যোগেশের সহকারিণী হইল। পঠদ্দশায়ই যোগেশের ইহা একটী লাভের ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইল।

যোগেশের অর্থোপার্জ্জন হইতেছে দেখিয়া রমেশেরও অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্খা জন্মিল। সে কাঠের বাক্স কলমদান ও আলনা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। কিছু দিন পরে কর্ম্মকারের কার্য্যে রমেশচন্দ্রের কিঞ্চিৎ দক্ষতা জন্মিলে সে এমন সুন্দর ছুরি ও কাঁচি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইল যে, তাহা দেখিয়া অনেকেই তাহা ক্রয় করিতে সম্মত হইল। এইরূপে রমেশের লাভের ব্যবসায় উন্মুক্ত হইল। তাহারা দুই ভাইয়ে যে টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল, সুরেশচন্দ্র তাহা দুই নামে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিয়া সেবিংস্ ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিতে লাগিলেন।

ষোল বৎসর বয়ঃক্রমের সময় রমেশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইল। যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া নিজের অর্জ্জিত বিদ্যা কার্য্যে পরিণত করা রমেশচন্দ্রের ইচ্ছা; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এরূপ বিদ্যালয় তখন কলিকাতায় ছিলনা। সুরেশচন্দ্র তাহাকে

আপাততঃ এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। রমেশ তথায় প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু কেবল স্থপতি বিদ্যা শিক্ষা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে এমন সময়ে শুনিতে পাইল রুরকী-কলেজে তাহার অভীপ্সিত বিদ্যা শিক্ষা করিবার সুযোগ আছে; সে পিতার সম্মতি লইয়া অধ্যয়নার্থ তথায় গমন করিল। তাহার বৃত্তির টাকা ভিন্ন সুরেশচন্দ্র তাহার ব্যয়ার্থে প্রতি মাসে কুড়ি টাকা পাঠাইতে লাগিলেন।

যোগেশ পনর বৎসর বয়সে বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দানের উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছে; কিন্তু ষোল বৎসর বয়সের ন্যূনে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দানের রীতি ছিল না। সুতরাং যোগেশকে তাহাদিগের বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে বাধ্য হইয়া আর এক বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইত। সুরেশচন্দ্র ইহা ভাল মনে করিলেন না; এই এক বৎসরের মধ্যে যোগেশ যাহাতে কোন অতিরিক্ত বিষয় শিক্ষা করিতে পারে তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। রসায়ন শাস্ত্রে রীতিপূর্ব্বক শিক্ষালাভ করা যোগেশের বহু দিনের অভিলাষ, সুরেশচন্দ্র তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ উদ্দেশে তাহাকে মেডিকেল কলেজে রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মেডিকেল কলেজে এই একটী সুনিয়ম আছে যে, চল্লিশ টাকা দিলেই কোন এক বিষয়ে এক বৎসর কাল উপদেশ শ্রবণ করা যাইতে পারে। রসায়ন শাস্ত্রে যোগেশের পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ দৃষ্টি ছিল, তদ্ভিন্ন তাহার উক্ত বিষয় শিক্ষার বিশেষ আগ্রহ থাকাতে সে অধ্যাপকের উপদেশ বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করিল। একজন পঞ্চদশ বৎসরের বালকের শিক্ষা নৈপুণ্য দেখিয়া অধ্যাপক প্রীত হইলেন। তিনি রাসায়-

নিক যন্ত্রগৃহে যে সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখেন, যোগেশ তাহা দেখিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া অনুমতি প্রাপ্ত হইল। ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় যোগেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইল এবং বৃত্তি লাভ করিল। কিন্তু সে রীতিপূর্ব্বক সমস্ত বিষয় কলেজে অধ্যয়ন না করিয়া কেবল রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষা করিবে বলিয়া বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। যোগেশ এখন মেডিকেল কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজ উভয় স্থানেই রসায়ন শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে সে আরও দুই বৎসর কাল কলেজে পড়িল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক এক দিবস উপদেশ স্থলে বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে এখনও যেরূপ পাকা রঙ্ প্রস্তুত হয়, ইউরোপে রসায়ন বিদ্যার এত উন্নতি সত্ত্বেও তেমন পাকা রঙ্ ইউরোপীয়েরা প্রস্তুত করিতে পারিতেছেন না। এই কথা যোগেশের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়; সে পঠদ্দশায়ই গিরিবালার দেবরের কাপড় রঙ্ করার দোকানে যাইয়া বস্ত্রাদি রঙ করিবার প্রণালী পরীক্ষা করিত। এমন কি পঠদ্দশায়ই অধ্যাপকের উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া সে কাল রঙ পাকা করিতে শিখিল। গিরিবালার দেবর যোগেশের উপদেশ মতে কার্য্য করিয়া স্বব্যবসায়ীদিগের অপেক্ষা অধিক লাভ করিতে সমর্থ হইল। যোগেশ কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ করতঃ বিবিধ রঙ্ প্রস্তুত করিবার নানা প্রকার প্রণালী শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইল। সুরেশচন্দ্র সন্তানের এই শুভ ইচ্ছায় প্রতিরোধ করিতে বিরত হইলেন। পিতৃ মাতৃ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া যোগেশচন্দ্র অভিলষিত কার্য্য শিক্ষার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

যখন যোগেশ বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, তখন সুর-

মার বয়স ষোল এবং সুষমার বয়স চৌদ্দ বৎসর। তাহারা এত দিন জননীর নিকটে লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছিল; বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহাদিগের সুন্দর অধিকার জন্মিয়াছে। ইংরেজি ভাষাও এক প্রকার মন্দ শিক্ষা হয় নাই, পরিশুদ্ধ রূপে কথা বার্ত্তা কহিবার শক্তি জন্মিয়াছে। সুরেশচন্দ্রের মুনিব আরবথনাট সাহেব সুরেশচন্দ্র ও তাঁহার পরিবারবর্গকে নিজ গৃহে কখনও কখনও নিমন্ত্রণ করিতেন। সুরুচির কন্যাদিগের শিক্ষার কি রূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, আররথনাট সাহেবের সহধর্ম্মিণী এক দিন কথা প্রসঙ্গে তাহা জানিতে চাহিলেন। সুরেশচন্দ্র তদুত্তরে জানাইলেন, এ পর্য্যন্ত সুরুচিই তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, বয়স্থা কুল-কন্যাদিগের শিক্ষার জন্য কোন ভাল বিদ্যালয় নাই বলিয়া তাঁহারা নিজ কন্যাদিগের শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারিতেছেন না। বিবি আরবথনাট বলিলেন, "সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে একটী অতি সুশিক্ষিত রমণী কলিকাতায় আসিয়াছেন, নানা শাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ পারিদর্শিতা আছে, বিশেষতঃ তিনি চিত্রবিদ্যায় অতি সুদক্ষা ; তিনি নিজ গৃহে কতিপয় ছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন ; প্রত্যেক ছাত্রীর বেতন মাসিক কুড়ি টাকা করিয়া দিতে হইবে, আমরা মনে করিয়াছি, আমাদিগের সর্ব্ব কনিষ্ঠ কন্যাদ্বয়কে তথায় পাঠাইব। যদি আপনাদিগের অভিপ্রায় হয়, সুরমা ও সুষমাকে তথায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।" সুরেশচন্দ্র বিবি আরবথনাটকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি অনুগ্রহ পুর্ব্বক এই বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সুরেশচন্দ্রের কথানুসারে বিবি আরবথনাট সুরমার ও সুষমার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। তাহারা কুমারী এণ্ডার্সনের ছাত্রীরূপে গৃহীত হইল। সুরুচি পাকাদির প্রক্রিয়া কন্যাদিগকে পুর্ব্বেই শিক্ষা

দিয়াছিলেন, এখন হইতে নিয়ম করিয়া দিলেন, তাহারা বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিদিন রাত্রিযোগে পালা করিয়া রন্ধন করিবে। সুষমা বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও সুরমা অপেক্ষা রন্ধন কার্য্যে তাহার অধিকতর দক্ষতা জন্মিল। সুরমা সাহিত্য শাস্ত্র ও চিত্র বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সুষমার চিত্র বিদ্যায় তেমন অনুরাগ নাই; কুমারী এণ্ডার্সন উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও দেহতত্ত্ব সুন্দররূপ জানিতেন, সুষমা তাঁহার নিকট উহা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমান্বয়ে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া তাহার ঐ সকল শাস্ত্রে কিঞ্চিত প্রবেশাধিকার জন্মিল। তাহার ইচ্ছা সে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দেশের স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হয়; কিন্তু তখন চিকিৎসা শাস্ত্র শিখিবার কোন সুযোগই ছিল না, সুতরাং তাহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা তাহাকে হৃদয়েই গোপন করিয়া রাখিতে হইল। এমন সময়ে সুষমা এক দিন সংবাদ পত্রে পাঠ করিল, আমেরিকা হইতে চিকিৎসা শাস্ত্রে উপাধি প্রাপ্ত একটী মহিলা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে সম্প্রতি আসিয়াছেন, তিনি বিজ্ঞাপন দিয়াছেন অন্যূন দ্বাদশটী ছাত্রী পাইলে একটী চিকিৎসা বিদ্যালয় খুলিবেন। তখন সুষমা আপনার মনের ভাব আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিল না। জননীর নিকট সমুদায় কথা খুলিয়া বলিল। কন্যার সাধু সঙ্কল্পে বাধা দেওয়া সুরুচির প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কিন্তু এমন অল্প বয়স্কা কন্যাকে দূরস্থানে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বিজাতীয় অপরিচিত লোকের নিকট পাঠাইতেও সাহস হইতেছিল না। এমতাবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য সুরুচি তাহার কিছু অবধারণ করিতে না পারিয়া সুষমাকে বলিলেন, "তোমার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া

এবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবে। যদি তথায় তোমাকে পাঠাইয়া দেওয়া সুবিধাজনক হয়, তাহা হইলে তোমার সাধু সঙ্কল্প সাধনের সহায়তা করিতে আমাদিগের কাহারও আপত্তি হইবে না।” সায়ংকালে সুরুচি ও সুরেশচন্দ্র শকটারোহণে যখন ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন, তখন সুরুচি সুষমার কথা উপস্থিত করিলেন। যে সকল কারণে সুষমার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে সুরুচির সাহস হইতেছিল না, সুরেশচন্দ্রের মনেও সেই সকল কারণ উদয় হইল। তবে তিনি এই কথা বলিলেন যে, যে নগরে চিকিৎসা বিদ্যালয় সংস্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে, তথায় তাঁহার এক জন বন্ধু আছেন, তিনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া সমস্ত বিবরণ জানিবেন। পর দিবস পত্র লেখা হইল, এবং যথা সময়ে তাহার উত্তর আসিল। সেই বন্ধু ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই পত্র লিখিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের সহিতই স্ত্রী-ডাক্তারের পরিচয় ছিল, তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে এই লিখিলেন যে, তিনি অতিশয় ভাল মানুষ এবং চিকিৎসাকার্য্যে বিশেষ সুনিপুণা। সুষমা যদি তথায় যায়,তাহা হইলে তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে আহ্লাদের সহিত সর্ব্বদা তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন এবং সময়ে সময়ে নিজগৃহে আনিয়া আপনার কন্যার ন্যায় যত্ন করিবেন। এই পত্র প্রাপ্তির পর সুষমাকে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করা অবধারিত হইল। সুরেশচন্দ্র তাহাকে তথায় রাখিয়া আসিবেন,সুতরং তিনি এক মাসের বিদায় প্রার্থনা করিলেন এবং বিদায় প্রাপ্ত হইলে পর সুষমাকে সঙ্গে করিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সুরেশচন্দ্রের এই প্রথম যাত্রা; সুতরাং তিনি সুষমাকে যথা স্থানে রাখিয়া উক্ত প্রদেশের প্রধান প্রধান নগর পরিদর্শন করিবেন, গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সময়েই এইরূপ কামনা

করিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগের গন্তব্য স্থানে পঁহুছিয়া প্রথমে বন্ধুর গৃহে অতিথি হইলেন। তৎপরে বিবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুষমা ও সুরেশচন্দ্র উভয়েই তাঁহার ভদ্রতা ও সৎপ্রকৃতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। সপ্তদশ বর্ষের প্রারম্ভে সুষমা চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল; তাহাকে তিন বৎসরকাল নিয়মিত রূপে অধ্যয়ন করিতে হইবে। সুরেশচন্দ্র বন্ধুর গৃহে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া অন্যান্য নগর দর্শনে বহির্গত হইলেন। তিনি সুষমার নিকট হইতে বিদায় লইবার কালে বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে পিতার বক্ষে মস্তক রাখিয়া অনেকক্ষণ ক্রন্দন করিল; সুরেশচন্দ্রও অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। গৃহ হইতে বিদায় হইবারকালে সুষমার যত না কষ্ট হইয়াছিল, এখন ততোধিক কষ্ট হইল। এত দিন সঙ্গে পিতা ছিলেন, সেই হেতু তাহার কষ্টের কতক লাঘব হইয়াছিল; এখন পিতাও চলিলেন, এই দূরস্থানে একাকিনী বাসের কষ্ট তখন পূর্ণ-মাত্রায় তাহার হৃদয়ে উপস্থিত হইল। সুরেশচন্দ্র অনেক প্রবোধ দিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিয়া বিদায় হইলেন। ছুটি শেষ হইবার দুই দিবস পূর্ব্বে সুরেশচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সুরুচি, সুরমা, দীনেশ, বিমলা প্রভৃতিকে সুষমার সম্বন্ধে নানা কথা অনবরত বলিতেই এই দুই দিবস এক প্রকার গত হইয়া গেল। তৃতীয় দিবসে সুরেশচন্দ্র পুনরায় আফিসের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।"

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, সুখ দুঃখের চক্রবৎ পরিবর্ত্তন হই-তেছে। চির সুখ কাহারও অদৃষ্টে নাই, আজ যাহার সুখ, কাল তাহার দুঃখ। আবার দুঃখও চিরস্থায়ী নহে; দুঃখের পরও সুখ আছে। বাল্যকাল অতিক্রম করার পর সুরুচি ও সুরেশ-চন্দ্রের দুঃখের সহিত আর পরিচয় হয় নাই। এত দিন তাঁহারা সুখে দিন অতিবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু এখন দুঃখের দিন আসিল। সুরেশচন্দ্র যে কুটীর নির্ম্মাণ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার প্রথম বিপদের কারণ হইল। তিনি এক মুসলমানের নিকট হইতে জমি ক্রয় করিয়া তদুপরি অনেকগুলি সুদৃশ্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিছুদিন পরে প্রকাশ পাইল, সেই ভুমির অন্য উত্তরাধিকারী আছে। সুরেশ-চন্দ্র তাহাদিগের সহিত ঘরাও নিষ্পত্তি করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল না। আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল, সুরেশচন্দ্র মোকদ্দমায় পরাস্ত হইলেন, ইহাতে দশসহস্র টাকা ক্ষতি হইল। অন্য অংশীদারদিগের নিকট হইতে ক্ষতির অংশ গ্রহণ করিলে সুরেশচন্দ্রের নিজের ক্ষতি তিন সহস্র টাকার অধিক হইত না। কিন্তু তিনি অপর অংশী-দারদিগকে ক্ষতির ভাগী করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি দেখিলেন, এ বিপদ তাঁহার নিজের অসাবধানতাবশতই ঘটি-য়াছে, সুতরাং তিনি স্বয়ংই সমগ্র ক্ষতি সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। অনেকগুলি অল্প আয়বান লোককে বিপন্ন করা অপেক্ষা একাকী সেই বিপদভার বহন করা তিনি শ্রেয়ঃ মনে

করিলেন। তাঁহার প্রতিবেশীমণ্ডলী এই বিপদের কথা জানিতে পারিলে তাহারাও তাহার অংশ ভাগী হইতে চাহিবে, এই কথা মনে করিয়া তিনি তাহাদিগকে এ বিপদের কোন সংবাদই দিলেন না। কুটীর নির্ম্মাণ ব্যবসায় আর চালাইবার তাঁহার সুযোগ হইবে না, এই বলিয়া তিনি তাহাদিগের নিজ নিজ অংশের টাকা প্রত্যর্পণ করিলেন। দশজনকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা নিজে বিপন্ন হইয়াছেন, এই ভাবিয়া সুরুচি ও সুরেশচন্দ্র বর্ত্তমান বিপদে কিছুমাত্র কাতর হইলেন না। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে যে এই শুভবুদ্ধি দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপহার দিলেন।

ইংরেজ-কবিকুলতিলক সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন, মানুষের বিপদ যখন আসে, তখন সে একাকী আসে না, দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া থাকে। সুরেশচন্দ্র কেবল এক বিপদে বিপন্ন হইলেন না। তাঁহার ধন সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহাত প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে, সম্বলের মধ্যে কেবল চাকুরীটী ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে বিলাত হইতে এক দিন তারযোগে সংবাদ আসিল আর-বথ্‌নাট কোম্পানির নূতন ব্যবসায়ের টাকা যে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল; সেই ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়াছে, কোম্পানির অনেক টাকা নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা নূতন ব্যবসায় বন্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র আফিসে যাইয়া এই সংবাদ পাইলেন, তাঁহার শিরে যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু তিনি অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের নিকটে আপনার মনের বেগ প্রকাশ হইতে দিলেন না; মনের দুঃখ মনেই গোপন করিয়া রাখিলেন। বেগবতী স্রোতকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া কতক্ষণ রাখা যায়? সে পুনরায় যখন নির্গমনপথ প্রাপ্ত হয়, তখন শত গুণ বেগে বহির্গত হইয়া থাকে। সুরেশচন্দ্র যখন গৃহে ফিরিয়া

আসিলেন, তাঁহার হৃদয়ের প্রতিরুদ্ধ বেগ তখন শতধারে বহির্গত হইল। তিনি অবিলম্বে বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন, এবং উপাধানের অন্তরালে মুখমণ্ডল লুকাইলেন, অশ্রুজলে আস্তরণ সিক্ত হইতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র আজ অসময়ে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন, সুরুচি তখন ছাপাখানায় ছিলেন, শ্যামা তথায় যাইয়া সুরেশচন্দ্রের আগমন বার্ত্তা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল। সুরুচি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে স্তম্ভিত হইলেন; তিনি সুরেশচন্দ্রের তেমন অবস্থা আর কখনও দেখেন নাই। তাঁহার হস্তপদ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি শয্যার পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহার দুই পুত্র, এক কন্যা বিদেশে; সন্তানের অমঙ্গল চিন্তা অগ্রে জননীর মনে উদয় হয়, সন্তানবৎসলা সুরুচির মনেও সেই চিন্তার উদয় হইল; সেই কারণেই তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া গেল, হস্তপদ কাঁপিতে লাগিল, তিনি সাহস করিয়া স্বামীর সম্মুখীন হইতে পারিলেন না, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না কি হইয়াছে? তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় কিছুকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। হঠাৎ একটী শব্দ হইল, সুরেশচন্দ্র মুখোত্তোলন করিয়া দেখিলেন, সুরুচি ভূতলে পড়িয়া গিয়াছেন; তখন সুরেশচন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে আগুলিয়া তুলিলেন এবং তাঁহার মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন চেতনা রহিত। তখন বারম্বার মুখে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন; কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ চেতনা জন্মিল; মুখ হইতে প্রথম কথা বহির্গত হইল, "বল, কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমি কোন্ রত্ন হারাইয়াছি।" সুরুচি বুঝিয়াছিলেন, সামান্য বাতবিক্ষোভে গভীর সমুদ্রের জল আন্দোলিত হয় নাই, সুরেশচন্দ্রের প্রশান্ত হৃদয় সামান্য বিপদে এত চঞ্চল হয় নাই। কিন্তু সুরেশচন্দ্র

যখন বলিলেন, তিনি সন্তানদিগের কোন অমঙ্গল সমাচার প্রাপ্ত হন নাই, তখন মায়ের অস্থির প্রাণ কিঞ্চিৎ শান্ত হইল। সুরেশচন্দ্র তাঁহাকে আগুলিয়া শয্যায় তুলিলেন। তখন সুরুচি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সামান্য বিপদে তুমি কখনও এমন অধীর হও নাই, বল, তবে কি হইয়াছে?" সুরেশচন্দ্র উত্তর দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল; কিয়ৎকাল পরে সুরুচির মস্তক নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, "সুর, এতকালের উপার্জ্জিত যে কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহাত অগ্রেই বিনষ্ট হইয়াছে, শেষ অবলম্বন যে চাকুরী ছিল, এখন তাহাও গেল," এই বলিয়া সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করিলেন। সুরুচি এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া তেমন অধীর হইলেন না, শান্তভাবে বলিলেন, "বিপদ গুরুতর বটে, কিন্তু ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক; তুমি এত অধীর হইওনা; তিনি মঙ্গলময় এ বিপদের মূলেও তাঁহার কোন গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় নিহিত আছে।" সুরেশচন্দ্রের হৃদয়ের আকুলতা তখনও দূর হয় নাই, তিনি বলিলেন, "আমি আপনার জন্য এত অধীর হই নাই, দরিদ্রতার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা সহ্য করা আমার অভ্যাস আছে; কিন্তু তোমরা কেমন করিয়া সে যন্ত্রণা সহ্য করিবে, আমি তাহা ভাবিয়াই এত আকুল হইয়াছি।" সুরেশচন্দ্রের কথায় সুরুচির মনে একটু অভিমান জন্মিল; তিনি দুঃখ যন্ত্রণা বিপদের ভার স্বামীরন্যায় তুল্যরূপে বহন করিতে সমর্থ, তাঁহার প্রতি এ বিশ্বাস সুরেশচন্দ্রের বুঝি কখনও জন্মে নাই, এই ভাবিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন; তাঁহার নয়নযুগলে জলধারা নির্গত হইল। তিনি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না, "দুঃখ দারিদ্র্য সহ্য করা কেবল কি তোমারই অভ্যাস, আমার কি সে অভ্যাস নাই? আমি দরিদ্রের কন্যা, ধনীর গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছি বলিয়া কি দারিদ্র্য

যন্ত্রণা ভোগ করিতে অসমর্থ? ভগবান যদি সহায় থাকেন, দেখিব আমি এ বিপদ ভার প্রফুল্ল চিত্তে বহন করিতে পারি কি না?" সুরেশচন্দ্র কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন; তিনি মনের আবেগে যাহা বলিয়াছিলেন, সুরুচির হৃদয়ে তাহাতে আঘাত লাগিবে, তিনি তাহা মনে করিয়াছিলেন না। যাহা হউক তিনি অনতিবিলম্বে সুরুচির অভিমান দূর করিতে সমর্থ হইলেন। তখন কি করা কর্ত্তব্য স্বামী স্ত্রীতে তাহাই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সুরুচি বলিলেন, "আমাদিগকে এখন বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী সমুদায় বন্দোবস্ত করিতে হইবে। নগরের বহির্ভাগে আমাদিগের যে ক্ষুদ্র বাগান বাড়ী আছে, তথায় যাইয়া বাস করিতে হইবে। এই বাড়ী ভাড়া দিলে ষাট সত্তর টাকা মাসিক ভাড়া পাওয়া যাইবে; তদ্ব্যতীত ছাপাখানায়ও মাসিক ত্রিশ চল্লিশ টাকা আয় হইয়া থাকে, বাগান বাড়ীতে থাকিলে এই একশত টাকা মাসিক আয়ে যথেষ্ট হইবে।" সুরেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "বাগানের গৃহ যেরূপ ক্ষুদ্র তাহাতে আমাদিগের স্থান সমাবেশ হইবে কেন? সুষমার অধ্যয়নকাল শীঘ্রই শেষ হইবে, সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে তাহার থাকিবার স্থান চাই। তথায় কেবল মাত্র তিনটী কামরা, একটী সুরমার, একটী দীনেশের এবং অপরটী আমাদিগের শয্যা গৃহ হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত একটী বসিবার ঘর এবং সুষমার শয্যা গৃহ চাই, তাহার বন্দোবস্ত কিরূপে হইবে।" সুরুচি বলিলেন, "যখন যেরূপ অবস্থা তদনুসারেই চলিতে হইবে। দীনেশের গৃহে বসিবার স্থান করা যাইবে। সুষমা ফিরিয়া আসিলে পর তাহারা দুই ভগিনী এক কামরায় শয়ন করিবে।" সুরেশচন্দ্র এ প্রস্তাব মন্দ বোধ করিলেন না। সুরুচির ভাবী গৃহ প্রকৃত কুটীর; সুরেশচন্দ্র প্রতিবেশীমণ্ডলীর প্রমোদ গৃহ ও পুস্তকালয় যে সকল উপাদানে ও যে প্রণালীতে

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বাগানের গৃহও ঠিক সেই সকল উপা-দানে এবং অবিকল সেই প্রণালীতে নির্ম্মিত। বাগানে এক খানি স্বতন্ত্র পাকের ঘরও আছে, কিন্তু বিমলা ও শ্যামার থাকিবার কোন বন্দোবস্ত নাই, এবং গোশালাও নাই। সুতরাং তাহার নিমিত্ত স্বতন্ত্র দুই খানি ঘর করা আবশ্যক। যত দিন সেই ঘর প্রস্তুত না হয়, সুরেশচন্দ্র তত দিন সহরের বাড়ীতেই থাকা সঙ্কল্প করিলেন। এদিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে, সুরুচির কুটীর ভাড়া দেওয়া হইবে। সুরেশচন্দ্রের এপাড়ায় আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিবেশীমণ্ডলী এমন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন অব-স্থায় থাকিত যে, সেই সময়ে বিজ্ঞাপন দিলে অতি অল্প লোকেই এমন কুস্থানে বাড়ী ভাড়া করিতে প্রস্তুত হইত। কিন্তু এখন আর সুরেশচন্দ্রের পাড়ার সে কলঙ্ক নাই, ইংরেজ পল্লী ভিন্ন এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাঙ্গালী পল্লী কলিকাতার সহরে আর দ্বিতীয়টী নাই। সুতরাং অনেক লোকে সুরুচির কুটীর ভাড়া করিতে আসিল। সুরেশচন্দ্র তাঁহার পরিচিত একজন ভদ্র-লোককে সত্তর টাকা মাসিক ভাড়ায় বাড়ীটী ভাড়া দিতে সম্মত হইলেন; এই ভাড়া হইতে সমস্ত টেক্স সুরেশচন্দ্রকে দিতে হইবে, ইহা অবধারিত হইল। কেহ কেহ আশি টাকা ভাড়া ও সমস্ত টেক্স দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অপরিচিত লোক বলিয়া সুরেশচন্দ্র তাঁহাদিগের কাহাকেও ভাড়া দিতে সম্মত হইলেন না। অপরিচিত প্রতিবেশী পাছে পাড়ার লোক-দিগের কোন প্রকার উপদ্রবের কারণ হন, এই ভাবিয়া সুরেশ-চন্দ্র আত্মক্ষতি স্বীকার করিলেন; তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় মাসিক ষোল সতর টাকা ক্ষতি স্বীকার করা বড় সামান্য ত্যাগস্বীকার নহে। সুরেশচন্দ্র তাঁহার ভাড়াটিয়ার সহিত বন্দোবস্ত করিলেন, তিনি এক মাসের পর বাগানবাড়ীতে উঠিয়া যাইবেন।

এই সময়ে দীনেশের বয়স প্রায় ষোল বৎসর, সে দুই বৎসর পূর্ব্বে স্কুলে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে। বৈশাখ মাসের নিদারুণ গ্রীষ্মের সময় একদিন দীনেশ স্কুল হইতে শীঘ্র ফিরিয়া আসিল; সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "দীনেশ তোমার কি হইয়াছে, এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিলে কেন?" দীনেশ উত্তর করিল, "আমার শরীরে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে, মাথা ঘুরিতেছে।" সুরমা জননীকে সংবাদ দিল; সুরুচি আসিয়া দীনেশের গায়ের জামা খুলিলেন, তখন যাহা দেখিলেন, তাহাতে সুরুচির শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি সুরমাকে বলিলেন, "তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই, তোমার বাবাকে পাঠাইয়া দাও।" সুরেশচন্দ্র আসিয়া দেখিলেন, সুরুচি যাহা মনে করিয়াছেন, তাহাই ঘটিয়াছে, দীনেশের বসন্ত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মদাস বাবুর নিকট লোক পাঠান হইল; তিনি আসিয়া দীনেশের সমস্ত শরীর ভাল রূপে পরীক্ষা করিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখে যেন ক্রমেই নিরাশার চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন দেখিলেন?" ধর্ম্মদাস বাবু উত্তর করিলেন, "বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, রোগের অবস্থা কঠিন বোধ হইতেছে। ঔষধের যেরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা আমি করিতেছি, তোমরা কিছু গঁদ, একটু মধু, আর কতকটা প্রদীপের কালি আনিয়া তাহা একত্রে মিশ্রিত কর, তৎপরে উহা পাখীর পালকে লইয়া প্রত্যেক বসন্তের উপর লাগাইয়া দাও। আলোকে বসন্ত রোগের বৃদ্ধি হয় সুতরাং এই প্রলেপ তাহার প্রকোপ কতক পরিমাণে নিবারণ করিয়া থাকে। ঘর সর্ব্বদা অন্ধকার করিয়া রাখিবে, অথচ যাহাতে শীতল পরিশুদ্ধ বাতাস গমনাগমনের কোন ব্যাঘাত না হয়, তাহার উপায় করিবে। ভাল

বাতাস বসন্ত রোগীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।" ধর্ম্মদাস বাবুর সুচিকিৎসায় রোগের প্রকোপ তেমন বৃদ্ধি পাইতে পারিল না। কিন্তু যে নিদারুণ ব্যাধি দীনেশকে আক্রমণ করিয়াছে তাহা হইতে তাহার রক্ষা প্রাপ্ত হওয়া কঠিন বোধ হইতে লাগিল। দীনেশের পীড়ার প্রথম দিবসেই সুষমার পত্র আসিয়াছিল যে, তাহাদিগের পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, সে পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে; তাহাদিগের শিক্ষয়িত্রী তিন চারি দিবসের মধ্যে কলিকাতায় যাইবেন, সে তাঁহার সঙ্গে বাড়ী আসিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। দীনেশের পীড়ার চতুর্থ দিবসে সুষমা বাড়ী পঁহুছিল। তিন বৎসর পরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সুষমা পরিবারবর্গের যে প্রসন্ন মুখ দর্শন করিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে সকলের মুখেই বিষণ্ণতার চিহ্ন দেখিতে পাইল। দীনেশের পীড়া বৃদ্ধি পাইয়াছে; সুষমা তাহাকে দেখিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিল, আর তথা হইতে উঠিল না, তাহার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সুরুচি ও সুরেশচন্দ্র অনেক বার নিষেধ করিলেন, কিন্তু সুষমা সাশ্রু লোচনে বিনয় বচনে বার বার বলিতে লাগিল, "আমাকে কৃপা করিয়া এ অধিকার দিন্, প্রাণের ভাই দীনেশচন্দ্রের শুশ্রূষা করিতে না পারিলে আমি হৃদয়ে দারুণ ক্লেশ পাইব। তাহার শুশ্রূষা করিতে যাইয়া যদি আমার মৃত্যুও হয়, তাহা আমার আনন্দের কারণ হইবে।" পিতা মাতা আর তাহাকে বারণ করিতে পারিলেন না। দীনেশের কথা কহিবার আর শক্তি নাই, সে সুষমার মুখ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, দর দর ধারে দুনয়নে জলধারা বাহির হইতে লাগিল। সুষমা এদৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া লইল, তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, বরিবার

প্লাবনের ন্যায় দুনয়নে অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল ; দীনেশ যেন ইহা টের না পায় এই জন্য সুষমা অঞ্চলে নয়ন জল মুছিয়া ফেলিতে লাগিল। সুরমা বাহিরে থাকিয়া ঔষধ পথ্য প্রভৃতির আয়োজন করিতে লাগিল। চতুর্থ রাত্রিতে রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ধর্ম্মদাস বাবু আসিয়া দেখিলেন আর রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা নাই। সুরেশচন্দ্র ও সুরুচি অগ্রেই এই নিদারুণ সংবাদ শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা এখন ঈশ্বরের নিকট কেবল এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণের ধনকে এই বিষম যন্ত্রণা হইতে শীঘ্র মুক্ত করিয়া তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে স্থান দান করুন। দীনেশের বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, একথা শুনিয়া সুরমাও তাহার সম্মুখে না আসিয়া থাকিতে পারিল না। পরিবার-বর্গের অবস্থা দেখিয়া দীনেশ বুঝিতে পারিল তাহার ইহ জীব-নের শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। তখন সে করযোড় করিয়া চক্ষু-নিমিলিত করিল এবং সঙ্কেত করিয়া তাহার জন্য প্রার্থনা করিতে বলিল। ধর্ম্মদাস বাবু, তাঁহার পত্নী, সুরুচি, সুরেশচন্দ্র, সুরমা ও সুষমা একত্রিত হইয়া প্রার্থনা ও সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শোক-গভীর-স্বর দীনেশের কর্ণে যত প্রবেশ করিতে লাগিল ততই যেন তাহার শারীরিক যন্ত্রণা দূর হইয়া মানসিক শান্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। "কি ভয় তাহার নাথ মৃত্যুর শরণে, অমর করেছ যারে প্রেমসুধা দানে," এই গানটী যখন হইতে লাগিল, তখন দীনেশের মুখে আশ্চর্য্য প্রসন্নতার চিহ্ন প্রকাশ পাইল ; সে ভাব দেখিয়া পরিবারবর্গের অধীর হৃদয় অনেকটা সুস্থির হইল। মৃত্যু শয্যায় এমন আশ্চর্য্য শান্তির ভাব নাস্তিকের গৃহে কখনও সম্ভবে না। আস্তিক গভীর শোকের সময়েও শান্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। কেন না

তাঁহার নিকট মৃত্যু ভয়ের কারণ নহে,—কিন্তু স্বর্গের সোপান। তিনি জানেন, পরলোকে ঈশ্বরের অমৃত ক্রোড় তাঁহার জন্য প্রসারিত রহিয়াছে। আস্তিক বালকের ঈশ্বরে এবং পরলোকে অচলা বিশ্বাসই তাহার হৃদয়ে এমন অপূর্ব্ব শান্তি আনয়ন করিয়াছে, পরিবারবর্গের শোকের ভার অনেক লাঘব করিয়াছে। "আমরা তোমার দত্ত গুরুভার বহনে অসমর্থ, তাই তুমি আমাদিগের ভার লাঘব করিতে চাহিতেছ, আপনার ভার আপনি আগুলিতে অগ্রসর হইয়াছ, হে ঈশ্বর আমাদিগের ইচ্ছার প্রতিকূল হইলেও তোমার ইচ্ছাপূর্ণ হউক, অমৃতময় তুমি তোমার অমৃত ক্রোড়ে আমাদের প্রাণধনকে আশ্রয় দাও," সুরুচি ও সুরেশচন্দ্রের মুখে কেবল এই রূপ প্রার্থনাই শুনা যাইতে লাগিল। পর দিন প্রত্যুষে দীনেশের আত্মা ইহলোকের ভার মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিল।

দীনেশের মৃত্যুর পর সুরুচির নিজ গৃহ বিষম যন্ত্রণার স্থল হইয়া উঠিল। সর্ব্বত্রই মৃত সন্তানের স্মৃতি-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, মায়ের প্রাণে ইহার অপেক্ষা যন্ত্রণার সামগ্রী আর কিছু নাই। যত শীঘ্র এই বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া বাগান বাড়ীতে যাইতে পারেন, সুরুচি তাহার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার আশা নির্জ্জন স্থানে গেলে তিনি বিরলে বসিয়া সন্তানের স্বর্গবাস চিন্তা করিতে পারিবেন, নির্জ্জন তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবেন, পরলোকের সহিত ইহলোকের নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবেন। সুরুচি এই আশায় বক্ষ বাঁধিয়া নূতন গৃহে যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। বাগানের ক্ষুদ্র কুটীরে তাঁহাদিগের গৃহ সজ্জার সমুদায় সামগ্রীর স্থান সমাবেশ হইবে না বলিয়া দীনেশের পীড়ার পূর্ব্বেই সুরেশচন্দ্র অধিকাংশ দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়াছিলেন। নিত্য

ব্যবহারের জন্য যাহা একান্ত আবশ্যক, কেবল তাহাই রাখা হইয়াছিল। দীনেশের মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পরে সুরমা, সুষমা ও বিমলাকে লইয়া সুরুচি দিবা দ্বিপ্রহরের সময় বাগান বাড়ীতে যাত্রা করিলেন। সুরেশচন্দ্র নিজের গাড়ী ঘোড়া অগ্রেই বিক্রয় করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে যাইতে হইল। শ্যামা ধর্ম্মদাস বাবুর বাড়ীতে থাকিবে, এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া সুরুচি তাহাকে পূর্ব্ব দিবসই পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সুরুচি চলিয়া যাইবার সময় প্রতিবেশী-মণ্ডলীর মধ্যে রোল কান্না উপস্থিত হইল; স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলেই কাঁদিতেছে; সুরুচি, সুরমা, সুষমা ও বিমলার চক্ষের জলও শতধারে নির্গত হইতেছে, কিন্তু সুরুচি ইহার মধ্যেও প্রতিবেশীদিগকে সান্ত্বনা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার স্নেহমাখা মধুর বাক্যে তাহাদিগের শোকের বেগ আরও উথলিয়া উঠিতেছে। সুরুচি যে সময়ে যাত্রা করিবেন মনে করিয়াছিলেন তাহার অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িল; আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া পরিশেষে রওনা হইলেন। সুরেশচন্দ্র বাড়ীতে থাকিয়া ক্রমে সমস্ত জিনিসপত্র পাঠাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া একাকী পদব্রজে বাগান বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহার মনে কত চিন্তার উদয় হইতে লাগিল তাহার গণনা কে করে? অবস্থার পরিবর্ত্তন, মনুষ্যের সুখ দুঃখ জীবনের পরিণাম কতই চিন্তা করিলেন। তাঁহার শেষ চিন্তা এই, "সুরুচির যখন দুঃখের অবস্থা ছিল, সে তখন নিতান্ত বালিকা, সে কথা তাহার স্মরণ নাই। তৎপরে ধর্ম্মদাস বাবুর অনুগ্রহে সে সুখ সচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইয়াছে। ঈশ্বর কৃপায় আমার গৃহেও দুঃখ কি সে এতদিন তাহা জানে নাই;—এখন শোক, দুঃখ,

দারিদ্র্য একত্রে উপস্থিত। এ যন্ত্রণা কি তাহার সহ্য হইবে? সত্য বটে বিপদের সংবাদে সে কাতার হয় নাই; শোকের নিদারুণ যন্ত্রণাও সে শান্তচিত্তে সহ্য করিয়াছে; কিন্তু তথাপি চিরদারিদ্র্যের দংশন সহ্য করা কি তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে? আর সুরমা ও সুষমাত দুঃখ কি এতদিন তাহা জানিত না; তাহারা কেমন করিয়া এত যন্ত্রণা, এত ক্লেশ সহ্য করিবে? আমি কোন্ প্রাণে গৃহে যাইয়া তাহাদিগের বিষণ্ণ বদন দর্শন করিব?" এই চিন্তা শেষ না হইতেই সুরেশচন্দ্র বাগান বাড়ীর তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে তাঁহার হস্তপদ বিকম্পিত হইতে লাগিল, কণ্ঠ তালু, জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গেল; তিনি আর এক পদ অগ্রসর হইতে পারিতে-ছিলেন না, এমন সময়ে সুরুচি দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া তোরণ-দ্বারের নিকট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সুরেশচন্দ্রের স্কন্ধে বাহুযুগল স্থাপন করিয়াই তাঁহার প্রথম কথা এই, "আজ আমার হৃদয়ের যন্ত্রণা ভার অনেক লাঘব হইয়াছে; এ স্থান এমন মনোরম, ঈশ্বরের কৃপা হস্তের নিদর্শন এখানে এমন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান যে এখন স্বর্গ নিকটস্থ বোধ হইতেছে; দীনেশচন্দ্র যে প্রেমময়ের প্রেম ক্রোড়ে বাস করিতেছে, তিনি যেন আজ আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছেন, আমি আমার হৃদ-য়ের মধ্যে তাঁহার ক্রোড়ে দীনেশচন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছি; দারিদ্র্য যে এমন মধুর, নিদারুণ শোকেও যে এমন আশ্চর্য্য সান্ত্বনা আছে, তাহা আমি অগ্রে জানিতাম না। আমরা দরিদ্র হইয়াছি, তাহাতে ক্ষতি নাই, যিনি দরিদ্রতার মধ্যে এমন মধুরতা ঢালিয়া রাখিয়াছেন, যদি তাঁহাকে বিস্মৃত না হই; শোক দারিদ্র্য যদি তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ নিকটতর

করিয়া দেয়, তাহা হইলে উহাদের ন্যায় সম্পদের বস্তু আর কি আছে। সুরেশ, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এস্থান তোমার স্থায় ভক্ত ব্যক্তির পক্ষে অমৃতময় বোধ হইবে। আমি মনে করিয়াছি এই কুটীরের নাম অমৃত কুটীর রাখিব।" সুরেশচন্দ্র দুই হস্তে সুরুচিকে বক্ষস্থলে চাপিয়া ধরিলেন। এমন স্ত্রীরত্ন লাভ যে কি পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার তাহা তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। মনের আবেগ কিঞ্চিৎ উপশম হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরমা ও সুষমাকে কেমন দেখিতেছ?" সুরমাকে একটু গম্ভীর বোধ হইতেছে। কিন্তু বিধাতা যেন সুষমাকে দরিদ্রতার উপযোগী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন; এ দারিদ্র্যদশাই যেন তাহাকে ভাল মানাইতেছে। দীনেশের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভিন্ন তাহার মনে আর কোন দুঃখ যন্ত্রণা আছে, তাহা বোধ হইতেছে না। সে আজ সংসারের সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী গুছাইয়াছে, নিজ হস্তে পাক করিতেছে। সুরেশচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে সুরমাকে কি নিতান্তই বিমর্ষ দেখা যাইতেছে?" না, নূতন স্থান, নূতন গৃহ, সকলই নূতন, এভাবে থাকা পূর্ব্বে কখনই অভ্যাস ছিল না, সুতরাং সে একটু খাপ ছাড়া হইয়াছে। বোধ হয় দুই চারি দিনেই তাহা সারিয়া যাইবে। সুরেশচন্দ্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরিবারবর্গের সকলে একত্রিত হইলে তিনি ঈশ্বরের নিকট বল ভিক্ষা করিলেন; যাহাতে এই গৃহ সুখ ও শান্তির আলয় হয়, সেই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। পরিশেষে আহারান্তে সকলে নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সুরেশচন্দ্রের বিপদ কালে আরবথনাট সাহেব ইংলণ্ডে ছিলেন, সুরেশচন্দ্র অমৃত-কুটীরে আসিবার এক পক্ষ পরে আরবথনাট সাহেবের এক পত্র পাইলেন। পত্র আশ্বাসসূচক; তাহাতে লেখা ছিল, আমি ছয় মাস পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছি; আমি আর একটী নূতন কোম্পানি সংগঠনের চেষ্টায় আছি, যেরূপ উৎসাহ পাইয়াছি, তাহাতে আশা হইতেছে কৃতকার্য্য হইতে পারিব। আর যদি তাহা না হয়, তথাপি আমাদিগের পুরাতন কারবারে তোমার কোন ভাল কর্ম্মের সংস্থান করিয়া দিতে পারিব। আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তুমি আর কোথাও কর্ম্মপ্রার্থী হইও না। সুরেশচন্দ্র আরবথনাট সাহেবের প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। ইতিমধ্যে কোনরূপ সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন তিনি এই সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার নিজের ও সুরুচির নিকট যে টাকা ছিল, তাহা একত্রিত করিয়া প্রায় তিন হাজার টাকা হইল, সুরেশচন্দ্র নিলামে যাইয়া এই টাকার দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় করিবেন। তিনি নিলাম ঘরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন, কিন্তু অভিজ্ঞতা না থাকায় এই কার্য্যে তাঁহার প্রায় কিছুই লাভ হইল না। কিছু দিন পরে তিনি এক খানি সংবাদ পত্রে একটী বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইলেন, ইন্দ্রভূষণের জমিদারী ঋণদায়ে আলিপুরের আদালত কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে। বারাকপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরে ইন্দ্রভূষণের পিতা এক তালুক ক্রয় করিয়াছিলেন, এবং তথায় একটী বিস্তৃত বাগান করিয়া দুইটী

দোতালা এবং একটী একতালা অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই তালুকের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রজাও ছিল। সুরেশচন্দ্রের কোন বন্ধু বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে এই স্থানে বাস করিতেন, সুরেশ চন্দ্র কখনও কখনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এই সূত্রে তিনি এই তালুকের অবস্থা ভালরূপ অবগত ছিলেন। নিলামের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে ইন্দ্রভুষণের অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে এই তালুকও বিক্রয়ার্থ ছিল। কিন্তু এই তালুকের যাহা আয়, রাজস্ব ও মিউনিসিপাল টাক্স তদপেক্ষা অধিক বিজ্ঞাপনে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই তালুকের এমন দুর্দ্দশা কেন সুরেশচন্দ্র তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। ডানি-য়াল পরিবার ইন্দ্রভুষণের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কলঙ্কিণী হেলেনের পাপ প্রলোভনে ইন্দ্রভুষণ সুধা জ্ঞানে বিষ পান করিয়া দারুণ মাতাল হইয়াছেন; ক্ষুদ্র নবাবিতে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব যাইবার উপায় হইয়াছে। তাঁহাকে এখন পথের ভিখারী হইতে হইবে। কিন্তু যাহাদের মোহনমন্ত্রে ভুলিয়া তাঁহার এই সর্ব্বনাশ হইল, তাহারা তাঁহার অর্থে ধনী হইয়াছে; তাহারা ডেনিয়াল কোম্পানি নাম দিয়া মাদক দ্রব্যের প্রকাণ্ড কারবার আরম্ভ করিয়াছে, হেলেন এই ভৈরবী-চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পূর্ব্বে যে তালুকের কথা বলা হইয়াছে, ডানিয়ালের জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয়ের তাহা শনিবাসরিক বিলাসভুমি ছিল। তাহাদিগের অত্যাচারে তালুকের অধিকাংশ প্রজা স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছে। সুতরাং অরণ্য-ভুমির আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াছে। নিলামের নির্দ্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে সুরেশচন্দ্র আলিপুরে গেলেন। নিলামে অধিকাংশ তালুকই উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইল; কিন্তু সুরেশচন্দ্র যে তালুকের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আলিপুরে গিয়াছিলেন, তাহাতে নিশ্চিন্ত

ক্ষতি দেখিয়া প্রায় কেহই তাহা ক্রয় করিতে চাহিল না। এই তালুকের অন্তর্গত তিন বিঘা ভূমি যদি নিজ বারাকপুরে না থাকিত, তাহা হইলে অপর কেহ উহার কোন মূল্য দিতে সম্মত হইত কি না তাহাই সন্দেহ। যাহা হউক সুরেশচন্দ্র এই সম্পত্তি চব্বিশ শত টাকায় ক্রয় করিলেন। ক্রয় করিয়াই তাঁহার মনে আশা হইল, বিধাতা বুঝি পুনরায় তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। তিনি সেই মুহূর্ত্তেই সঙ্কল্প করিলেন যদি প্রকৃত পক্ষেই তাঁহার সৌভাগ্য পুনরুদিত হয়, তিনি আর চাকুরীর প্রার্থী হইবেন না, ঈশ্বরের নাম প্রচারে আপনার জীবন উৎসর্গ করিবেন। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সুরুচিকে তালুক ক্রয়ের কথা এবং নিজের ভাবী জীবনের কথা বলিলেন। তিন চারি দিবস পরেই সুরেশচন্দ্র আদালত হইতে অধিকার পত্র প্রাপ্ত হইয়া বারাকপুর গমন করিলেন। যে সকল প্রজা এই তালুক পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছিল, তিনি তাহা-দিগের অনুসন্ধান লইয়া তাহাদিগকে আপনার বন্ধুর দ্বারা সাক্ষাতের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাহারা সাক্ষাৎ করিলে পর সুরেশচন্দ্র তাহাদিগকে বলিলেন, তাহারা খাজানার দশগুণ সেলামী দিলে তিনি তাহাদিগের প্রত্যেককে তাহাদিগের পূর্ব্ব অধিকৃত নিজ নিজ ভূমির মৌরসী স্বত্ব লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। প্রজাদিগের মধ্যে যাহাদিগের এইরূপ অর্থ দানের সঙ্গতি ছিল, তাহারা সকলেই সুরেশচন্দ্রের প্রস্তাবে আহ্লাদের সহিত সম্মত হইল। লোকমুখে সুরেশচন্দ্রের সাধু প্রস্তাবের কথা শুনিয়া অপর স্থানের অনেক সঙ্গতিপন্ন প্রজাও তাঁহার অধিকৃত ভূমিতে বাড়ী করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। এইরূপে সুরেশচন্দ্রের প্রায় সমস্ত জমি পত্তন হইয়া গেল। তিনি প্রজাদিগের সহিত মৌরসী বন্দোবস্ত করিয়া প্রায় নয়হাজার টাকা প্রাপ্ত হইলেন।

খাজানার যেরূপ বন্দোবস্ত হইল তাহাতে সদর খাজানা ও মিউনিসিপাল টেক্স প্রভৃতি প্রদান করিয়াও সুরেশচন্দ্রের কিঞ্চিদধিক ছয় শত টাকা বার্ষিক আয়ের সম্ভাবনা হইল। বাগান বাড়ীতে যে তিনটী গৃহ ছিল, তাহার দুইটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেই ইট, কাঠে নিজ-বারাকপুরস্থ জমিতে দুইটী গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন; পুরাতন বাড়ীর ইটে গৃহ নির্ম্মাণের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে না বলিয়া সুরেশচন্দ্র কতক গুলি নূতন ইট ক্রয় করিয়া গৃহ পত্তনের সুত্রপাত করিলেন। পুরাতন ও নূতন ইট মিশ্রিত করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করা হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া সুরেশচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। নূতন সম্পদের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুরুচিকে সমস্ত বলিলেন। বারাকপুরের বাড়ী দুইটী প্রস্তুত হইতে ছয় সাত মাস সময় লাগিবে। উক্ত বাড়ী দুইটী প্রস্তুত হইলে তাঁহাদিগের অন্যূন আরও একশত টাকা মাসিক আয় বৃদ্ধি হইবে; তখন তাঁহারা যাইয়া তাঁহাদিগের নূতন বাগান বাড়ীতে বাস করিবেন, সুরেশচন্দ্র সুরুচিকে আপনার মনের এই আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। বাগানটী কেমন সুবিস্তৃত, যে একতালা গৃহে তাঁহারা বাস করিবেন তাহা দেখিতে কেমন সুন্দর, সম্মুখভাগে ভাগীরথী আপনার প্রশস্ত বক্ষ বিস্তার করিয়া সে সৌন্দর্য্য, সে শোভা আরও কত বৃদ্ধি করিয়াছে; দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, প্রাণ শীতল হয়। এই মনোরম স্থান স্ত্রী কন্যাদিগকে দেখাইবার জন্য সুরেশচন্দ্র তাঁহাদিগকে তথায় একদিন লইয়া গেলেন। স্থানের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও গ্রাম্যভাব, জন কোলাহল বিবর্জ্জিত প্রশান্ততা সুষমার মনকে এক কালে আকৃষ্ট করিল; সে তৎক্ষণাৎ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এস্থানে কি আমাদিগের থাকিলে হয় না।" সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "এখানেই থাকা

স্থির হইয়াছে। পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, বারাকপুরের বাড়ী দুইটী নির্ম্মিত হইলে এখানে আসিব, কিন্তু এখন দেখিতেছি, এখানে শীঘ্র না আসিলে নির্ম্মাণ কার্য্য ভাল চলিবে না।" একথা শুনিয়া সুষমার মনে আনন্দ আর ধরিল না; কিন্তু সুরমা কিছু বিষণ্ণ হইল। সে বিষণ্ণ হইল কেন, তাহার কারণ আছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"I am too sore enpierced with his shaft,
To soar with his light feathers ; and so bound,
I cannot bound a pitch above dull woe :
Under love's heavy burden do I sink."

Romeo and Juliet.

সুষমা বাগান বাড়ীতে যাওয়ার পর হইতেই তথাকার দরিদ্র প্রতিবেশীদিগের রোগের চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করে। তাহার এই অযাচিত অনুগ্রহে প্রতিবেশী স্ত্রীপুরুষ সকলেরই তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। সুষমার পরোপকার-সাধন ব্রতেই দিন অতিবাহিত হইতেছে। এই কার্য্যক্ষেত্র ছাড়িয়া বারাকপুরের নিকট যাইয়া বাস করিতে হইবে, তাহাতে সুষমার মনে কখন কখনও ক্লেশের উদ্রেক না হইয়াছিল এমন নহে; কিন্তু সুষমা তাহাদের তালুকের প্রজাদিগের গ্রাম্য সরল প্রকৃতি দেখিয়া এমন বিমুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহাদিগের কোন প্রকার উপকার করিবার ইচ্ছা তাহার মনে অতিশয় প্রবল হইয়াছিল; সুতরাং তাহার মনে ক্লেশ অপেক্ষা আনন্দ অধিক হইয়াছিল।

সুরমা এখন আর এক ভাবে মগ্ন। বালেশ্বরে এক জন বাঙ্গালী আমলা অসদুপায়ে বহুধনোপার্জ্জন করিয়া অনেক

ভুমি সম্পতি করিয়াছিলেন। তাহার একমাত্র পৌত্র—জীবন-কৃষ্ণদত্ত, এখন সেই সম্পত্তির অধিকারী। এই যুবক বালেশ্বর স্কুলে অধ্যয়ন করিত, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে এবং অসৎ-সংসর্গে পড়িয়া অধঃপাতে যাইবার উপক্রম হয়। তাহার পূর্ব্বতন শিক্ষক তাহার দুর্গতি দেখিয়া তাহাকে ভাল করিবার জন্য যাত্মিক হন। শিক্ষকের চেষ্টায় তাহার মতি কিছু পরিবর্ত্তিত হইল। তখন শিক্ষক মহাশয় ভাবিলেন, ছাত্রের বিবাহের একটা উদ্যোগ করা আবশ্যক। কিন্তু বঙ্গদেশের কোন্ জেলার কোন্ গ্রামে তাহাদিগের পুর্ব্ব নিবাস ছিল এই যুবক তাহার কিছুই জানিত না। শিক্ষক দেখিলেন তাহা জানিতে না পারিলে বিবাহ হওয়া অসম্ভব। তখন তাঁহার মনে আর এক চিন্তা উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মসমাজে চেষ্টা করিলে জীবনকৃষ্ণের বিবাহ হইতে পারে। তিনি জীবনকৃষ্ণকেও সেই কথা বলিলেন, তাহাতে সে কোন আপত্তি করিল না। এক জন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের সহিত শিক্ষক মহাশয়ের পরিচয় ছিল, তিনি তাঁহার নিকট অনুরোধ পত্র দিয়া জীবনকৃষ্ণকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। কলিকাতা তাহার পক্ষে নূতন স্থান, এই মহানগরের কোথায় কি আছে, সে তাহার কিছুই জানিত না, বিশেষতঃ পুর্ব্ব সহচরদিগের সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং ভাল লোকের সংসর্গে পড়িয়া জীবনকৃষ্ণের জীবন একটু ভাল পথে চলিল। জীবনকৃষ্ণ স্বভাবতঃ উদার ও মুক্ত হস্ত; এই মুক্তহস্ততাবশতঃ সে অনেকের প্রিয় হইয়া উঠিল। প্রচারক মহাশয় অনেক লোকের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিলেন। সে ক্রমে ক্রমে সমাজের মধ্যে একজন মান্য গণ্য লোক হইয়া উঠিল। সুতরাং এই সম্মানিত ব্যক্তির সম্বন্ধে এখন

হইতে আমরাও যথোচিত সম্মানের সহিত কথা কহিব। পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁহার কিছুই নাই বলিলে হয়, তথাপি জীবনকৃষ্ণ বাবুর পরামর্শ গ্রহণ করা হয় না, এমন বিষয়ই নাই। অনেকেরই এখন এই ইচ্ছা জীবনকৃষ্ণ বাবুর একটা বিবাহের উদ্যোগ শীঘ্রই করিতে হইবে। তাঁহার মত একজন সম্ভ্রান্ত লোক ব্রাহ্মসমাজে স্থায়ী হইয়া থাকিলে সমাজের অনেক উপকার হইতে পারে, এই চিন্তা করিয়া তাঁহাকে অনেক ব্রাহ্ম পরিবারে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইল। প্রচারক মহাশয় তাঁহাকে সুরেশচন্দ্র ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। জীবন বাবুকে তিনি যেরূপ সৎলোক বলিয়া পরিচয় দিলেন, তাহাতে তাঁহাকে নিজ পরিবারে গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না, সুতরাং সুরেশচন্দ্রেরও সে আপত্তি হয় নাই। প্রচারক মহাশয় জীবনকৃষ্ণকে অসৎলোক জানিয়া সৎলোক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন এমত নহে; তাঁহার পক্ষে সে রূপ প্রতারণা করা অসম্ভব, তিনি এস্থলে আত্ম-প্রতারিত হইয়াছিলেন। জীবনকৃষ্ণের প্রকৃতি কোমল ও মধুর, কিরূপে লোকের প্রিয় হইতে হয় তিনি তাহা বিলক্ষণ জানেন। যাহাদিগের নিজের চরিত্র বল নাই, প্রকৃতির দৃঢ়তা নাই, সকলের প্রিয় হইবার ইচ্ছা তাহাদিগকে ভাল মন্দ উভয় পথেই লইয়া যাইতে পারে, ভাল সংসর্গে পড়িলে তাহারা ভাল লোক, মন্দ সংসর্গে পড়িলে তাহারা মন্দ লোক হইয়া থাকে। জীবন বাবু যখন মন্দ সংসর্গে ছিলেন তখন এককালে অধঃপাতে যাইবার উপক্রম হইয়া ছিলেন; এখন ভাল সংসর্গে থাকিয়া ভাল পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আপনার প্রকৃতির মধুরতা গুণে তিনি অনেকেরই প্রিয় হইয়াছেন। প্রচারক মহাশয়ও জীবনকৃষ্ণের বিনীত ভাব দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার

প্রকৃতি কেমন সবল সে পরীক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। সুরেশ-চন্দ্রের পরিবারে জীবনবাবু যে সময়ে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইলেন, তখন সুরেশচন্দ্রের বিপদের পর বিপদ ঘটিতেছে; তিনি নানা চিন্তায় অস্থির; বিশেষতঃ তিনি নিলামে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করার পর হইতে বাড়ী থাকিবার অতি অল্প সময়ই পাইতেন। এই সময়ে জীবন কৃষ্ণ বাবু তাঁহার বাড়ীতে একটু ঘন ঘন আসিতে আরম্ভ করিলেন। সুরুচিও নানা কার্য্যে ব্যস্ত, তাঁহার আলাপ করিবার অবসর অতি কম, সুতরাং জীবন বাবুকে তাঁহার কন্যাদিগের সহিত আলাপ করিবার অবসর দিয়া তিনি আপনার কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। সুষমা জীবনবাবুর সহিত আলাপ করিয়া দুই চারি দিবসের মধ্যেই বুঝিতে পারিল যে, তাঁহার মধ্যে সারভাব অতি অল্পই আছে। তাঁহার জ্ঞান ও শিক্ষা অতি অল্প, তিনি কোন গভীর বিষয়ে আলাপ করিতে জানেন না। ভালই হউক, মন্দই হউক পরের কথা অনুমোদন করিবার অভ্যাস তাঁহার বিলক্ষণ আছে। সুমিষ্ট কথায় পর-স্তুতি করিতে তিনি অতিশয় পটু। জীবন বাবুর প্রকৃতির এই পরিচয় পাইয়া সুষমা তাঁহার সহিত আলাপে বৃথা সময় নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইল না। জীবন বাবুর সহিত দেখা হইলে সে সামান্য ভদ্রতার অনুরূপ দুই চারি কথা বলিয়াই বিদায় হয়। কিন্তু সুরমার জীবনবাবুর সম্বন্ধে সেরূপ ভাব নহে; সে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসে এবং তাঁহার নিকটে বসিয়া অনেক আলাপ করিয়া থাকে। প্রথমে সুষমার প্রতিই জীবন বাবুর দৃষ্টি ছিল, কিন্তু তাহার কোনরূপ অনুরাগের চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া তিনি সুরমার প্রতিই ক্রমে ক্রমে অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। সুরমার মনের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, এক দিন সুষমার সহিত আলাপে তাহা টের পাওয়া গেল। জীবন

বাবুর কথা উপস্থিত হইলে সুষমা কথা-প্রসঙ্গে বলিল, "দিদি, জীবন বাবুর কোন সার আছে,আমার এমন বোধ হয় না। তিনি গভীর জলে নিমগ্ন হইতে জানেন না, ক্ষুদ্র মীনের ন্যায় জলাশয়ের উপরিভাগে ভাসিয়া বেড়ান।" সুরমা বিরক্তির সহিত উত্তর করিল, "সুষম, তোমার কি কুঅভ্যাস, পরের দোষ অনুসন্ধান করিতে তুমি এত ব্যস্ত কেন? তুমি কি পরের গুণ দেখিতে জান না। জীবন বাবুর এমন মধুর প্রকৃতিও যে, তোমার শ্রদ্ধা ও প্রশংসার বস্তু হইল না, আমি তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি।" সুষমা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল, আর কোন কথা বলিল না। সে মনে মনে ভাবিল, দিদির মন বড় প্রশস্ত, পরের দোষ অপেক্ষা গুণ দর্শন করা তাঁহার অভ্যাস। আমি কবে দিদির মত হইব। জীবনকৃষ্ণ সুরমার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, সুতরাং শীঘ্র বারাকপুরে যাওয়া সুরমার ইচ্ছা নহে; এই কারণেই সে যাওয়ার কথা শুনিয়া বিষণ্ন হইয়াছিল। কুসুমে যে কীট প্রবেশ করিয়াছে, সুরুচি বা সুরেশচন্দ্র তাহার কিছুই জানেন না। সুরমাও সাহস করিয়া তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে পারিল না। বারাকপুরে যাওয়ার বন্দোবস্ত হইল। সুরেশচন্দ্র দ্রব্য সামগ্রী তথায় পাঠাইতে লাগিলেন। সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইলে পর, তাঁহারা তথায় চলিয়া গেলেন। কিন্তু সুরমা তথায় যাইয়া এমন বিষণ্ন, এমন উদাসীন হইল যে, তাহার অবস্থা দেখিয়া সুরুচি বুঝিতে পারিলেন, প্রেম তাহার হৃদয়ের উপাস্য দেবতা হইয়াছে। জীবন বাবুর প্রতি সে অনুরক্ত হইয়াছে, তিনি প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু অনতিবিলম্বে তাহা বুঝিতে পারিলেন। সুরমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, যুবতীর সরল প্রকৃতি মনের কথা গোপন করিতে পারিল না। সুরুচি সকল কথা শুনিয়া বলি-

লেন, "এতদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে এক বার আমাদিগের মত জিজ্ঞাসা করা কি উচিত ছিল না?" মাতার এই অনুযোগ বাক্যের কি উত্তর দিবে বুঝিতে না পারিয়া সুরমা তাঁহার গলদেশ আপনার বাহুযুগলে জড়াইয়া ধরিল, এবং তাঁহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুরুচি বুঝিতে পারিলেন, নারী-স্বভাব-সুলভ লজ্জাই তাহাকে আত্মগোপন করিতে শিক্ষা দিয়াছে। সুরুচি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরম, তুমি কি জীবন বাবুকে তোমার মনের অবস্থা জানিতে দিয়াছ?" সুরমা মৃদুস্বরে বলিল "না"। সুরুচি সুরেশচন্দ্রকে সমস্ত কথা জানাইলেন। কন্যা বড়লোকের গৃহিণী হইবে, ইহাতেও সুরেশচন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন না; যাহাকে তাঁহারা ভাল জানেন না, সুরমার নিজেরও যাহার সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহাকে সে চিরজীবনের সহচর করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, এই চিন্তা সুরেশচন্দ্রের কষ্টের কারণ হইল। তিনি সুরুচিকে আপনার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। সুরুচি বলিলেন, "আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম।" সুরেশচন্দ্র পরদিবস কলিকাতায় আসিলেন। জীবন বাবুর স্বভাব চরিত্রের বিষয় ভালরূপে অনুসন্ধান করাই এই আগমনের উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি কলিকাতায় আসিয়াই জানিতে পারিলেন, এ কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছে, জীবন বাবু অনেকের নিকট বলিয়াছেন, সুরমার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। সুরেশচন্দ্রের সহিত যাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাদের অনেকেই তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন "আপনি বড় ভাগ্যবান, জীবন বাবুর ন্যায় জামাতা প্রাপ্ত হওয়া বড় অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে।" সুরেশচন্দ্র জীবনবাবুর ব্যবহারে কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে বন্ধু বান্ধবের নিকট আর কিছু জানিতে না পারিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুরমা ও রমেশচন্দ্রের বিবাহ।

জীবন কৃষ্ণের প্রকৃতি চাঞ্চল্য ও অসারতা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ব্যবহারে সুরেশচন্দ্র বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা এমন পাত্রকে স্বামীত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, এই চিন্তা তাঁহার দারুণ যন্ত্রণার কারণ হইল। তিনি সুরুচিকে আপনার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। তিনি বলিলেন, "সুরমার প্রণয় যেরূপ গভীর তাহাতে তাহাকে কিছু বুঝাইবার চেষ্টা করিলে কোন ফলোদয় হইবে এমত বোধ হয় না। আমাদিগের নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিলে সে জীবনকৃষ্ণকে অবশ্যই বিবাহ করিবে না, কিন্তু তাঁহার উপর তাহার যে অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাহা তিরোহিত হইবে এমত বোধ হয় না। কন্যা গৃহে থাকিয়া চিরজীবন বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করিবে, তাহাও প্রার্থনীয় নহে। এমতাবস্থায় বিবাহে সম্মতি দান ভিন্ন আমাদিগের আর কোন উপায় দেখিতেছি না।" সুরেশচন্দ্রও অগত্যা সুরুচির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সুরমার বিবাহ হইবে, এই সংবাদ পুত্রদিগকে লিখিলেন। রমেশচন্দ্র শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাইয়ের এক লৌহের কারখানায় চারি শত টাকা মাসিক বেতনে এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে। সুরেশ চন্দ্রের বারাকপুরের তালুক ক্রয় করিবার অল্প দিন পরেই এই সংবাদ আসিয়াছিল। যোগেশচন্দ্র ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ করিয়া এখন নিজামের রাজ্যে কাপড় রঙ করিবার নানাবিধ প্রণালী শিক্ষা করিতেছে। যথাকালে উভয় পত্রেরই উত্তর আসিল। যোগেশচন্দ্র লিখিল, সে যাহা যাহা শিখিতে

চাহিয়াছিল, তাহা তাহার এক প্রকার শিক্ষা হইয়াছে, সে আর এক মাস পরেই বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছে। যদি আর কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তাহার আগমন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে সে সন্তুষ্ট হইবে। রমেশ বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের ও যৌতুকের জন্য চারি শত টাকা পাঠাইয়া দিল। সুরেশচন্দ্র সুরমার অবিবেচনা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া রমেশচন্দ্রের মনে ভাবনা হইয়াছিল। পিতা সুরমাকে যে অপরাধের জন্য অনুযোগ করিয়াছেন, আমি নিজেও সেই অপ-রাধে অপরাধী হইবার উপক্রম করিয়াছি। সুতরাং আর অধিক অগ্রসর না হইতেই পিতা মাতাকে আপনার মনের অবস্থা জ্ঞাপন করা ভাল। এই ভাবিয়া রমেশচন্দ্র টাকা পাঠাইবার সময় পিতার নিকট এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিল। "আমিও পাছে সুরমার ন্যায় আপনাদিগের কষ্টের কারণ হই আপনার পত্র পাওয়ার পর হইতে এই চিন্তা আমার মনকে বড়ই আন্দোলিত করিয়াছে," এই ভুমিকা করিয়া একথা ওকথার পর শেষ কথা লিখিল। সুরেশচন্দ্র পত্র পাঠ করিয়া জানিলেন, রমেশ মহারাষ্ট্রীয় এক সুশিক্ষিতা কুলকন্যার প্রণয়া-নুরাগী হইয়াছে। রমেশের প্রণয় পাত্রীর সদ্‌গুণের কথা সুরেশ-চন্দ্র পূর্ব্বেই অনেক শুনিয়াছিলেন। যে পরিবারে সেই কুল কন্যার জন্ম হইয়াছে, সেই পরিবার ধর্ম্মানুরাগ ও সদাচারিতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। সুতরাং সেই পরিবারের সহিত কুটুম্বিতা সুত্রে সম্বদ্ধ হইবেন, সেই পরিবারের সদ্‌গুণশীলা কন্যা আপ-নাদিগের পুত্রবধূ হইবে, ইহা সুরুচি ও সুরেশচন্দ্রের বিশেষ আনন্দের কারণ হইল। তাঁহারা আপনাদিগের অভিমতি রমেশচন্দ্রকে লিখিয়া জানাইলেন।

এ দিকে সুরমার বিবাহ যোগেশচন্দ্র ফিরিয়া আসিলে

পর নির্ব্বাহ হইবে, এইরূপ অবধারিত হইল। জীবন বাবুকে সুরেশচন্দ্র এই সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন। জীবন বাবুর বন্ধু বান্ধবদিগের এই সামান্য বিলম্বও যেন অসহ্য হইল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "জীবন বাবুর ন্যায় জামাতা কত লোকে তপস্যা করিয়া প্রাপ্ত হয় না, সুরেশচন্দ্র এই অনায়াস-লব্ধ রত্নের মূল্য বুঝিতে পারিতেছেন না। দরিদ্রের সন্তান ধনীর মর্য্যাদা কি বুঝিবেন? তিনি যদি মনে করিয়া থাকেন, তাঁহার কন্যার ন্যায় গুণবতী স্ত্রী জীবন বাবুর অন্য কোথাও পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে তিনি মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি একবার বলুন যে, জীবনবাবুর সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন না; তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন, কত রূপবতী ও গুণবতী রমণী জীবন বাবুকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হয়।" সুরেশচন্দ্রের এইরূপ কথায় কর্ণপাত করা অভ্যাস ছিল না; তিনি আপনার সঙ্কল্পানুসারেই কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, সকলেই কেবল ধনের সম্মান করেন না; এমন অনেক সদাশয় লোক আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মানুরত পবিত্র জীবনকে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু অপেক্ষা অধিক মূল্যবান সামগ্রী মনে করেন। তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুরেশচন্দ্র কেন এ বিবাহে সন্তুষ্ট হন নাই। শিথিল চরিত্র ধনবান জামাতা অপেক্ষা সাধু চরিত্র নির্ধন জামাতালাভ সুরেশচন্দ্র শতগুণে প্রার্থনীয় মনে করেন বলিয়া এই সকল লোকের সুরেশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কন্যার অনুরাগ ফিরাইবার যদি সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে সুরেশচন্দ্র যে কখনই জীবন বাবুকে আপনার কন্যা সমর্পণ করিতেন না, তাহা তাহারা অনায়াসে বুঝিতে পারি-

লেন। সুরেশচন্দ্র যে বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহারা দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সুরেশচন্দ্র কলিকাতার বাড়ী যে ভদ্রলোককে ভাড়া দিয়াছিলেন, তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী; হঠাৎ তাঁহাকে স্থানান্তরে বদলী হইতে হইল। বাড়ী খালি হওয়ার পর সুরেশচন্দ্র স্থির করিলেন, যোগেশকে কলিকাতায় থাকিয়াই যখন ব্যবসা চালাইতে হইবে, তখন তাহার নিজ বাড়ীতে থাকাই সুবিধা; সুতরাং এই বাড়ী আর কাহাকেও ভাড়া দেওয়া হইবে না। সুরমার বিবাহও এই স্থানেই দেওয়া যাইবে। ইহা অবধারিত করিয়া সুরেশচন্দ্র সুরমার বিবাহ দেওয়ার জন্য সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন। তাহার কিছু দিন পরেই যোগেশচন্দ্র বাড়ীতে আসিল। বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। জীবন বাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গের ইচ্ছা বিশেষ সমারোহ পূর্ব্বক বিবাহ হয়। কিন্তু সুরেশচন্দ্র জীবন বাবুর নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিয়া বিবাহে বিশেষ আড়ম্বর করা সঙ্গত বোধ করিলেন না। তাঁহার নিজ শক্তির অনুরূপ ব্যয় করিবেন ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তিনি জীবন বাবুর বন্ধুদিগকে বলিলেন, জীবন বাবুর যত ইচ্ছা নিজে ব্যয় করিতে পারেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার নিকট হইতে বিবাহের কোন ব্যয়ই গ্রহণ করিবেন না। নির্দ্দিষ্ট দিনে যথানিয়মে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। পর দিবস সুরমা স্বামীর গৃহে গমন করিল। আজ সে বড় লোকের গৃহিণী; কিন্তু সে ধনলোভে—ঐশ্বর্য্য ভোগের প্রত্যাশায় বড়লোককে বিবাহ করে নাই। যুবতীর কোমল হৃদয় জীবনকৃষ্ণের মধুর প্রকৃতি দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল, জীবনকৃষ্ণের অনুরাগের পরিচয় পাইয়া সেই আকর্ষণ ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। সুরমা ভোগার্থিনী নহে, প্রেমার্থিনী; জীবনকৃষ্ণের অনুরাগ যদি স্থায়ী থাকে, ভালবাসার

ব্যতিক্রম না হয়, সুরমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট; সে আর কিছু চাহে না। সুরমা ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও তাহাতে সম্পূর্ণ অনাশক্ত, জীবনকৃষ্ণ কত বস্ত্র কত অলঙ্কার দিয়াছেন, কিন্তু সুরমা তাহার অতি অল্পই পরিতেছে।

সুরমার বিবাহের এক মাস পরেই খবর আসিল, রমেশ-চন্দ্রের বিবাহের দিন অবধারিত হইয়াছে। কন্যাপক্ষ সুরেশ-চন্দ্রকে সপরিবারে তথায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। রমেশও এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে যে, বাড়ীর সকলেই তাহার বিবাহে যোগ দেন। যোগেশ ব্যবসায় নূতন আরম্ভ করিয়াছে, এই সময়ে সে চলিয়া গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা; সুতরাং তাহার যাওয়া হইবে না। জীবনবাবু যাইতে সম্মত হইলেন না; তাঁহাকে ফেলিয়া সুরমার যাওয়ার সুবিধা হয় না, কাযেই তাহারও ভ্রাতার বিবাহ দেখা হইবে না। সুরেশচন্দ্র সুরুচি ও সুষমাকে লইয়া বোম্বাই যাত্রা করিলেন এবং যথা কালে তথায় উপস্থিত হইয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন। পুত্রবধূর লক্ষণ নিচয় দেখিয়া তাঁহারা এতদূর পরিতুষ্ট হইলেন যে, সুরমার বিবাহে তাঁহাদিগের যে ক্লেশ হইয়াছিল, তাহার অনেকটা লাঘব হইল। বিবাহের পর কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রাম্য যাজক।

বারাকপুরের উভয় বাড়ীরই নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, ভাড়াটিয়াও যুটিয়াছে; ভাড়ার দরুণ সুরেশচন্দ্রের মাসিক আয় দেড়শত টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। পুত্রদ্বয় এখন উপার্জ্জন-ক্ষম

হইয়াছে; সুতরাং সুরেশচন্দ্র একপ্রকার নির্ঝঞ্ঝাট হইয়া আপনার অভিলষিত ব্রত—ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ আপনার প্রজাবর্গের মধ্যেই কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিলেন, তৎপরে ক্রমে ক্রমে তাহা বিস্তার করিতে লাগিলেন। সুরেশচন্দ্র যখন একাগ্র চিত্ত হইয়া এই মহাব্রত আরম্ভ করিয়াছেন, তখন উত্তর-বাঙ্গালা হইতে মহানন্দ রায় নামক একজন ভদ্রলোক কলিকাতায় আসিলেন। মহানন্দ বাবুর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর; তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় গম্ভীর, অথচ মধুর,—মুখ সদাপ্রফুল্ল, ধর্ম্মে দৃঢ়তর আস্থা, চরিত্র উন্নত ও পবিত্র; তিনি উত্তর বাঙ্গালার একটী সাহায্যকৃত ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যে প্রায় আঠার বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি মাসিক সত্তর টাকা বেতন পাইতেন। আঠার বৎসরে তিনি কিঞ্চিদধিক বার হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে দশহাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ করিয়াছেন, অবশিষ্ট টাকার দ্বারা তিনি কিছু জমি, গরু ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া একটী কৃষিক্ষেত্র করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার বার্ষিক তিন চারি শত টাকা আয় হইয়া থাকে। এইরূপে সাত আট শত টাকা বার্ষিক আয়ের সংস্থান করিয়া মহানন্দ বাবু শিক্ষকতা কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে তিনি গ্রাম্য ধর্ম্ম-যাজকের ব্রত গ্রহণ করিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্কল্প ভালরূপে সাধন করিবার যোগ্যতা লাভের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি যেরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ ও পবিত্র-চরিত্র এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রে যেরূপ সদুপদিষ্ট তাহাতে তাঁহার কলিকাতায় আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। তথাপি তিনি প্রধান প্রধান প্রচারকদিগের উপদেশ

ও পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করিয়াছেন। মহানন্দ বাবুকে কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের অনেকেই চিনিতেন। সুরেশ-চন্দ্রের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ছিল। মহানন্দ বাবু কলিকাতায় আসার পর সুরেশচন্দ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সুরেশ-চন্দ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বারাকপুরে লইয়া গেলেন, তিনি কিছু দিন সুরেশচন্দ্রের বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার কার্য্য প্রণালী ভাল করিয়া দেখিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

মহানন্দ বাবু অকৃতদার; তিনি কখনও বিবাহ করিবেন না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কৌমার ব্রত অবলম্বন করেন নাই। তিনি জীবনের প্রথম উদ্যমেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, আপনার অন্ন বস্ত্রের অগ্রে সংস্থান করিয়া ধর্ম্ম-যাজকতা ব্রতে আত্মজীবন উৎসর্গ করিবেন। জীবনের এই সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধির চেষ্টায়ই এত দিন তাঁহার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত শক্তি ব্যয় হইয়াছে, তিনি অন্য চিন্তার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। সিদ্ধির পক্ষে এইরূপ একাগ্র চিত্ততা একান্ত প্রয়োজন। মহানন্দ বাবু সুরেশচন্দ্রের গৃহে আসিয়া এমন সমাদৃত হইলেন যে, তিনি পরগৃহে বাস করিতেছেন সে ভাব আর রহিল না। সুরুচি ও সুষমার আপ্যায়িততায় তিনি পরম প্রীত হইলেন। সুষমার উন্নত হৃদয় তাঁহার সদ্‌গুণ নিচয় দেখিয়া ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইল। সুষমার মনের অবস্থা যে পরিবর্ত্তন হইতেছে, সে প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু নবোদিত ভাব যখন বিকাশ প্রাপ্ত হইল, তখন মহানন্দ বাবু হইতে দূরে থাকিতে সে চেষ্টা করিতে লাগিল। যিনি হৃদয় রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাকে কি আর দূরে নিক্ষেপ করা যায়? সুতরাং সুষমাও আপনার হৃদয়ের দেবতাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিল না। সে এখনও মহানন্দ বাবুর নিকটে আসে বটে, কিন্তু

হইয়াছে; সুতরাং সুরেশচন্দ্র একপ্রকার নির্ঝঞ্ঝাট হইয়া আপনার অভিলষিত ব্রত—ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ আপনার প্রজাবর্গের মধ্যেই কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিলেন, তৎপরে ক্রমে ক্রমে তাহা বিস্তার করিতে লাগিলেন। সুরেশচন্দ্র যখন একাগ্র চিত্ত হইয়া এই মহাব্রত আরম্ভ করিয়াছেন, তখন উত্তর-বাঙ্গালা হইতে মহানন্দ রায় নামক একজন ভদ্রলোক কলিকাতায় আসিলেন। মহানন্দ বাবুর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর; তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় গম্ভীর, অথচ মধুর,—মুখ সদাপ্রফুল্ল, ধর্ম্মে দৃঢ়তর আস্থা, চরিত্র উন্নত ও পবিত্র; তিনি উত্তর বাঙ্গালার একটী সাহায্যকৃত ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যে প্রায় আঠার বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি মাসিক সত্তর টাকা বেতন পাইতেন। আঠার বৎসরে তিনি কিঞ্চিদধিক বার হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে দশহাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ করিয়াছেন, অবশিষ্ট টাকার দ্বারা তিনি কিছু জমি, গরু ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া একটী কৃষিক্ষেত্র করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার বার্ষিক তিন চারি শত টাকা আয় হইয়া থাকে। এইরূপে সাত আট শত টাকা বার্ষিক আয়ের সংস্থান করিয়া মহানন্দ বাবু শিক্ষকতা কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে তিনি গ্রাম্য ধর্ম্ম-যাজকের ব্রত গ্রহণ করিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্কল্প ভালরূপে সাধন করিবার যোগ্যতা লাভের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি যেরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ ও পবিত্র-চরিত্র এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রে যেরূপ সদুপদিষ্ট তাহাতে তাঁহার কলিকাতায় আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। তথাপি তিনি প্রধান প্রধান প্রচারকদিগের উপদেশ

ও পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করিয়াছেন। মহানন্দ বাবুকে কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের অনেকেই চিনিতেন। সুরেশ-চন্দ্রের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ছিল। মহানন্দ বাবু কলিকাতায় আসার পর সুরেশচন্দ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সুরেশ-চন্দ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বারাকপুরে লইয়া গেলেন, তিনি কিছু দিন সুরেশচন্দ্রের বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার কায্য প্রণালী ভাল করিয়া দেখিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

মহানন্দ বাবু অকৃতদার; তিনি কখনও বিবাহ করিবেন না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কৌমার ব্রত অবলম্বন করেন নাই। তিনি জীবনের প্রথম উদ্যমেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, আপনার অন্ন বস্ত্রের অগ্রে সংস্থান করিয়া ধর্ম্ম-যাজকতা ব্রতে আত্মজীবন উৎসর্গ করিবেন। জীবনের এই সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধির চেষ্টায়ই এত দিন তাঁহার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত শক্তি ব্যয় হইয়াছে, তিনি অন্য চিন্তার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। সিদ্ধির পক্ষে এইরূপ একাগ্র চিত্ততা একান্ত প্রয়োজন। মহানন্দ বাবু সুরেশচন্দ্রের গৃহে আসিয়া এমন সমাদৃত হইলেন যে, তিনি পরগৃহে বাস করিতেছেন সে ভাব আর রহিল না। সুরুচি ও সুষমার আপ্যায়িততায় তিনি পরম প্রীত হইলেন। সুষমার উন্নত হৃদয় তাঁহার সদ্‌গুণ নিচয় দেখিয়া ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইল। সুষমার মনের অবস্থা যে পরিবর্ত্তন হইতেছে, সে প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু নবোদিত ভাব যখন বিকাশ প্রাপ্ত হইল, তখন মহানন্দ বাবু হইতে দূরে থাকিতে সে চেষ্টা করিতে লাগিল। যিনি হৃদয় রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাকে কি আর দূরে নিক্ষেপ করা যায়? সুতরাং সুষমাও আপনার হৃদয়ের দেবতাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিল না। সে এখনও মহানন্দ বাবুর নিকটে আসে বটে, কিন্তু

পূর্ব্বের সে সরলতা আর নাই; এখন যেন একটু সঙ্কোচ বোধ হয়, পা যেন আগের মত অগ্রসর হয় না। সুষমার সম্বন্ধে মহানন্দ বাবুর পূর্ব্ব ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুষমার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে, কিন্তু অপ্রত্যাশিত বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে নাই। সুষমা মায়ের নিকট ধরা পড়িল; সুরুচি তাহার নবজাত সঙ্কোচ ভাব দেখিয়া তাহার হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তিনি সুষমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুষম, তোমাকে যেন আর এক রকম বোধ হইতেছে। যদি তোমার মনের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, আমাদের নিকট আত্ম গোপন করা উচিত নহে।" সুষমা এককালে বিবর্ণ হইয়া গেল, কোন উত্তর করিতে পারিল না; সুরুচি তাহার মনের অবস্থা যাহা বুঝিয়া ছিলেন, তাহা তাহাকে খুলিয়া বলিলেন। সে জননীর ক্রোড়ে আপনার মস্তক লুকাইল। তাহার অনুরাগ কতদূর গাঢ় হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সুরুচি বলিলেন, "সুষম, তুমি কি জাননা যে, মহানন্দ বাবু ধর্ম্ম যাজকতা-ব্রত অবলম্বন করিবেন? তাঁহার অবস্থাও তেমন সচ্ছল নহে। তাঁহার বার্ষিক আয় সাত আট শত টাকার অধিক হইবে না।" সুষমা মৃদুস্বরে উত্তর করিল, আমি তাহা জানি; তাঁহার মহাব্রত পালনে আমি যদি সহকারিণী হইতে পারি, আমি মনে করিব আমার মত প্রকৃত ভাগ্যবতী আর কেহ নাই;—শত দারিদ্র্য, শত দুঃখও আমার কষ্টের কারণ হইবে না। মা, তোমরা কি আমাকে এমন সৌভাগ্যশালিনী হইতে অধিকার দিবে?" সুরুচি সুষমার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "বাছা, ঈশ্বর তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করুন। কিন্তু তুমি এখনও এক প্রকার বালিকা, আমার ভয় হয়, পাছে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া তোমার এ দৃঢ়তা শিথিল

হইয়া যায়। যদি তাহা না হয়, আমার সম্পূর্ণ আশা আছে, তুমি সুখী হইতে পারিবে, ধর্ম্ম কার্য্যে জীবন উৎসর্গের ন্যায় সুখের প্রশস্ত পথ আর দ্বিতীয় নাই। তোমার মনের অবস্থা আমি আজই তোমার পিতাকে জানাইব।" সুরুচির মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া সুরেশচন্দ্র মহানন্দ বাবুর সঙ্গে এক নির্জ্জন গৃহে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। নানা কথার পর তাঁহার বিবাহের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলেন। উপযুক্ত পাত্রী পাইলে বিবাহ করিতে তাঁহার আপত্তি নাই, যখন সুরেশ-চন্দ্র এই কথা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি সুষমার কথা উত্থাপন করিলেন। মহানন্দ বাবুর সে প্রস্তাবে অসম্মত হইবার কোন কারণই ছিল না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে বিবাহের প্রস্তাব ধার্য্য হইল, দিনও অবধারিত হইল। মহানন্দ বাবু সুষমাকে বিবাহ করিবেন, এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলে ব্রাহ্মসমাজে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। অনেকে মনে করিতে লাগিলেন, সুরেশচন্দ্রের বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে, নতুবা এমন কন্যারত্নকেও অমন পাত্রে সমর্পণ করিতে আছে। যাঁহারা জীবন কৃষ্ণের বিবাহে বিশেষ অগ্রগণ্য ছিলেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "জীবন বাবুর ন্যায় জামাতা লাভ করিয়া সুরেশচন্দ্রের মনে আনন্দ হয় নাই, এত দিনে উপযুক্ত জামাতা মিলিয়াছে, শিবকে গৌরী দান করা হইবে।" অপরের কথায় সুরেশচন্দ্র বা সুরুচি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলেন না। এ সম্বন্ধে অনেক লোকে অনেক কথা বলিবে তাহা তাঁহারা অগ্রেই জানিতেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা জানিতেন না যে, ধর্ম্মযাজক-দিগের মধ্যেও কেহ কেহ এই বিবাহের সংবাদ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইবেন। ধর্ম্মযাজকগণ বলিতে লাগিলেন, "মহানন্দ বাবু যে এত দূর নীচ ও স্বার্থপর তাহা তাহারা পূর্ব্বে জানিতেন না, তাঁহার

ধানতা অবলম্বন করার অবশ্যকতা আর বোধ করেন নাই। এই সুযোগে দুই একটী করিয়া ক্রমে তাঁহার কতকগুলি মোসাহেব যুটিল। তাহারা কুকর্ম্মাসক্ত দুই একটী বড় লোকের সন্তানের সহিত জীবনকৃষ্ণের আলাপ পরিচয় করিয়া দিল। জীবনকৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে বড় লোকের সংসর্গানুরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্ব্বদাই এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ান; বাড়ীতে বড় একটা থাকেন না। সুরমা বুদ্ধিমতী, সে বুঝিতে পারিল তাহার কপাল ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। স্বামীকে আপনার বশে রাখিবার জন্য সে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। সে নানা কৌশল করিয়া জীবনকৃষ্ণের বাহিরে যাওয়া কিছু দিন বন্ধ করিল। জীবনকৃষ্ণের নূতন বন্ধুগণ তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইয়া প্রতিদিন ফিরিয়া যাইতে লাগিল। এক দিন তাঁহার কোন ব্রাহ্ম বন্ধুর পীড়ার সংবাদ পাইয়া জীবনকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিতে গেলেন, সুরমা কোন আপত্তি করিল না। যখন তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহার একজন বড় মানুষ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি জীবনকৃষ্ণকে তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। বাড়ী পঁহুছিয়া বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবনবাবু, আমি একটা নূতন সরবত আনিয়াছি, তাহা একবার আস্বাদন করিলে হয় না।" জীবন বাবু সরবত পান করিতে কোন আপত্তি করিলেন না; বন্ধু বোতল হইতে ঢালিয়া এক গ্লাস জীবনকৃষ্ণের হস্তে দিলেন। সরবত ঈষৎ মিষ্ট বটে, কিন্তু তাহা জীবনকৃষ্ণের নিকট ভাল বোধ হইল না। না খাইলে পাছে বন্ধু বিরক্ত হন, এই ভাবিয়া তিনি সমস্ত গলার ভিতর ঢালিয়া দিলেন। বন্ধুর কামনা সিদ্ধ হইল। জীবনকৃষ্ণের সুরাপান পূর্ব্বে অভ্যাস ছিল না, সুতরাং এক গ্লাসেই বিলক্ষণ নেশা হইল। আরও পান করি-

বার ইচ্ছা জন্মিল। ক্রমে ক্রমে জীবনকৃষ্ণ কাণ্ড জ্ঞান বিরহিত মাতাল হইলেন। সুরার সহচর আর যে সকল পাপ ছিল, সেই এক রাত্রিতে জীবনকৃষ্ণ তাহার সমস্ত পাপে ডুবিলেন। অর্দ্ধ রাত্রির সময় বন্ধু জীবনকৃষ্ণকে বিদায় দেওয়ার সময় বলিলেন, "জীবন বাবু তোমার এ কেমন রীতি, আমরা নবাবি আমলের বড় লোক, আমি তিন দিন তোমার বাড়ীতে গেলাম, তুমি এক দিনও শয্যাকক্ষ ছাড়িয়া আমার সহিত দেখা করিতে পারিলে না। বিধবার গর্ভজাত একটা শঙ্কর জাতীয় মেয়েকে বিবাহ করিয়া তাহার প্রেমে কি এতই মজিয়াছ যে, বন্ধু বান্ধবের সহিতও সাক্ষাৎ করিবার ছুটি পাওনা। তুমি যদি একটা স্বতন্ত্র বাড়ীতে বৈঠকখানা না কর, আমি নিশ্চয় বলিয়া রাখিতেছি, আমরা অমন কুস্থানে আর যাইব না,—তোমার না থাকুক, আমাদের ত লোক নিন্দার ভয় আছে।" সুরমার উপর জীবনকৃষ্ণের ঘৃণা জন্মাইয়া দিতে না পারিলে, তাঁহাদিগের অভিষ্ট সিদ্ধি হইবে না, এই ভাবিয়াই বন্ধু উপযুক্ত সময়ে এই কথা গুলি বলিলেন। জীবনকৃষ্ণ অর্দ্ধভঙ্গ স্বরে উত্তর করিলেন, "আমি বরং স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি তোমাদের ন্যায় প্রাণের বন্ধুদিগকে ছাড়িতে পারি না।" জীবনকৃষ্ণ বিদায় লইয়া গৃহে চলিলেন। তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না যে, সুরেশচন্দ্র ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুরমা তাঁহার গর্ভজাত সন্তান। সুরেশচন্দ্র জাতিতে কায়স্থ, জীবনকৃষ্ণ কায়স্থের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, এত দিন তাঁহার এই সংস্কার ছিল। আজ বন্ধু সেই সংস্কার দূর করিয়া দিয়াছেন। জীবনকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সংস্কার কিছু মাত্র পরিমার্জ্জিত হয় নাই। বন্ধুর কথা শুনিয়া তাঁহার মনে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে; তিনি পথে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে

আসিয়াছেন, পরিশেষে বন্ধুর পরামর্শই সুবিবেচনা সঙ্গত বোধ হইয়াছে। তিনি স্বতন্ত্র স্থানে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিবেন; সুরমা যে তাঁহার স্ত্রী অন্য লোককে তাহা জানিতে দিবেন না, গোপনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া জীবনকৃষ্ণ গৃহে উপস্থিত হইলেন। সুরমা স্বামীর দুর্গতি দেখিয়া হতবুদ্ধি হইল; অতি কষ্টে মনের বেগ সম্বরণ করিল। এমন অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিকে এখন অনুযোগ করা বৃথা, এই ভাবিয়া সুরমা কোন কথা বলিল না। কিন্তু সেই সময়েই সে সঙ্কল্প করিল, যত দিন স্বামীর প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত না হইবে, তত দিন সে তাঁহার শয্যাধিকার গ্রহণ করিবে না। তাহার সতীত্বের আদর্শ অতি উচ্চ; সে মনে করে স্বৈরচারীর সংসর্গ প্রকৃত সতীত্বের বিনাশক। সে যাহা হউক, জীবনকৃষ্ণের শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য সুরমা চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু জীবনবাবুর নেশার ঝোক তখনও অনেকটা আছে; তাঁহার মনে যে চিন্তা তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল, এই ঝোকে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সুরমা তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, জীবনকৃষ্ণের হৃদয় কত ক্ষুদ্র, কত নীচ তাহার বাহ্য সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াই যে জীবনকৃষ্ণ তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে আর তাহার বাকি রহিল না। তখন সুষমার কথা তাহার মনে পড়িল; দুনয়নে জলধারা নির্গত হইতে লাগিল। বিবাহিতা স্ত্রীকে যে রক্ষিতা নারীর ন্যায় স্বতন্ত্র স্থানে রাখিতে চায়, তাহাকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করে, এমন লোকের গৃহে আর এক দিনও থাকিতে নাই, তাহার অন্নগ্রহণ করিলে অপরাধিনী হইতে হয়। সুরমা সঙ্কল্প করিল "আমি এ গৃহে থাকিব না, কল্য প্রত্যুষে পিত্রালয়ে চলিয়া যাইব।

আমি পিতা মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিয়াছি। আমি যে অপরাধ করিয়াছি তাহার উপ-যুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করি।" রাত্রিতে সুরমার আর নিদ্রা হইল না। প্রাতঃকালে সুরমা জীবন বাবুর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; সুরমা মনের কথা গোপন করিল না। জীবন বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "ভালই, আমার পথ পরিষ্কার হইল।" পিতৃদত্ত যে কিছু অর্থ, অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি ছিল, সুরমা তাহা সঙ্গে লইল; জীবনকৃষ্ণের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিল না। এমন কি পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া গেল। যোগেশচন্দ্রকে আনাইয়া তাঁহার সঙ্গে সুরমা বারাক-পুর যাত্রা করিল। পিত্রালয়ে যাইয়া সুরমা পিতা মাতার চরণ ধরিয়া বলিল, "আমি আপনাদিগের নিকট গুরুতর অপরাধিনী, বিধাতা আমার অপরাধের দণ্ডদান করিয়াছেন। আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছি; অভাগিনীর আর অন্য স্থান নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে সুরমার অশ্রুজলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সুরুচি ও সুরেশচন্দ্র সমস্ত কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন; যত দূর সম্ভব কন্যাকে প্রবোধ দিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জীবনকৃষ্ণ স্বভাবতঃ মুক্তহস্ত, তাঁহার হৃদয় কোমল। সুরমা তাঁহার দত্ত সমস্ত বস্ত্র অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, ইহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কতক দ্রব হইল। তিনি হয়ত সুরমার নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি-তেন, কিন্তু বন্ধুবর্গের কুপরামর্শে তাহা হইল না। তথাপি তিনি সুরমার সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন; এবং তাহার ভরণ পোষণের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিতে চাহিলেন। সুরমা ঐ সকল দ্রব্য ফিরিয়া দিল এবং বলিয়া পাঠাইল, সে তাঁহার নিকট হইতে কপর্দ্দকও গ্রহণ করিবে

না। সুরমার প্রকৃতিতে যে যথেষ্ট দৃঢ়তা ছিল, ক্রমে তাহা প্রকাশ পাইল ; তাহার হৃদয়ের অস্ফুট দেবভাব সকল একে একে বিকাশ প্রাপ্ত হইল। সুরমা আপনার জীবন ঈশ্বর ও মনুষ্যের সেবায় উৎসর্গ করিল। পিতার প্রজামণ্ডলীর মধ্যে আপনার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিল।

এদিকে জীবনকৃষ্ণ ক্রমেই উৎশৃঙ্খল প্রকৃতি হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মেরা প্রবঞ্চনা করিয়া তাঁহাকে বিধবার গর্ব্ভজাত কন্যা বিবাহ করাইয়াছিলেন, বন্ধু তাঁহার এরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলে পর, তিনি ব্রাহ্মদিগের সংসর্গ এককালে পরিত্যাগ করিলেন। সুরা রাক্ষসী ও তদানুসঙ্গিক পাপ তাঁহাকে এমন করিয়া গ্রাস করিল যে, এক বৎসর অতীত না হইতেই তিনি যক্ষা রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। তাঁহার বিপদকালে সম্পদের বন্ধুগণ একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাঁহার মনে মনে তখন দারুণ ক্লেশ উপস্থিত হইল। সুরমার অকৃত্রিম ভালবাসা তাঁহার স্মৃতি পথে জাগ্রত হইল। তাঁহার এই মৃত্যু শয্যায় কে তাঁহার শুশ্রূষা করিবে ? তিনি অনন্যোপায় হইয়া সুরমাকে অতি কাতর ভাবে এক পত্র লিখিলেন। পত্র পড়িয়া সুরমার বোধ হইল জীবনকৃষ্ণ অনুতপ্ত হইয়াছেন। জীবনকৃষ্ণ প্রকৃত পক্ষে অনুতপ্ত হউন আর না হউন, সুরমা এ বিপদ কালে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সুরেশচন্দ্র সুরুচি ও সুরমাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন ; জীবনকৃষ্ণের অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা মর্ম্মাহত হইলেন। অশ্রুজলে জীবনকৃষ্ণের বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সুরমার কণ্ঠ বাষ্পাবরুদ্ধ,—সে কোন কথা কহিতে পারিল না, সম্মুখস্থ ব্যজনী ধরিয়া বাতাস করিতে লাগিল, আর অঞ্চলে অশ্রুজল মুছিতে লাগিল। জীবনকৃষ্ণের মনে এখন অতি গভীর অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি সুরমার হস্ত ধরিয়া

বার বার বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমার নিকট ঘোরতর অপরাধ করিয়াছি, তোমার কথা না শুনিয়া হলাহল পান করিয়াছি, এখন আমার শরীর বিষে জর্জ্জরিত। ঈশ্বর যদি এই বার বাঁচান, আমি আর কখনও তোমার কথার অবাধ্য হইব না। আমি নির্ব্বোধ, তাই মহারত্ন পায়ে ঠেলিয়াছিলাম। সুরম, আমার কি বাঁচিবার আশা নাই।" সুরমা মৃদুস্বরে বলিল, "নিরাশ হইও না, ঈশ্বরকে প্রাণ মনে ডাক, তিনিই বিপদ কালে রক্ষাকর্ত্তা।" জীবনকৃষ্ণ সুরমার মুখপানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে মহাপাতকী, কি করিয়া তাঁহাকে ডাকিব। তিনি কি আমার ন্যায় নরাধমের কথা শুনিবেন ?" সুরমা আবার বলিল, "তিনি পাপী তাপী কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। যে অনুতপ্ত হইয়া তাঁহাকে ডাকে তিনি নিশ্চয়ই তাহাকে আশ্রয় দেন।" জীবনকৃষ্ণের মুখে হঠাৎ আশার চিহ্ন দেখা দিল। তিনি সুরমার হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া বলিলেন, "তুমি সাবিত্রী, তোমার নিষ্পাপ দেহ স্পর্শ করিবার অধিকার আমার নাই; কিন্তু তুমি আমার নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছ; আজ আমি প্রাণ ভরিয়া পিতাকে ডাকিব। এখন আর আমার মরণে ভয় নাই।" সুরমার সংসর্গে জীবনকৃষ্ণের মনের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল হওয়ায় রোগের প্রকোপ একটু কমিল; কিন্তু যে নিদারুণ ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। এক সপ্তাহ পরে রোগ পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, আসন্ন কাল উপস্থিত। জীবনকৃষ্ণ যে দিন ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার হৃদয়ে আশ্চর্য্য শান্তির ভাব উপস্থিত হইয়াছে। তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন। সুরমা আসিবার পূর্ব্বেই তিনি তাহার নামে

আপনার সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়াছিলেন। সেই উইল সুরমার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "আমি এখন চলিলাম, পরলোকে সাক্ষাৎ হইবে। আমি যে ধন সম্পত্তি রাখিয়া গেলাম, তাহার আমি কোন সদ্ব্যবহার করি নাই। কিন্তু তোমার ন্যায় পুণ্যশীলা নারীর হস্তে তাহার সদ্ব্যবহার হইবে।" এই বলিয়া জীবনকৃষ্ণ যে চক্ষু মুদিলেন, তাহা আর খুলিল না, সুরমা বিধবা হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

অনলে স্বর্ণের পরীক্ষা, দুঃখে মনুষ্যের পরীক্ষা। খাটি সোনা অগ্নিদগ্ধ হইলে আরও উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়, দুঃখে পড়িলে ভাল মানুষের সদ্গুণরাশি আরও বিকাশ পাইয়া থাকে। সুরমার বিপদ তাহার প্রকৃত সম্পদের কারণ হইল। আলোক যেমন অন্ধকারকে ভেদ করিয়া প্রকাশ পায়, তাহার সদ্গুণ সমস্ত সেই রূপ বিপদরাশিকে ভেদ করিয়া প্রকাশ পাইল। সুরমা এখন বহু সম্পত্তির অধিকারিণী, কিন্তু সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, জীবনবাবুর সম্পত্তির এক কপর্দ্দক সে ভোগ করিবে না, সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিল। আপনার অন্ন বস্ত্রের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন, সে পূর্ব্বের ন্যায় ছবি প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া তাহা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। জীবন বাবু মৃত্যুকালে সুরমার হস্তে উইল প্রদান করিয়া যে আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এখন প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইতে পারিবে, সে আশা পূর্ণ হইল। সুরমা জমিদারীর ভার পাইয়াই, পিতার অনুকরণে প্রজাদিগের নিকট সেলামি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে মৌরসী স্বত্ব লিখিয়া দিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে একবৎসরের মধ্যে প্রায় সমস্ত জমিদারীর বন্দোবস্ত

হইল; সুরমা এই বন্দোবস্তে প্রায় দুইলক্ষ টাকা পাইল। বন্দোবস্ত শেষ হইলে পর, সে প্রজামণ্ডলীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিল। যেখানে রাস্তা নাই তথায় রাস্তা, যেখানে জলাশয় নাই তথায় জলাশয়, সুরমা নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। রোগীর চিকিৎসার জন্য কতিপয় চিকিৎসালয় স্থাপন করিল। এইরূপে প্রজামণ্ডলীর হিতার্থে বার্ষিক প্রায় দশ হাজার টাকা নিয়মিত রূপে ব্যয় হইতে লাগিল। তাহারা কাহার প্রজা সুরমার প্রজাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা একস্বরে বলে "আমরা মা লক্ষ্মীর প্রজা। মা লক্ষ্মী যে দিন জমিদারীর ভার লইয়াছেন, সেই দিন হইতে আমাদের সমুদায় দুঃখ দূর হইয়াছে। আমরা তাঁহার রাজ্যে পরম সুখে বাস করিতেছি।" সুরমা কেবল নিজ গ্রামগুলীর উন্নতি চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না; ক্রমে ক্রমে দেশহিতকর নানাবিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল।

মহানন্দ বাবু ধর্ম্মযাজন কার্য্যে এরূপ সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন যে, দলে দলে শত শত লোক তাঁহার ধর্ম্ম মতানুগত হইতে লাগিল। নিজ গৃহে আসা অবধি সুষমাকে রোগীর চিকিৎসা কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হয়। সুরমা তাহার ভগিনী ও ভগিনীপতির শুভ কার্য্যের শুভ সংবাদ পাইয়া তাহাদিগের সাহায্য করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। সুরেশচন্দ্র সুরমাকে তথায় লইয়া গেলেন। সুরমা ভগিনীর নিকট বৎসরে ছয় মাস থাকিয়া তাহাদিগের শুভ কার্য্যের সাহায্য করিবে, অপর ছয় মাস নিজ জমিদারীতে যাইয়া প্রজাবর্গের তত্ত্বাবধান করিবে, এই সঙ্কল্প করিল। সুরেশচন্দ্র তাহাকে তথায় রাখিয়া আসিলেন। সুরমা বিশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া সুষমার জন্য এক চিকিৎসালয় প্রস্তুত

করিয়া দিল। মহানন্দ বাবুর প্রচার কার্য্যের সহায়তার জন্য যাহা যাহা করা প্রয়োজন, সুরমা নিজ অর্থে যথাশক্তি তাহা করিতে লাগিল। তাহার অর্থে স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা-দিগের শিক্ষার জন্য নানাস্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইল; ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য ধর্ম্মালয় সকল সংস্থাপিত হইল। লোকের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইল। সুরমা নিজ প্রজামণ্ডলীকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজ ব্যয়ে কয়েক জন প্রচারক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা প্রজামণ্ডলীর যখন যে অভাব দেখিতে পান, সুরমার গোচর করেন, তখনই তাহা মোচন করিবার ব্যবস্থা করা হয়। মহানন্দ বাবু সুরমা ও সুষমার সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার ব্রতে যেরূপ সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন, মহানগরস্থ অনেক প্রধান ধর্ম্মযাজক তাহার শতাংশের একাংশও কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না সন্দেহ। তবে মহানন্দ বাবুর কার্য্যকলাপ বহির্জগতে প্রচারিত হয় নাই; তাহা ঘোষণা করিবার সংবাদপত্র নাই।

যোগেশচন্দ্র অধ্যবসায় বলে আপনার অবলম্বিত ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার সংকল্প ছিল, যত দিন আর্থিক অবস্থার সচ্ছলতা না হইবে, তত দিন সে বিবাহ করিবে না। এই কারণে যোগেশচন্দ্রের এত দিন বিবাহ হয় নাই। তাহার অবস্থার সচ্ছলতা হওয়ায় সে এখন আপনার মনোমত এক পাত্রীকে বিবাহ করিল। সুরেশ-চন্দ্র যে কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, যোগেশচন্দ্র এখন সেই চিরপরিচিত ক্ষেত্রে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছে। প্রতি-বেশীমণ্ডলীর মঙ্গল সাধনের জন্য সুরেশচন্দ্র যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, যোগেশচন্দ্র তাহা রক্ষা করিতেছে, বরং কোন কোন বিষয়ে সে কর্ম্মক্ষেত্র আরও বিস্তার করিয়াছে।

বিবাহের পর শ্যামা তাহার গৃহে আসিয়াছে। শাশুড়ীর পথানুসরণ করিয়া যোগেশের স্ত্রীও প্রতিবেশিনী কুলকন্যাদিগের নানা প্রকার হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যোগেশ আপনার কারখানায় পাড়ার লোকদিগকেই প্রধানতঃ নিযুক্ত করিয়াছে। যোগেশের কারবারে এখন মাসিক চারি পাঁচ শত টাকা আয় হইতেছে; দিন দিন ব্যবসায়ের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে ক্রমেই আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যোগেশ আপনার অর্জ্জিত অর্থ কেবল নিজের সুখ ভোগেই ব্যয় করিতেছে না; পিতার শুভ দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া তাহার একাংশ পরের হিতে ও দেশের মঙ্গলার্থে ব্যয় করিতেছে।

রমেশ বিদেশে থাকিয়া দেশহিতকর কার্য্যে প্রচুর পরিমাণে হস্তক্ষেপ করিবার তেমন সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছে না। সে পূর্ব্বের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরের সাহায্যে নিজে একটী লৌহের কারখানা খুলিয়াছে। এখন তাহার আয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে নিজের কারখানার লোকদিগের শিক্ষা দানার্থ একটী নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। তাহার স্ত্রী এই নৈশ-বিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করিয়াছে। নিজের অধীনস্থ লোকদিগকে শিক্ষাদান ও তাহাদিগকে সৎপথে রাখিবার চেষ্টা করা ব্যতীত রমেশচন্দ্রের অন্য কোন সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর ও সুযোগ নাই। কিন্তু রমেশচন্দ্র কোন একটী গুরুতর দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করিয়া প্রতিমাসে আপনার আয়ের এক চতুর্থাংশ স্বতন্ত্র জমা করিতেছে। তরল-প্রকৃতি লোকের ন্যায় কোন একটী অনুষ্ঠানের কল্পনা করা মাত্রই দেশময় তাহা রাষ্ট্র করা রমেশচন্দ্রের প্রকৃতি নহে; সুতরাং সে আপনার স্ত্রী ভিন্ন অপর কাহাকেও আপনার সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করে নাই; আমরাও সেই কারণে উহা জ্ঞাপন করিবার অধিকারী হইলাম না।

সুরুচি ও সুরেশচন্দ্রের সন্তানদিগের প্রত্যেকেরই অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইয়াছে, তাহাদিগের জন্য পিতা মাতাকে আর ভাবিতে হইতেছে না; সুতরাং তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া আপনাদিগের জীবন ব্রত প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুরুচি ও সুরেশচন্দ্র সকল্প করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা নানা প্রকার সাধু কার্য্যে ব্যয় করিবেন। সন্তানদিগের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের যাহা করণীয় ছিল, তাহা তাঁহারা এক প্রকার করিয়াছেন। এখন তাঁহাদিগের যে কিছু ধন সম্পত্তি আছে, তাহা ঈশ্বরের; সুতরাং ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনেই তাহা ব্যয় হইবে। তাঁহারা জীবদ্দশায় ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া মুক্ত হস্তে নানা প্রকার হিতানুষ্ঠানে ব্যয় করিতে লাগিলেন এবং মৃত্যুর পর তাঁহাদিগের পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিরূপে ব্যয় হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া উইল প্রস্তুত করিলেন। একটী সাধু পরিবার হইতে দেশের কত মঙ্গল হইতে পারে, সুরুচি ও সুরেশচন্দ্রের পরিবার তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। যাঁহারা দেশের প্রকৃত মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য যে নিজ নিজ পরিবার মধ্যে [illegible] সাধু ইচ্ছা উদ্দীপিত করেন। যত দিন নিজ নিজ পরিবারে উক্ত সাধু ইচ্ছা [illegible] বিস্তার প্রাপ্ত না হইবে, তত দিন [illegible] প্রকৃত মঙ্গল সংসাধিত হইবে না। সুরুচি যদি সুরেশচন্দ্রের সাধু কার্য্যের সহকারিণী,—এমন কি [illegible] প্রবর্ত্তিকা না হইতেন, সুরেশচন্দ্রের দ্বারা কখনই এতগুলি সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারিত না। তাঁহারা কেবল নিজে দেশের কল্যাণকর কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছেন এমত নহে; তাঁহারা সন্তানগণের হৃদয়ক্ষেত্রে যে সদ্বীজ বপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ঈশ্বর কৃপায় তাহাতে অমৃত ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সম্পূর্ণ।